পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1649, Saturday, October 04, 2025 FREE www.parichoy.com

‘আমাকে নোবেল না দিলে তা আমেরিকার অপমান’, ফুঁসে উঠলেন ‘অভিমানী’ ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- মানব পাচার প্রতিরোধে অগ্রগতি, টিআইপির রিপোর্টে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরে - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের ভিসা নিয়ন্ত্রণ পাশ কাটাতে গুরুত্বপুর্ণ কাজ সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর - ৫ম পাতায়
- শিকাগোতে হেলিকপ্টার, ড্রোন নিয়ে অবৈধবাসী ধরতে অভিযানে ট্রাম্প প্রশাসন- ৬ষ্ঠ পাতায়
- বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা মুখ ফেরাচ্ছেন আমেরিকা থেকে! কমছে আয়,
- ট্রাম্পের নীতিতে মাথায় হাত যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের-৬ষ্ঠ পাতায়
- নিজেরা ইউরেনিয়াম কিনছে, অথচ ভারতের রুশ তেল কেনায় আপত্তি!’, ট্রাম্পকে খোঁচা পুতিনের- ৭ম পাতায়
- হাসপাতালের বিছানায়ও আ.লীগের এমপি নূরুল মজিদের হাতে হাতকড়া, মানবাধিকারকর্মীদের নিন্দা- ৮ম পাতায়
- গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস না বললেন ফরহাদ মজহার-৮ম পাতায়
- ড. ইউনূসের বক্তব্য দেশের পরিস্থিতি অস্থির করে তুলছে -জয়নুল আবদিন-৯ম পাতায়

শাটডাউন এড়ানোর উপায় দেখছে না যুক্তরাষ্ট্র

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকানদের সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমছে

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৩ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

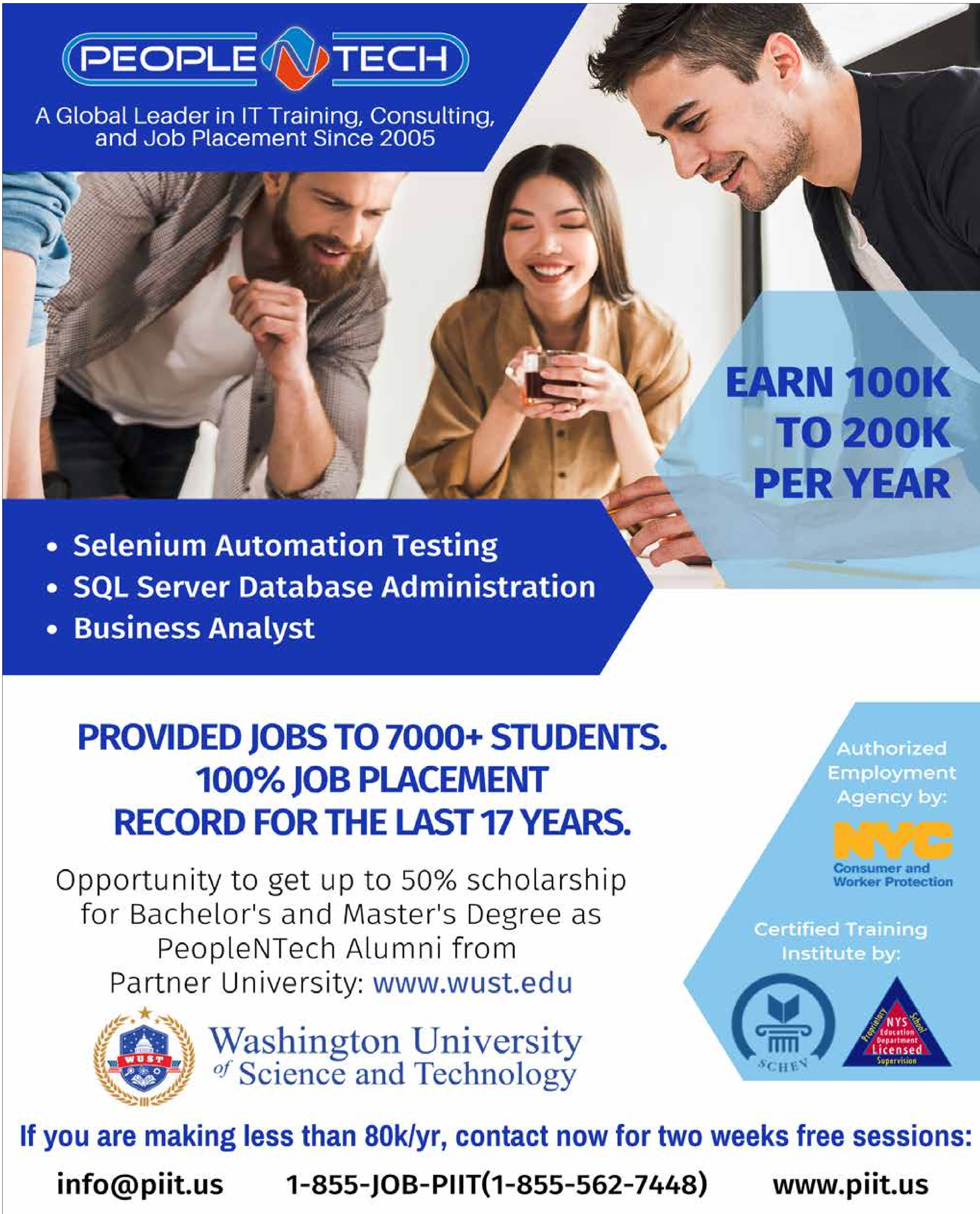
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● "হামাসের সদ্য প্রকাশিত বিবৃতির ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি, তারা স্থায়ী শান্তির জন্য প্রস্তুত। ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে, যাতে আমরা জিম্মিদের নিরাপদে ও দ্রুত মুক্ত করতে পারি।" - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● 'শান্ত হোন, ভালোভাবে ঘুমান অথবা নিজেদের সমস্যাগুলো মেটান' - ইইউ নেতাদের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন

● বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনও হিংসা হচ্ছে না। ভারতের সংবাদমাধ্যম ভুয়ো খবর রটাচ্ছে। - নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনুস

● দেশে চাঁদাবাজি বেড়েছে, রাজনৈতিক সরকার ছাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় -বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

● 'গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস না।' -অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার

● আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন আসলে "প্রহসন" ছাড়া কিছু নয়। তার দাবি, এবার নির্বাচন হচ্ছে সরকারি দল ও আধা-সরকারি দলের মধ্যে, প্রকৃত অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন নয়। - জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের

● ছাত্ররা উপদেষ্টা না হলে সরকার তিন মাসও টিকতো না। কয়েকজন উপদেষ্টাকে বিশ্বাস করা আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল। তাদের মাধ্যমে প্রতারিতও হয়েছি। অচিরেই ওই উপদেষ্টাদের নাম প্রকাশ করা হবে। -ছাত্রদের উপদেষ্টার আসনে বসাটা কি ভুল ছিলো কিনা, প্রশ্নের উত্তরে এনসিপির আহ্বায়ক ও সাবেক তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম

● "বর্তমান সরকারকে মানুষ পাঁচ বছর চায়- এমন মন্তব্য উত্থাপন না করলেও পারতেন প্রধান উপদেষ্টা।"- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে বিএনপিরস্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকানদের সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমছে জানা গেল নিউ ইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা জরিপে

পরিচয় ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রায় দুই বছর পর ইহুদি রাষ্ট্রটির প্রতি মার্কিনদের সমর্থনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা ইউনিভার্সিটির নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, বিপুলসংখ্যক ভোটার এই সংঘাত মোকাবিলায় ইসরায়েলি সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন।

গাজায় হামলার প্রতি এই অসন্তোষের কারণেই সম্ভবত মার্কিন ভোটাররা এই অঞ্চলের কয়েক দশকের পুরোনো সংঘাতের বিষয়ে তাঁদের সহানুভূতি পুনর্মূল্যায়ন করছেন। টাইমস ১৯৯৮ সাল থেকে ভোটারদের সহানুভূতি নিয়ে প্রশ্ন শুরু করার পর এই প্রথম ইসরায়েলিদের চেয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কিছুটা বেশি ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর মার্কিন ভোটারদের বেশির ভাগই ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরায়েলিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সে সময় ৪৭ শতাংশ ইসরায়েলকে এবং ২০ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নতুন জরিপে ৩৪ শতাংশ ইসরায়েলিদের পক্ষে এবং ৩৫ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মত দিয়েছেন। ৩১ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সংশয়ে আছেন অথবা দুই পক্ষকেই সমানভাবে সমর্থন করেন। অধিকাংশ মার্কিন ভোটার এখন ইসরায়েলকে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পাঠানোর বিরোধিতা করছেন। ৭ অক্টোবরের হামলার পর জনমতে এটি একধরনের বড় পরিবর্তন। প্রতি ১০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৬ জন বলেছেন, বাকি ইসরায়েলি জিম্মিরা মুক্তি পাক বা না পাক বা হামাস নির্মূল হোক বা না হোক, তবু ইসরায়েলের উচিত সামরিক অভিযান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মানব পাচার প্রতিরোধে অগ্রগতি: টিআইপি রিপোর্টে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরে

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ২০২৫ সালের মানব পাচার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে (ট্রাফিকিং ইন পারসন্স রিপোর্ট বা টিআইপি) বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করেছে। চলমান রাজনৈতিক পরিবর্তন, বৈশ্বিক অভিবাসন চাপ ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মানবপাচার দমনে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি এই স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখনো মানব পাচার প্রতিরোধের সর্বনিম্ন আন্তর্জাতিক মান পুরোপুরি অর্জন করতে না পারলেও আগের তুলনায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্যই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

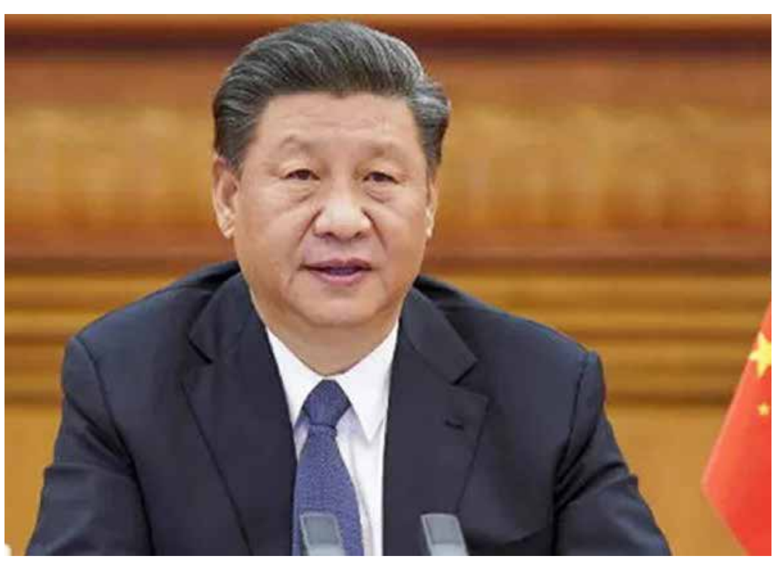

বিআরআইয়ের মাধ্যমে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে বললেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় করেছেন। শনিবার (৪ অক্টোবর) ঢাকায় চীনা দূতাবাস থেকে জানানো হয়, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন পারস্পরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় করেন।

অভিনন্দন বার্তায় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) মাধ্যমে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের রাজনৈতিক আস্থা দৃঢ় হয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে এবং ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও সুদৃঢ় হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "চীন ও বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। কূটনৈতিক সম্পর্ক *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

১ম মানব হিসেবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ক্লাবে ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৫০০ বিলিয়ন ডলার সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। ফোর্বসের বিলিয়নিয়ার সূচক জানায়, গত বুধবার মাস্কের সম্পদের পরিমাণ কিছু সময়ের জন্য ৫০০

দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছালেও পরে তা সামান্য কমে ৪৯৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হিসেবে আরও সুদৃঢ় হয়েছে মাস্কের অবস্থান। ফোর্বসের তালিকা অনুযায়ী, ওরাকল প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন প্রায় ৩৫০ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার সম্পদ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। গত মাসে ওরাকলের শেয়ার প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির পর কিছু সময়ের জন্য এলিসন মাস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মাস্কের বিপুল সম্পদ মূলত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ভিসা নিয়ন্ত্রণ পাশ কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভারতে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসা (দক্ষ কর্মী ভিসা) নিয়ন্ত্রণ মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভারতের দিকে সরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। অর্থনীতিবিদ ও শিল্পবিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি)এর বিকাশ আরও দ্রুত হবে। কেন্দ্রগুলো অর্থনীতি থেকে শুরু করে গবেষণা, উন্নয়নসহ নানা কাজ করে থাকে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারতে এখন ১ হাজার ৭০০টির মতো জিসিসি রয়েছে। এটি বিশ্বের মোট জিসিসির অর্ধেকের বেশি। শুরুর দিকে এগুলো প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে এলেও বর্তমানে বিলাসবহুল গাড়ির ড্যাশবোর্ডের নকশা থেকে ওষুধ আবিষ্কার পর্যন্ত উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনী কাজ করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার ও ভিসা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ক্রমে বাড়তে থাকার মতো প্রবণতা মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের শ্রম কৌশল পুনর্বিবেচনায় বাধ্য করছে। পাশাপাশি ভারতের জিসিসিগুলো এখন বৈশ্বিক দক্ষতা আর দেশীয় দক্ষ নেতৃত্ব একত্র করে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শিকাগোতে হেলিকপ্টার, ড্রোন নিয়ে অবৈধবাসী ধরতে অভিযানে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: সপ্তাহ কয়েকের বিরতির পরে নতুন করে অবৈধ অভিবাসন বিরোধী অভিযান শুরু করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। শিকাগোর মতো জনবহুল শহরে অবৈধবাসীদের গতিবিধি চিহ্নিত করতে ড্রোন এমনকি, হেলিকপ্টারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে সে দেশের সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স জানিয়েছে। গত কয়েক দিনের অভিযানে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও শিল্পক্ষেত্রগুলিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতর (ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করছে। শুধু শিকাগো শহরেই এখনও পর্যন্ত শতাধিক অবৈধবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রকাশিত খবরে দাবি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে অবৈধবাসীদের গ্রেফতার করে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে 'অপারেশন মিডওয়ে ব্লিৎজ' শুরু করেছিল ট্রাম্প সরকার। সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া অভিযানকে

তার দ্বিতীয় পর্ব বলে চিহ্নিত করছেন অনেকেই।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে জর্জিয়া প্রদেশে গাড়ি নির্মাতা সংস্থা হোন্ডাইয়ের কারখানায় হানা দিয়ে ৪৭৫ জন অবৈধবাসীকে গ্রেফতার করেছিল ট্রাম্প সরকার। সে সময় হোয়াইট হাউস কর্তা টম হোম্যানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

তিনি জানিয়েছিলেন, শিল্পক্ষেত্রগুলিতে এ বার নজরদারি আরও বাড়বে। সেই নীতি মেনেই এ বার অমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর তথা অন্যতম শিল্পাঞ্চল শিকাগোতে বিশেষ নজর পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষি-সহ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিবাসী নাগরিকদের উপর নির্ভরশীল, যাঁদের আমেরিকায় বসবাসের জন্য বৈধ নথি নেই। সুলভ শ্রমের বিনিময়ে অধিক মুনাফা আদায়ের জন্য প্রায় সব সংস্থা সেই পথে হেঁটেছে। কিন্তু আমেরিকানদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ট্রাম্প অবৈধবাসী ফেরত পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা মুখ ফেরাচ্ছেন আমেরিকা থেকে! কমছে আয়, ট্রাম্পের নীতিতে মাথায় হাত যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক বেশি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বিদেশি মুদ্রা তো বটেই, ডলারেও আয় হয় প্রচুর। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই আমেরিকায় বাড়তি সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই আর আমেরিকায় পড়তে যেতে চাইছেন না। বরং বলা ভাল, উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যেতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসে ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক নীতি বদলেছেন। আমেরিকায় বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছেন। ফলে হাতে বিকল্প থাকলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকাকে এড়িয়েই যাচ্ছেন অধিকাংশ বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। এতে আখেরে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষতি হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স একটি রিপোর্টে তেমনটাই জানিয়েছে। বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

এবার বিদেশি সিনেমায় ১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রেরএবার সমস্ত বিদেশি সিনেমায় ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে বলে ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, "বাচ্চার হাত থেকে যে ভাবে লজেন্স কেড়ে নেওয়া হয়, সে ভাবেই আমেরিকার সিনেমা তৈরির ব্যবসায় ভাগ বসাচ্ছে অন্য দেশগুলি।"

একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত মে মাসেই বিদেশি ছবিতে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

'আমাকে নোবেল না দিলে তা আমেরিকার অপমান', ফুঁসে উঠলেন 'অভিমানী' ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : নোবেল নিয়ে ফের নিজের অভিমান প্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেন, "আমাকে নোবেল না দিলে, তা আমেরিকার অপমান।" পাশাপাশি, নোবেল কমিটিকে তোপ দেগে তাঁর বক্তব্য, "ওরা এমন কাউকে নোবেল দেবে, যারা কিছুই করেনি।" এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, বিশ্বে চলতে থাকা একাধিক যুদ্ধ তিনি থ ামিয়েছেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছি। গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই ২০ দফার একটি প্রস্তাব পেশ করেছি। যদি ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহলে তা আট নম্বর হবে। এরকম কাজ আগে কেউ করেননি। কিন্তু তা-ও আমাকে ওরা নোবেল দেবে না। ওরা এমন কাউকে দেবে, যিনি জীবনে কিছুই করেননি।"

তিনি আরও বলেন, "নোবেল দেওয়া না হলে, তা গোটা আমেরিকাকে অপমান করা হবে। আমি পুরস্কার নিজের জন্য চাইছি না। দেশের জন্য চাইছি। নোবেল এমন কাউকে দেওয়া হয়, যিনি সমাজে বড় কোনও কাজ করেছেন।"

প্রসঙ্গত, নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগেও বারবার নিজেকে তুলে ধরেছেন। পূর্বসূরী বারাক ওবামার উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের দাবির সপক্ষে তাঁর যুক্তি, ক্ষমতায় আসার পর ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন। হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ থামাতেও প্রস্তুত তিনি। এহেন পরিস্থিতির মাঝে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোবেল কমিটির সচিব ক্রিশ্চিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেন, "এটা সত্যি যে একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা চলছে। তবে এটাও সত্য যে সংবাদমাধ্যমের আলোচনা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না। আমরা ঝাড়াই বাছাই করে যোগ্যতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের উপর কোনও চাপ নেই। বাইরের কোনও চাপ আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না।"

ট্রাম্পের নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক নেতৃত্ব ঝুঁকিতে - বললেন নোবেল কমিটির কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প যখন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আশা করছেন, তখন সুইডেনের নোবেল পুরস্কার বিষয়ক কর্মকর্তারা তার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তারা বলেছেন, ডনাল্ড ট্রাম্পের বিজ্ঞানের ওপর আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বসেরা গবেষণা জাতি হিসেবে অবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। বৈশ্বিকভাবে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে আরও বলা হয়, গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব

নেয়ার পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কয়েক বিলিয়ন ডলারের গবেষণা তহবিল কাটছাঁট করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বাধীনতায় আঘাত করেছেন এবং সরকারি বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা থেকে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানীকে ছাঁটাই করেছেন।

ওদিকে, আগামী সপ্তাহে স্টকহোম ও অসলোতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিজ্ঞানীরা পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনায় *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

সাত লাখ ফেডারেল কর্মীকে ছাঁটাইয়ের শঙ্কা

শাটডাউন এড়ানোর উপায় দেখছে না যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্মী বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের দুই দিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা শুরু হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। অন্যদিকে, আইনপ্রণেতারা সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরকারি এই শাটডাউন বা অচলাবস্থার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছেন। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটরা মধ্যরাতের সময়সীমার আগে নতুন একটি ব্যয় পরিকল্পনায় একমত হতে না পারায় বুধবার থেকে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আপস করতে ইচ্ছুক এমন লক্ষণ কোনো পক্ষের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে না।

একইসাথে এই অচলাবস্থা শুরুর কয়েক ঘণ্টা পরই, তা বন্ধের জন্য একটি ভোট করার উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছে। তখন থেকেই সিনেট মুলতুবি রয়েছে, যা এই অচলাবস্থাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। লাখ লাখ কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে এমন আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। গত বুধবার বিকেলে হোয়াইট হাউজের এক ব্রিফিংয়ে প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিটের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের উপস্থিত হওয়া ছিল বিরল ঘটনা। এই অচলাবস্থা নিয়ে ডেমোক্রেটদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক খেলা খেলার অভিযোগ করেছেন ভ্যান্স। যদি আমেরিকান জনগণের ওপর এর প্রভাব নিয়ে এতোই উদ্বিগ্ন হয়, তাহলে তাদের চিন্তিত হওয়াই উচিত। তাদের যেটা করা উচিত তা হলো সরকারের কর্মকাণ্ড আবার চালু করা। আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই সেটা নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয়- ডেমোক্রেটদের উদ্দেশে বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সরকারি সংস্থা কংগ্রেস থেকে অনুমোদিত বার্ষিক তহবিলের ওপর নির্ভর করে। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন এই সংস্থাগুলো তাদের অনুরোধ জমা দেয়, যা কংগ্রেসকে পাস করতে হয় এবং প্রেসিডেন্টকে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বাজেট আইনে বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ‘শাটডাউন’ পরিস্থিতি কীভাবে শেষ হতে পারে? আগে কীভাবে সমাধান হয়েছে?

পরিচয় ডেস্ক : ব্যয়সংক্রান্ত বিল নিয়ে রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত বিল অনুমোদন না পাওয়ায় বুধবার (১ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমে ‘শাটডাউন’ শুরু হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টির আইনপ্রণেতারা গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থবরাদ্দ বিল নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম বন্ধ বা ‘শাটডাউন’ শুরু হয়েছে। বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অচলাবস্থা কার্যকর হয়েছে।

তবে সরকারি ‘শাটডাউন’ শব্দটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তহবিল শেষ হলেও সরকার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় না। সামাজিক নিরাপত্তা চেক ও মেডিকেয়ার পেমেন্ট চলবে, কারণ এগুলো বার্ষিক তহবিল প্রক্রিয়ার বাইরে পড়ে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত থাকবে। সীমান্তরক্ষী তাদের কাজ চালিয়ে যাবে এবং ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসও কার্যক্রম চালু রাখবে। সেনা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্যক্রমও সাধারণ সময়ের মতো চলবে।

দৈনন্দিন জীবনে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সরকারি কর্মচারীরা বেতন ছাড়াই কাজ করবেন বা সাময়িক ছুটিতে থাকবেন। সাধারণত শাটডাউন শেষে সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এমন কর্মচারীদের বরখাস্তের হুমকিও দিয়েছিল।

সরকারি কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আরও দক্ষ হতো। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক বিভাগ খোলা থ াকলেও কাজের গতি কম থাকবে।

ট্রাম্পের সময় শেষ হওয়া সর্বশেষ শাটডাউন ছিল আমেরিকার ইতিহাসের দীর্ঘতম। এটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে শুরু হয়ে ২০১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, তখন নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ ১০ জন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কাজে উপস্থিত ছিলেন না।

মার্কিন সরকারের তহবিল ঘাটতি বা ‘শাটডাউন’-এর ধারণা নতুন। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অ্যাটর্নি জেনারেল বেঞ্জামিন সিভিলেত্তির এক আইনি স্মারক থেকে এর সূত্রপাত। এর আগে বাজেট অনুমোদন না হলেও সরকারি সংস্থাগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করত। মূলত একজন সরকারি আইনজীবীর লিখিত মতামত থেকেই শাটডাউনের ধারণার জন্ম।

নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বরাদ্দ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা, কারণ অক্টোবরে নতুন অর্থবছর শুরু হয়। প্রতি বছর ১২টি পৃথক বরাদ্দ বিল পাস হওয়া প্রয়োজন। এ বছর একটিও বিল কংগ্রেসের দুই কক্ষ পেরোয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৭ অর্থবছরের পর থেকে কোনো বছরই সব বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

শাটডাউন সত্ত্বেও ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজারে নতুন রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাটডাউন দ্বিতীয় দিনে গড়ালেও ওয়াল স্ট্রিট টানা নতুন রেকর্ড গড়েছে। গত বৃহস্পতিবার (০২ সেপ্টেম্বর) শাটডাউন সত্ত্বেও ওয়াল স্ট্রিট নতুন রেকর্ড গড়ে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাজেট অচলাবস্থার মধ্যে ব্যাপক ফেডারেল কর্মী ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিকে সিনেটে গতকাল শুক্রবার ভোট হওয়ার কথা ছিল। হাউস কর্তৃক পাস হওয়া একটি প্রস্তাবের ওপর যা ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারকে বর্তমান স্তরে অর্থায়ন চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেবে। এদিকে, ইউরোপ ও এশিয়ার প্রধান সূচকে ইতিবাচক প্রবণতার পর মার্কিন শেয়ারবাজার সেশন চলাকালে এক পর্যায়ে নিম্নমুখী হলেও দিন শেষে তিন প্রধান সূচকই নতুন উচ্চতায় বন্ধ হয়। ডাও জোন্স ও এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক বুধবারও রেকর্ড করেছিল। মূলত ফেডারেল রিজার্ভ চলতি মাসে সুদের হার কমাতে পারে এমন প্রত্যাশায়। সিএফআরএ রিসার্চের স্যাম স্টোভাল বলেন, বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন না শাটডাউন শিগগিরই শেষ হবে। তাই ফেড আরো সতর্ক কৌশল নেবে, যার মানে অক্টোবরেই সুদের হার কমানো। শাটডাউনের কারণে শুক্রবার প্রকাশের কথা থাকা সেপ্টেম্বর মাসের মার্কিন চাকরির তথ্য বিলম্বিত হতে পারে।

দিনের শুরুতে এশিয়ার বাজারে প্রযুক্তি শেয়ারের জোয়ার দেখা যায়। দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং ও এসকে হাইনিক্স ওপেনএআইয়ের ‘স্টারগেট’ প্রকল্পে চিপ সরবরাহ চুক্তি করায় কোস্পি সূচক ২.৭ শতাংশ বেড়ে সর্বকালের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায়। টোকিও ও হংকং সূচকও বেড়েছে, যদিও সাংহাই বাজার ছুটির কারণে বন্ধ ছিল। ইউরোপীয় লেনদেনেও প্রযুক্তি শেয়ারের উত্থান অব্যাহত ছিল। এএসএমএল, এসটি মাইক্রোইলেকট্রনিকস এবং শনাইডার ইলেকট্রিকের শেয়ার যথাক্রমে ৪.৫, ২ ও ২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। প্যারিস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট এক শতাংশের বেশি লাভ নিয়ে দিন শেষ করেছে, তবে লন্ডনের এফটিএসই সূচক সামান্য কমেছে। স্বতন্ত্র কোম্পানিগুলোর মধ্যে, তৃতীয় প্রান্তিকে অটো ডেলিভারিতে সাত শতাংশ বৃদ্ধির রিপোর্ট করা সত্ত্বেও টেসলার দাম ৫.১ শতাংশ কমেছে, যা সাম্প্রতিক প্রান্তিকে ধারাবাহিক পতনের ঘটনা। বিশ্লেষকদের মতে, ৩০ সেপ্টেম্বর ইভি বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান শুরু করতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র-

ওয়াশিংটন এক্সামিনার এর রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলার মাদকচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারির মধ্যে পুয়ের্তো রিকোতে মোতায়েন করা মার্কিন সেনারা ভেনেজুয়েলার অঞ্চল দখলের জন্য একটি বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

নিজেরা ইউরেনিয়াম কিনছে, অথচ ভারতের রুশ তেল কেনায় আপত্তি!’, ট্রাম্পকে খোঁচা পুতিনের

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৪ সালে রাশিয়া আমেরিকাকে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ইউরেনিয়াম সরবরাহ করেছে। তাঁর শুল্কবাণে হতভম্ব বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে ব্যঙ্গ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দাবি করলেন, আমেরিকা রাশিয়ার কাছ থেকে ইউরেনিয়াম কিনে চলেছে পারমাণবিক শিল্পের উন্নতির জন্য। অথচ ভারতকে তারা চাপ দিচ্ছে মস্কোর থেকে জ্বালানি না কেনার জন্য।

রাশিয়ার শহর সোচিতে এক জনসভায় আগুনে ভাষণ দিয়ে পুতিন বলেন, ”বৃহত্তম না হলে, আমেরিকাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে চাওয়া বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

হাসপাতালের বিছানায়ও আ.লীগের এমপি নূরুল মজিদের হাতে হাতকড়া, মানবাধিকারকর্মীদের নিন্দা

পরিচয় ডেস্ক : আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, কারাবন্দি নূরুল মজিদের ওই ছবি মৃত্যুর আগের হোক বা পরের, তাকে এভাবে হাতকড়া পরানো সরাসরি সংবিধান ও হাইকোর্টের রায়ের লঙ্ঘন।

অ্যাডভোকেট নূরুল মজিদ নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের সাবেক এমপি। তিনি এই আসনে পাঁচবার এমপি নির্বাচিত হন। কারা কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি নূরুল মজিদকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রথমদিকে তোলা ছবি। আর ছবিটি তোলা হয়েছিল যখন তিনি আইসিইউ-তে ছিলেন।

অ্যাডভোকেট নূরুল মজিদ নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের সাবেক এমপি। তিনি এই আসনে পাঁচবার এমপি নির্বাচিত হন। কারা কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি নূরুল মজিদকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রথমদিকে তোলা ছবি। আর ছবিটি তোলা হয়েছিল যখন তিনি আইসিইউ-তে ছিলেন।

আর আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, কারাবন্দি নূরুল মজিদের ওই ছবি মৃত্যুর আগের হোক বা পরের, তাকে এভাবে হাতকড়া পরানো সরাসরি সংবিধান ও হাইকোর্টের রায়ের লঙ্ঘন। তারা আরও বলছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের এ ঘটনা যথাযথ তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন, যাতে করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন, একজন মৃত্যুপথযাত্রী ও পরবর্তীতে মৃত মানুষের হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাখা অমানবিক। এটি মানবাধিকারের

চরম লঙ্ঘনের উদাহরণ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৮ সালে একটি হাইকোর্ট বেঞ্চের রায়ে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের হাতকড়া পরানোর ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার করা যাবে না। একইসঙ্গে এ বিষয়ে (হাতকড়া পরানো) সংশ্লিষ্টদের সর্বোচ্চ সতর্ক থ াকতে হবে।

পুলিশ প্রবিধান বা পিআরবির ৩৩০ ধারার বলা হয়েছে, বিচার বা আসামির পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতে পুলিশকে প্রয়োজনের বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত নয়। হাতকড়া বা দড়ির ব্যবহার প্রায়শই অপ্রয়োজনীয় অসম্মানজনক। কোনো অবস্থাতেই নারীদের হাতকড়া পরানো যাবে না; এবং যাদের বয়স বা দুর্বলতার কারণে সহজেই এবং নিরাপদে হেফাজতে রাখা যায়, তাদের ক্ষেত্রেও এসব ব্যবহার করা যাবে না।

ব্লাস্টের পক্ষে ওই রিট মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী আবু ওবায়দুর রহমান। তিনি গতকাল বুধবার দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের যে ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, এটি দেখে বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় লঙ্ঘন হয়েছে। একজন ৭৫ উর্ধ্ব বয়স্ক মানুষ কীভাবে দুর্ধষ বা পালানোর সম্ভাবনা থাকা আসামি হিসেবে গণ্য হবে, এটার কি কোনো ব্যাখা *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস না বললেন ফরহাদ মজহার

পরিচয় ডেস্ক : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, ওগ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস নাৱ গত ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পিস স্টাডিজ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত 'ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ মজহার বলেন, 'আপনি সংবিধান রক্ষা করবেন। সংবিধানে কোথায় উপদেষ্টা সরকার আছে, কোন অনুচ্ছেদে আছে? আপনি অবৈধ সরকার। আমি প্রথম দিন থেকে বলছি, আপনি অবৈধ সরকার। তবে অবৈধ সরকার বলার মানে এই না যে আপনাকে আমরা চাইনা। এটা মানে হচ্ছে, আপনার প্রথম কাজ নিজের বৈধতা নিশ্চিত করা। নিজের বৈধতা নিশ্চিত করবার একটা মাত্র পথ আছে, সেটা হল- গণঅভ্যুত্থান। কারণ গণঅভ্যুত্থান সংবিধান মেনে ঘটেনি।'

তিনি বলেন, 'এত বড় আত্মত্যাগের পরে আপনি কিসের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা শুরু করলেন? এটা আমার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। আমি প্রথম থেকে বলে আসছি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বলে কিছু নাই। আমাকে প্রমাণ করুন রাজনৈতিক দল বলে কিছু আছে! রাজনৈতিক দল মানে যারা জনগণের সেবা করে। রাষ্ট্র ও জাতিকে তারা পথ দেখায়। আমাদের এখানে যেটা আছে সেটাকে আমরা কি বলি? এখানে আছে লুটেরা মাফিয়া শ্রেণি।'

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আপনি দেশের সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন? আপনাকে জাতীয় ঐকমত্য করতে বলেছে কে? আমরা তো জাতীয় ঐকমত্য করতে বলি নাই। আমরা গণঅভ্যুত্থান করেছি। একটা সরকার গঠন করেছি। আপনাকে তো আমরা বলি নাই যে আপনি শেখ হাসিনার ফ্যাস্টিট সংবিধান রেখে এই সংবিধান রক্ষা করার শপথ নিয়ে একটা উপদেষ্টা সরকার গঠন করবেন। আপনি কেন গঠন করলেন, কি যুক্তি?'

গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস না উল্লেখ করে ফরহাদ মজহার বলেন, 'আপনি শেখ হাসিনার সংবিধান রক্ষার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিএনপির প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে, শিগগিরই মিলবে 'গ্রিন সিগন্যাল' জানালেন সালাহউদ্দিন আহমদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ প্রায় শেষ করেছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই আসনভিত্তিক একক প্রার্থীকে মাঠে কাজ করার জন্য 'গ্রিন সিগন্যাল' দেওয়া হবে। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে নির্বাচন কমিশনের তফসিল প্রকাশের পরেই।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, বিএনপি একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দল, যেখানে প্রতিটি আসনে একাধিক যোগ্য প্রার্থী রয়েছে। অনেক আসনে ১০ থেকে ১২ জন পর্যন্ত আগ্রহী প্রার্থী আছেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত একজন প্রার্থীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। গণতন্ত্র রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মতপার্থক্য থাকলেও ফ্যাসিবাদবিরোধী দলগুলো গণতন্ত্রের প্রশ্নে এক থাকবে। নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি।

আওয়ামী লীগের বিষয়ে কঠোর অবস্থান জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, গণহত্যা চালানোর পরও আওয়ামী লীগের কোনো অনুশোচনা নেই, বরং তারা দিল্লিতে বসে দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। সরকারের উচিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আইসিটি কোর্টে মামলা করা। তবে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী নয় বিএনপি; বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত।

প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "বর্তমান সরকারকে মানুষ পাঁচ বছর চায়ড়এমন মন্তব্য উত্থাপন না করলেও পারতেন প্রধান উপদেষ্টা।"

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হত্যার হুমকি

বিদেশি নম্বর থেকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং শরীয়তপুরের জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাইনুল ইসলামকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় শুক্রবার (৩ অক্টোবর) জাজিরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন ওসি মাইনুল ইসলাম। জিডিতে তিনি অভিযোগ করেন, স্থানীয় এক যুবলীগ নেতা এ হুমকির সঙ্গে জড়িত।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মিথুন ঢালীড়তিনি রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক।

জিডি সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে জাজিরায় গোপন বৈঠক করেন মিথুন ঢালী। পরদিন তারা গোপনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মিছিল করেন।

ঘটনাটি জানতে পেরে পুলিশ অভিযান চালালে মিথুন ঢালী উপজেলার কুণ্ডেরচর এলাকার ফিরোজ খার বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে সেখানে পুনরায় অভিযান চালালে মাইকে ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা করেন, তবে মিথুন পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে গত ২ অক্টোবর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করে। মামলায় ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। ওই মামলায় মিথুন ঢালী দ্বিতীয় আসামি হিসেবে নাম আসে।

এরপর শুক্রবার দুপুরে এক বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে জাজিরা থানার ওসিকে হুমকি দেন মিথুন ঢালী। ফোনে তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ওসিকে হত্যার হুমকি দেন। এ ঘটনায় জাজিরা থানায় জিডি করা হয়েছে (নম্বর ৯৫)।

এ বিষয়ে কথা বলতে মিথুন ঢালীর সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া গেছে।

ওসি মাইনুল ইসলাম বলেন, "মিথুন ঢালী নিষিদ্ধ হওয়া সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় মামলা হওয়ার পর তিনি বিদেশি নম্বর থেকে ফোন করে আমাকে এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হত্যার হুমকি দেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।"

আমরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিনি, যেকোনো সময় আ.লীগের কার্যক্রম সচল করা হতে পারে বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : যেকোনো সময় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সচল করা হতে পারে এমন মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিনি। এমনকি তাদের রেজিস্ট্রেশনও স্থগিতও করা হয়নি। শুধুমাত্র তাদের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, কার্যক্রম স্থগিত হওয়ায় তারা কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে পারবে না। তারা একটি দল হিসেবে বৈধ কিন্তু তাদের কার্যক্রম কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশনের ফাঁকে জিটিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক মেহদি হাসানের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ব্যাখ্যা দিতে পারবে। তারা বলতে পারবে নির্বাচনে কোন দল অংশ নিতে পারবে। কারণ তারা নির্বাচন অনুষ্ঠান করছে। সুতরাং তারাই ভালো বলতে পারবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আওয়ামী লীগের লাখ লাখ সমর্থক আছে এটা আমি মানি না, তবে তাদের সমর্থক আছে। তাদের সমর্থকরা সাধারণ ভোটারের মতোই ভোট প্রদান করতে পারবে। তবে সেখানে শুধু আওয়ামী লীগের প্রতীক থাকবে না। ড. ইউনূস বলেন, আওয়ামী লীগ নিজেদের রাজনৈতিক দল বললেও তারা রাজনৈতিক দলের মতো নিজেদের তুলে ধরতে পারে নি। তারা মানুষ হত্যা করেছে। এমনকি তারা যা করেছে তার কোনো দায় পর্যন্ত তারা নেয়নি। শুধু তাই নয়, তাদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য তারা সব সময় অন্যকে দোষারোপ করেছে।

২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এ সাক্ষাৎকারে আরও আলোচনায় উঠে আসে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বের যৌক্তিকতা, রোহিঙ্গা সংকট ইত্যাদি বিষয়।

আ.লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

পরিচয় ডেস্ক : অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে বরিশালে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আসিফ নজরুল বলেন, যখন কোনো দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়, তখন তা স্থায়ী নাকি অস্থায়ী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

তিনি আরও বলেন, বরং আমি যতটুকু জানি যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের প্রসিকিউশন দল আছে, তাদের পক্ষ থেকে সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার চাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং নির্বাচনের আগে তো দূরের কথা অদুর ভবিষ্যতেও আমার পর্যবেক্ষণে যতটুকু বুঝি, তাদের যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছে তা

প্রত্যাহার করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এ সময় বিদেশি গণমাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গেও কথা বলেন আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বারবার জানিয়েছেন। ফেব্রুয়ারির পরে এই সরকারের কারও থাকার ইচ্ছা নেই। দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন করছেন জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, অপশক্তি ষড়যন্ত্র করলেও সরকার সতর্ক ছিল। এ ছাড়া শান্ত পাহাড়কে যারা অশান্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ড. ইউনূসের বক্তব্য দেশের পরিস্থিতি অস্থির করে তুলছে ড. জয়নুল আবদিন ফারুক

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে জেটিওর প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে সাক্ষাৎকার দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেন, 'নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে জনগণের বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে। কেউ এমনও বলেন, এ সরকার পাঁচ বছর, ১০ বছর, এমনকি ৫০ বছর পর্যন্ত থাকুক। কিন্তু আমরা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচনের

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে জুলাই সনদ প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে দিলেন নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক : নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে জুলাই সনদ প্রণয়ন ও প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন। তার মতে, এ সনদ শুধুমাত্র একটি নীতিগত দলিল নয় বরং জুলাই আন্দোলনে যারা রাস্তায় নেমে প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতাও।

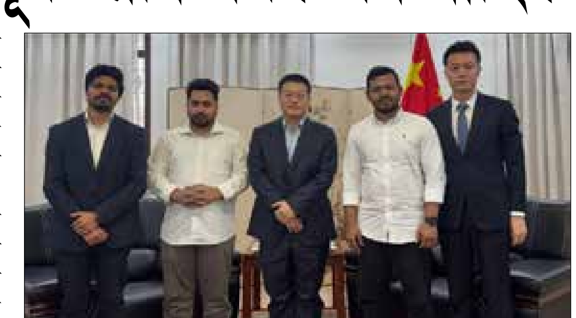

বুধবার (৫ জুন) দুপুরে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'জাতীয় নাগরিক পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক পথ কেবলমাত্র জনআকাঙ্ক্ষা ও কাঠামোগত সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

তিনি উল্লেখ করেন, 'এই জুলাই সনদ নির্বাচন সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি সুস্পষ্ট ভিত্তি স্থাপন করবে এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।'

তিনি নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং পরবর্তীতে একটি গণপরিষদ ও আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির কথা জানান, যাতে সব পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

নাহিদ জানান, দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা ও সংস্কার প্রক্রিয়া ঘিরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরাজমান

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

অন্যের ওপর দোষ চাপানো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের 'অভ্যাস' বললো ভারত

পরিচয় ডেস্ক : চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল খাগড়াছড়ি বেশ কয়েকদিন অশান্ত ছিল। গত সোমবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেনেন্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ করেন, খাগড়াছড়িকে অশান্ত করার পেছনে ভারত বা ফ্যাসিস্টের ইন্ধন আছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভারত।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, অন্যের ওপর দোষ চাপানো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের 'অভ্যাস'। তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে ব্যর্থ

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

মার্কিন শুল্ক, নির্বাচন ব্যয় ও ব্যাংকখাত সংকটে ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার জানালো এডিবি

পরিচয় ডেস্ক : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কিছুটা কমালেও ড় প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করছে, যা গত এপ্রিলের ৫.১ শতাংশ অনুমানের চেয়ে সামান্য কম। এরপরও এটি গত তিন বছরের মধ্যে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বছর ধরে গতিমন্থরতা চলেছে, এরপরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নতুন মার্কিন শুল্ক, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্চ নির্বাচনকালীন ব্যয়, সংকটগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে দেওয়া তারল্য সহায়তা এবং ব্যাংকখাতের অব্যাহত দুর্বলতার কারণে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) প্রতিবেদনে এসব উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে।

একইসঙ্গে এডিবি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কিছুটা কমালেও ড়প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করছে, যা গত এপ্রিলের ৫.১ শতাংশ অনুমানের চেয়ে সামান্য কম। এরপরও এটি গত তিন বছরের মধ্যে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি হবে। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য মাত্র ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছিল এডিবি।

এডিবি সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক এবং সম্ভাব্য ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা রপ্তানির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। একই সঙ্গে ব্যবস্থাপিত ভাসমান বিনিময় হার নীতির দুর্বল বাস্তবায়ন বহিঃখাতের ভারসাম্যহীনতা আরও বাড়াতে পারে। বাংলাদেশে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউং জং বলেন, “ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বাড়ানো ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর।চ

মুদ্রাস্ফীতি কমলেও ঝুঁকি রয়ে গেছে

এডিবি তাদের প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গড় মুদ্রাস্ফীতি চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৮ শতাংশে নামবে, যার এর আগের বছরের প্রায় ১০ শতাংশের থেকে কম। তবে এ উন্নতি আংশিক স্বস্তিই দিতে পারবে।

তবে ম্যানিলা-ভিত্তিক এ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সতর্ক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে চাঁদাবাজি বেড়েছে, রাজনৈতিক সরকার ছাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বললেন অর্থ উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক : “আগে যেখানে এক টাকা চাঁদা নেওয়া হতো, এখন দেড়-দুই টাকা নেওয়া হচ্ছে। ৫ অগস্টের পর নানা পক্ষ চাঁদাবাজিতে জড়িয়েছে এবং আগে যারা ছিল, তারাও চাঁদাবাজির পেছনে আছে। যারা চাঁদাবাজি করে তারাই আবার ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য,চ বলেন তিনি। ৫ আগস্টের পর দেশে চাঁদাবাজি বেড়েছে এবং রাজনৈতিক সরকার ছাড়া এটি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

গত (৩০ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, অন্তর্বতী সরকার চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, আর রাজনৈতিক সরকার ও রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছাড়া চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ সম্ভবও নয়। ড. সালেহউদ্দিন আরও বলেন, “আগে যেখানে এক টাকা চাঁদা নেওয়া হতো, এখন দেড়-দুই টাকা নেওয়া হচ্ছে। ৫ অগস্টের পর নানা পক্ষ চাঁদাবাজিতে জড়িয়েছে এবং আগে যারা ছিল, তারাও চাঁদাবাজির পেছনে আছে। যারা চাঁদাবাজি করে তারাই আবার ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য।চ তিনি বলেন, “চাঁদাবাজির কারণে পণ্যমূল্য বাড়ছে। তবে এটি থামানো আমার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়। অন্তর্বতী সরকারও কাউকে ধরে শাস্তি দেওয়ার নীতিতে নেই।চ তবে এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমে ৭ শতাংশে নেমে আসবে। সরকার চাঁদাবাজদের সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করেও তা ভাঙতে পারেনি বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকায় চাঁদাবাজি বন্ধ করা যাচ্ছে না।

ওআমরা চাঁদাবাজদের নেক্সাস ভাঙতে পারতাম, যদি আরও শক্তিশালী হতাম। আমি ও প্রফেসর ইউনূস নিয়ম মেনে চলি, নিয়মের বাইরে গিয়ে কাউকে ধরা-ধরির মধ্যে যাই না,, বলেন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে পিছিয়েছে চীন, এগোচ্ছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ক্রমে অবস্থান হারাচ্ছে প্রধান রপ্তানিকারক দেশ চীন। দেশটির হারানো অবস্থানে হিস্যা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ। মোট রপ্তানি আয়, রপ্তানির পরিমাণ ও পণ্যমূল্য সব বিবেচনায় চীনের অবস্থান দুর্বল হচ্ছে। বিপরীতে শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশ। অবশ্য অর্থমূল্যের পরিমাণে চীনের রপ্তানি এখনও বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি।

মার্কিন পাল্টা শুল্ক কাঠামোতে চীন এবং অন্য রপ্তানিকারক প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ফলে আগামীতে চীনা হিস্যা বেশ ভালোভাবেই বাংলাদেশ বুঝে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সয়াবিন বীজ, গম ও তুলা আমদানি বাড়ছে

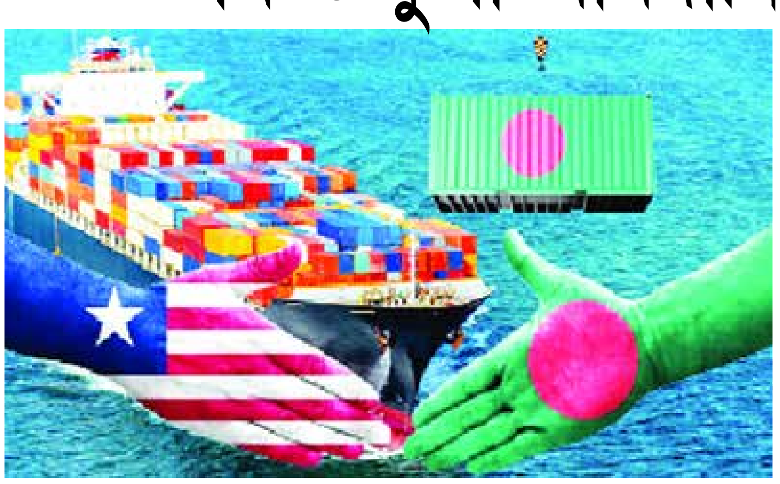

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন বীজ গম ও তুলার মতো কৃষিজাত পণ্যের আমদানি বাড়ছে। এর পাশাপাশি জ্বালানি, লৌহজাতপণ্য, যন্ত্রাংশ ওষুধ আমদানি হচ্ছে আগের মতোই। উড়োজাহাজ ও সামরিক সরঞ্জামাদিও আমদানি হচ্ছে। মূলত পাল্টা শুল্কের শর্ত পূরণ ও বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমিয়ে আনতে গত জুলাই মাসে দেশটি থেকে আমদানি বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। প্রায় দুই মাসের মাথায় ব্যবসায়ীদের অঙ্গীকারের আমদানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে সয়াবিন বীজের একটি জাহাজ এসে পৌঁছেছে। ‘এমভি ইয়াংসি ইমপ্রেশন’ নামের জাহাজটি থেকে এখন চট্টগ্রাম বন্দরে সয়াবিন বীজ খালাস হচ্ছে। আগামী মাসে বন্দরে পৌঁছবে আরও দুটি জাহাজ। অর্থাৎ এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য নিয়ে জাহাজ বন্দরে ভিড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের এ ঘোষণার আগে সরকারের প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে। পাশাপাশি সফররত বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে প্রতি ১০ পরিবারের মধ্যে তিনটি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে প্রতি ১০ পরিবারের মধ্যে অন্তত তিনটি পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছে। শহরে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা ২৮ শতাংশ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে রাজশাহী বিভাগ। এ বিভাগে প্রতি দুটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে।

অন্যদিকে, দেশের ৬২ শতাংশ পরিবার তাদের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ শুধু খাদ্যের পেছনে ব্যয় করে থাকে। এর মধ্যে ১০ দশমিক ২ শতাংশ পরিবার তাদের মাসিক মোট ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ ব্যয় করে থাকে। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং মোকাবিলা কৌশল শিরোনামে এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এই তথ্য *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR
DHCARE
DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY
PPL
Facilitator
বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন
ADDRESSES
172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
332 Broadway, Staten Island, NY 10310
লক্ষণীয়
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি
CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

ট্রাম্পের ঘোষণার পরেও গাজায় ফের বোমা ফেলল ইজরায়েল! শান্তিপ্রক্রিয়া কি ভেস্তে যাবে?

পরিচয় ডেস্ক : ইজরায়েলকে গাজা ভূখণ্ডে হামলা বন্ধ করতে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের ঘোষণাকে কার্যত উপেক্ষা করেই গাজায় বোমা ফেলল ইজরায়ল। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালের এই হামলায় এখনও পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে চার জন গাজা শহরের বাসিন্দা, দু'জন গাজা ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিকের খান ইউনিস শহরের বাসিন্দা।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত শান্তিপ্রস্তাবে সম্মত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। তার পরেই গাজা ভূখণ্ডে হামলা বন্ধ করার জন্য ইজরায়েলকে পদক্ষেপ করতে বলেছিলেন তিনি। ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল, ট্রাম্পের নির্দেশের পরেই সেনাবাহিনীকে গাজায় সামরিক অভিযান স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। তার পরেও অবশ্য বোমা ফেলা হল গাজায়।

ইজরায়েল-হামাস সংঘাত থামিয়ে গাজায় শান্তি ফেরানোর উদ্দেশ্যে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই প্রস্তাবে ইজরায়েল সম্মতি জানালেও প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নীরব ছিল। শুক্রবার একটি বিবৃতি দিয়ে তারাও এই প্রস্তাবে সম্মতির কথা জানিয়েছে। হামাসের বিবৃতি নিজের সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। প্যালেস্টাইনি গোষ্ঠী লিখেছে, ''গাজা স্ট্রিপে আমাদের লোকজনের উপর অত্যাচার, আগ্রাসন থামাতে বৃহত্তর স্বার্থে হামাস নেতৃত্ব ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং তার ভিত্তিতে এই বিবৃতি জারি করা হচ্ছে। গাজায় যুদ্ধ থামাতে মুসলিম এবং আরব দেশগুলির প্রচেষ্টা, ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করছে হামাস। ট্রাম্পের প্রস্তাব অনুযায়ী হামাস বন্দিদের (জীবিত এবং লাশ) মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি। এর জন্য কিছু শর্ত প্রয়োগ করা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রেক্ষিতে হামাস সমঝোতার শর্তাবলি এবং গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদে কথা বলতে আলোচনার টেবিলে যেতে চায়। প্যালেস্টাইনি কোনও গোষ্ঠীর হাতে গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দিতে চায় হামাস।''

হামাসের বিবৃতির পরেই ইজরায়েলকে পাল্টা 'নির্দেশ' দেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ''এইমাত্র হামাস যে বিবৃতি জারি করল, তার ভিত্তিতে মনে হচ্ছে ওরা দীর্ঘস্থায়ী শান্তিস্থাপনে রাজি। গাজায় বোমা হামলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ইজরায়েলকে। যাতে আমরা বন্দিদের নিরাপদে এবং দ্রুত বার

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে চীন, শীর্ষে আর কারা আছে

পরিচয় ডেস্ক : সারা বিশ্বে উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিযোগিতা চলছে। উদ্ভাবনের পেটেন্ট ফাইলিং এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অন্যতম স্পষ্ট সূচক। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক পেটেন্ট কার্যক্রম প্রতিবেদনে ডব্লিউআইপিও ২০২৫ পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি (পিসিটি) ইয়ারলি রিভিউ দেখিয়েছে, কোন দেশগুলো ২০২৫ সালে উদ্ভাবনে শীর্ষে রয়েছে। এ তালিকার শীর্ষে আছে চীন। এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পেটেন্ট ফাইলিং মূলত একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন উদ্ভাবক বা সংস্থা বিশ্বব্যাপী

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন কট্টরপন্থী এবং 'পুরুষতান্ত্রিক' সানায়ে তাকাইচি

পরিচয় ডেস্ক : সানায়ে তাকাইচি হতে চলেছেন জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী। শাসক দল লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) তাঁকেই নতুন নেত্রী নির্বাচিত করেছে। ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের ভক্ত সানায়েই হবেন এশিয়ার এই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। যদিও ৬৪ বছরের এই নেত্রীর উত্থানে খুব একটা খুশি নন সে দেশের মহিলারাই। কারণ, সানায়ে অতীতে মহিলাদের হিতার্থে সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিলের বিরোধিতা করেছেন। শাসকদলের অন্যতম কট্টরপন্থী সদস্য বলেই পরিচিত তিনি।গত মাসেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন শিগেরু ইশিবা। গত এক বছর ধরে এলডিপির মধ্যে ইশিবাকে নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। গত জুলাইয়ে জাপান পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পরই প্রশ্নের মুখে পড়ে ইশিবার শাসনব্যবস্থা। শুধু বিরোধীদের মধ্যে নয়, দলের মধ্যেও ইশিবার পদত্যাগের দাবি ওঠে। এ বার এলডিপি সানায়েকে নেত্রী নির্বাচন করল। তাঁর সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটানো। সেই সঙ্গে জাপানের মন্থর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে সানায়েকে।

তবে তারও আগে সানায়ের বড় পরীক্ষা জাপানের মহিলাদের সমর্থন আদায়। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে খুব একটা খুশি হবেন না সে দেশের মহিলাদের বড় অংশ। কট্টরপন্থী হওয়ার পাশাপাশি

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের চাপে দোহা হামলার জন্য কাতারের কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপেই নতিস্বীকার করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। দোহায় হামলার জন্য এবার সরাসরি ক্ষমা চাইলেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানির কাছে। তা-ও আবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে বসে। এই সম্পর্কিত একটি ছবি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ওভাল অফিসে ছবিটি তোলা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের পাশে বসে রয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি ফোনে কথা বলছেন। সূত্রের খবর, এদিন একাধিক বিষয় নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতা বৈঠক করেন। সেই সময় ট্রাম্প ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করান, যাতে তিনি দোহায় সাম্প্রতিক হামলার জন্য কাতারের কাছে ক্ষমা চান। এরপরই নেতানিয়াহু কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চান। ভবিষ্যতে এধরনের কোনও হামলা থেকে ইজরায়েল বিরত থাকবে বলেও জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

আমি রাজা হলে রাজতন্ত্রকে বদলে দেব বললেন ব্রিটিশ যুবরাজ উইলিয়াম

পরিচয় ডেস্ক : নিজে রাজা হলে রাজতন্ত্রে বদল আনবেন বলে মন্তব্য করেছেন যুবরাজ উইলিয়াম। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন। রাজপ্রাসাদের কয়েকটি সূত্র বলছে, এযাবৎকালে এটাই তাঁর সব চেয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎকার।

উইন্ডসর ক্যাসলে প্রিন্স উইলিয়ামের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অভিনেতা ইউজিন লেভি, অ্যাপল টিভিপ্লাস শো 'দ্য রিলাকট্যান্ট ট্র্যাভেলার'-এর জন্য।

মনখোলা আলাপের একপর্যায়ে ইউজিন জানতে চান,

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC
পারস্পরিক সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধের একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন
কার্যকরী কমিটি
২০২৫-২০২৭
মোহাম্মদ উজ্জ্বল বিপুল
সভাপতি
গনেশ কীর্তনীয়া
সাধারণ সম্পাদক
শেখ আবদুল মালেক
সিনিয়র সহ-সভাপতি
শেখ মাহমুদ সিদ্দিক
সহ-সভাপতি
মোঃ জাহিদ আলম
সহ-সভাপতি
গোলাম মোস্তফা
সহ-সভাপতি
কবেল চৌধুরী
সহ-সভাপতি
আবুল কালাম কিরণ
সহ-সভাপতি
মজিবর রহমান বাবু
সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মেহেদী হাসান
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
অরবিন্দ রোজারিও
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঈশা
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
শফিক খান
কোষাধ্যক্ষ
শিপ্রা রানী মন্ডল
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
কর্না নীথি
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রাবনী সরকার
সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
হাবিবুর রহমান হাবিব
প্রচার সম্পাদক
সৈয়দ এহসান
দপ্তর সম্পাদক
আসিফুল ইসলাম শাওন
ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ শাহরিয়ার
আপ্যায়ন সম্পাদক
সেন্টার আহমেদ
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ শামীম আহমেদ
সমাজ-কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ সাইফুল ইসলাম
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
গোলাম খান লিপন
১ম কার্যনির্বাহী সদস্য
তানভীর করিম
কার্যনির্বাহী সদস্য
ইমতিয়াজ আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য
ইসরাত জাহান
কার্যনির্বাহী সদস্য
ওয়াহিদা সুলতানা লুনা
কার্যনির্বাহী সদস্য
জয়নব আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য
জাহেদুল ইসলাম
কার্যনির্বাহী সদস্য
নিরঞ্জন শীল
কার্যনির্বাহী সদস্য
শেখ আয়ন আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য
নাসিম খান
কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ খায়রুল ইসলাম
কার্যনির্বাহী সদস্য
সাইমা সালাম রুনি
কার্যনির্বাহী সদস্য
তৌফিকুল ইসলাম লিয়াস
কার্যনির্বাহী সদস্য
মোঃ মিলন মোল্লা
কার্যনির্বাহী সদস্য
হাবিবুর রহমান হাবিব কর্তৃক প্রচারিত প্রকাশিত

সংক্ষুব্ধ মানুষ, কিন্তু প্রকাশের পথ পাচ্ছে না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বর্তমান অন্তর্বতী সরকারের চরিত্রটা ভিন্নই বলা যায়। অতীতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক মেয়াদ ছিল তিন মাস, এরা এক বছরের অধিক সময় ক্ষমতায়। লম্বা সময় বৈকি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, অন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমন দায়িত্ব নিয়েছিল একটি নির্বাচন উপহার দিয়ে বিদায় নেওয়ার লক্ষ্যে। এবারের সরকারের 'কর্তব্য' দাঁড়িয়েছে সেই তুলনায় অনেক বড়। এরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ও দুর্নীতি দমন করবে বলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দায়িত্ব বিস্তৃত করার ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি সংবিধান সংশোধন করার এমন কার্যক্রমেও হাত দিয়েছে। এসব কর্তব্য পালনের বিষয়ে তাদের উৎসাহ লক্ষ করে সংশয়ও দেখা দিয়েছিল যে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হবে কিনা!

যা-ই হোক সব সন্দেহ দূর করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তবে নির্বাচনের তারিখ এখনো উল্লেখ করেনি। নির্বাচনের ঘোষণায় মানুষ যে খুশি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নির্বাচন একটা উৎসব বটে। সেই উৎসব মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আনবে নিশ্চয়ই। নির্বাচনের এই উৎসবটা পাওয়া যাবে অনেক বছর পরে। নির্বাচিত সরকারের শাসনকাল এমনিতেই দীর্ঘ। পাঁচ বছর খুবই লম্বা সময়, চার বছর হলেই যথেষ্ট হতো। তার ওপরে নির্বাচিত আগের সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মানুষ যে তাদের মূল্যায়ন করবে সে সুযোগটাও পায়নি।

অন্তর্বতী সরকারের একেবারে প্রথম যে দায়িত্বটা ছিল তা হলো- অরাজকতা থামানো এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতিসাধন। দুঃখজনক যে তারা সে বিষয়ে প্রায় নির্লিপ্ত থেকেছে। হিংস্রতা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে ভয়ংকর একটা রক্তপাত ঘটবে। রক্তপাত ঘটেনি তা-ও বলা যাবে না। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মব সৃষ্টিকারীরা সংযত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ঘটেনি। মব ভায়োলেন্স চরম আকার নিলেও সরকারের কার্যকর কঠোর হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। সরকার যদি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে তৎপর হতো, তাহলে নির্বাচন আরও আগে হতে পারত এবং মানুষ খুশি হতো। সরকার তা না করে নিজে নিজেই নিজের কর্তব্যের বাহু দীর্ঘ করে ফেলেছে। তারা হাত দিয়েছে দুর্নীতি দমনে এবং রাজনৈতিক সংস্কারে। তাদের তৎপরতার ফলাফল যে অত্যন্ত ইতিবাচক, তা মোটেও নয়।

বর্তমান অন্তর্বতী সরকারের চরিত্রটা ভিন্নই বলা যায়দুর্নীতির দায়ে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা অভিযুক্ত হয়েছেন, জেলে গেছেন, কারও কারও বিচারও চলছে। কিন্তু নির্বাচনের বিষয়ে অনেকটা সময়ই সরকার নির্লিপ্ত থেকেছে। এমনকি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত অরাজককারীরা এখতিয়ারবহির্ভূত কিছু দাবি তুলে আবার নির্বাচন হতে দেবে না বলে প্রকাশ্যে বলে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ আসেনি। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি তো পরের কথা, অবনতিই ঘটেছে। শিল্প, কলকারখানা, হাটবাজার, দোকানপাট অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে ব্যাংকিং খাতের ওপর বেশ একটা চোট গেছে। সমন্বয়কারীদেরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বহু রকমের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মব সৃষ্টি এক ধরনের প্রতিশোধ এবং ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হয়ে পড়েছে।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ওপর সরকারের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। সরকারও বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা পালন করেছে না।

সরকারি প্রবল হস্তক্ষেপের ফলে দুর্নীতি কমেছে কি? মোটেই না। বরং দুর্নীতি আগের মতোই দৃশ্যমান। সরকারি প্রশ্রয় পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাত্রার দিক থেকে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কার ছিল সরকারের উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা। তবে কাজটা তারা সুচিন্তিতভাবে করতে চেয়েছে এমনটা বলা যাচ্ছে না। এমনকি নিজেদের লক্ষ সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন অংশ একমত ছিল কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রথম দিকে সরকারের একজন উপদেষ্টা এ বিষয়ে অত্যন্ত কোলাহলমুখর ছিলেন; কিন্তু আওয়াজটা কমে এসেছে।

বোঝা গেছে যে সংস্কারের কাজটা মোটেই সহজ নয় এবং সেটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপারও নয়। এমনকি ভিতর থেকে অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব আগ্রহের কারণে সংস্কার ঘটবে এমনও নয়। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, জনগণের পক্ষ থেকে চাপপ্রয়োগ, যে চাপটা আসতে পারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। যেজন্য দ্রুত নির্বাচন হওয়াটা *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘ সংস্কারের ট্রাম্প বনাম ঘালি মডেল

মোশতাক আহমেদ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে খোদ জাতিসংঘেরই প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বজুড়ে সংঘাত রোধে নিজের সাতটি মধ্যস্থতা প্রচেষ্টা সফল হয়েছে দাবি করে তিনি বিশ্ব সংস্থাটিকে অভিযুক্ত করেছেন, এসব সংঘাত রোধে জাতিসংঘ সাহায্যের চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। জাতিসংঘের 'বিশাল সম্ভাবনা' থাকার কথা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন, এখন পর্যন্ত সংস্থাটি সেই সম্ভাবনার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। বিশ্বজুড়ে সংঘাত নিরসনে সংস্থাটির সক্ষমতা ও সফলতা নিয়ে অতীতেও বিভিন্ন মহল থেকে কথা উঠেছে। বিশেষত প্রায় আট দশক ধরে ফিলিস্তিনে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন ইস্যুতে জাতিসংঘের 'এক পা এগিয়ে দুই পা পেছানো' সত্যিই সমালোচনাযোগ্য। কিন্তু সম্ভবত এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভেটো ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের মুখ থেকে সরাসরি এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হলো।

জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনও নতুন নয়। শীতল যুদ্ধের পর থেকেই বিশ্ব সংস্থাটিকে করায়ত্তের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। মনে আছে, ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব হন মিসরীয় কূটনীতিক বুট্রোস বুট্রোস ঘালি। সোমালিয়া, রুয়ান্ডা ও যুগোস্লাভিয়ার মতো অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাত নিয়ন্ত্রণে তখন হিমশিম খাচ্ছে জাতিসংঘ। এমনি অবস্থায় ঘালির মনে হয়েছিল, সংস্থাটির বিশাল ব্যয়ের তুলনায় অর্জন নগণ্য। সে কারণে ১৯৯২-৯৩ সালে সংস্থাটিকে 'শ্বেতহস্তী' আখ্যা দিয়ে তিনি একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জাতিসংঘের কার্যকারিতা বাড়াতে তিনি এর আমলাতান্ত্রিক পরিধি সংকোচন ও কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। ঘালির এই প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে তোলে; পরিণতিতে রেওয়াজ মেনে তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদে আর মহাসচিব করা হয়নি। জাতিসংঘের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত একমাত্র ঘালিই দ্বিতীয় মেয়াদে মহাসচিব হতে পারেননি।

যুক্তরাষ্ট্র সবসময় পছন্দের ব্যক্তিকে জাতিসংঘ মহাসচিব পদে বসাতে চায়। এ ক্ষেত্রে ঘালি দেশটির পছন্দের তালিকার বাইরে থাকলেও তখনকার বৈশ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রথম মেয়াদের জন্য মেনে নিয়েছিল। ঘালি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি প্রস্তাব দেয়, যার সারকথা ওয়াশিংটনের প্রেস্ক্রিপশন মতো জাতিসংঘ প্রস্তাব উত্থাপন করবে আর যুক্তরাষ্ট্র তা বাস্তবায়ন করবে। ঘালি মনে করেছিলেন, শান্তির স্বার্থে সম্পূর্ণ দায়িত্ব জাতিসংঘেরই নেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষায় 'প্রতিরোধমূলক কূটনীতি' এবং 'দ্রুত মোতায়েনযোগ্য ইউনিট' স্থাপনের পরামর্শসহ দুটি মূল দলিল উপস্থাপন করেন। ওয়াশিংটন এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের দ্বিতীয় মেয়াদের আলোচনা চলাকালে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট ঘালিকে 'অবিশ্বস্ত ও নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য' আখ্যা দিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৫ জুন এক বিবৃতি দেন। ঘালিকে বিদায় নিতে হয় এবং সেই পরিণতি দেখেই উত্তরসূরিদের কেউ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাঁটাতে সাহস করেননি।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘকে বাগে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র সবসময় এর বাজেট সীমাবদ্ধতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে (২০২৪-২৫) জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাজেট ৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এর প্রায় ২৩ শতাংশ বহন করে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু নিয়মিত পরিশোধ না করায় অনেক বছরের অর্থ বকেয়া রয়েছে বলে শোনা যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে বকেয়া পরিশোধ তো বন্ধ রেখেছেনই; ২০২৪ সালের প্রাপ্য অর্থও ছাড় করেননি। এক তথ্যমতে, সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে শান্তিরক্ষা তহবিলসহ ৩শ কোটি ডলার পাওনা জাতিসংঘের।

এই বাস্তবতায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাধারণ পরিষদের চলমান অধিবেশনে জাতিসংঘ বিশেষত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে নিশানা করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিতর্কের অনেক অবকাশও রয়েছে। আমি নিজে জাতিসংঘের ৫টি মিশনে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিশেষ দেশের দূতাবাসের সঙ্গে 'পরামর্শ' করে। প্রকৃতপক্ষে সেই পরামর্শের বাইরে যাওয়ার তেমন সুযোগ জাতিসংঘের থাকে না। যে কারণে জাতিসংঘ মিশনকে অনেকে 'পি ফাইভ ক্লাব' আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাই বলে জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বলার সুযোগ নেই।

গত শতকের মাঝামাঝি জাতিসংঘ যখন যাত্রা করে, এর *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘দেখেছ, আগেই তো ভালো ছিলাম’ -এই খেলাই তো চলছে

মহিউদ্দিন আহমদ

পুঁথি ঘেঁটে সপ্তদশ শতকে রোসাঙ্গরাজের অভিষেক অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সেখানে রাজসভার যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখি, অভিষিক্ত রাজা সবার সামনে অঙ্গীকার করছেন, তিনি প্রজাদের সন্তানের মতো দেখভাল করবেন, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না, নিয়ম মেনে রাজ্য চালাবেন, দুর্বলকে সবল করে তুলবেন।

মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সমুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্র-নীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নির্বলীরে বল না করৌক বলবন্ত।

একুশ শতকে এসেও আমরা এমন ছবি দেখি। সরকারপ্রধান ও তাঁর মন্ত্রীরা শপথ নেন। তাঁরা ঘোষণা দিয়ে বলেন, অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সবাইকে সমান চোখে দেখবেন, সংবিধান মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, সমাজের অনগ্রসর শ্রেণিকে মূলধারায় আনবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই ছবি আমরা দেখি টেলিভিশনে, শুনি তাঁদের মধুর বচন।

তারপর কী হয়? শপথ পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় শপথভঙ্গের তোড়জোড়। সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যা খুশি তা করার দৌড়। আর দেখি শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন। বেছে বেছে সন্ত্রাসীদের স্থানীয় সরকারের পদে বসানো, মেম্বার-কাউন্সিলর বানানো। মুখে যা বলেন, কাজ করেন ঠিক তার উল্টো। আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা আর রাজনীতির ইতিহাস হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে প্রতারণার ইতিহাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার শ্লোক আওড়ে বলতে পারিড় চুয়ান্ন বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি।

একসময় দেশটা ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেছিলেন, এ দেশের মানুষের চাওয়া খুবই সামান্য, খুব সহজেই তা মেটানো যায়। মানুষ চায় দুবেলা শুধু পেট ভরে ডালভাত খেতে। পাকিস্তান রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

একসময় দেশ স্বাধীন হয়। দেখা যায়, দেশে একমাত্র সরকারই স্বাধীন। মানুষ আর স্বাধীন হতে পারল না। সরকার শক্তিমান হলে মানুষ দুর্বল হয়। এ দেশে সেটাই হয়েছে। এখানে সরকার আছে, দল আছে। দল থাকলে দলাদলি থাকে। আর আছে কর্মচারীদের বাহিনী। তারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে। নাগরিক শক্তি হয়েছে ক্রমশ হীনবল।

আমরা কথায় কথায় বলি, আমাদের সামরিক বাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীক, আমাদের জাতীয় সংসদ সার্বভৌম, আমাদের সরকার সার্বভৌম। সার্বভৌমত্ব নেই কেবল জনগণের।

বিশ শতকের শেষ দিকে এসে সভ্য দুনিয়ায় সার্বভৌমত্বের ধারণা পাল্টে গেছে। সেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের সরকার। জনসমাজ যত শক্তিশালী হবে, সরকার আকারে তত ছোট এবং দায়িত্বে তত বড় হবে। আমাদের দেশে সরকারের আকার দিন দিন বাড়ছে, নাগরিক শক্তি ছোট হয়ে আসছে।

সরকার ও তার ধামাধরারা নাগরিক সমাজের একটা ব্যঙ্গাত্মক নাম দিয়েছেড়সুশীল সমাজ। সরকারের কর্তারা প্রায়ই বিদ্রূপ করে বলেন, এসব সুশীল-টুশীল দিয়ে কাজ হবে না। পশ্চিমের যে দেশগুলোতে আমাদের কর্তারা তাঁদের সন্তানদের মানুষ করতে পাঠান, সেসব দেশে নাগরিক সমাজকে নিয়ে ট্রল করার স্পর্ধা কেউ দেখান না। কারণ, সেসব দেশে নাগরিকেরাই রাষ্ট্র চালান। সরকারকে চলতে হয় নাগরিকদের মন জুগিয়ে। আমাদের দেশে হয় ঠিক তার উল্টো। এখানে সরকার হচ্ছে নাগরিকদের মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মানুষ হয়েছে দাস, তার ট্যাক্সের টাকায় পোষা লোক হয়েছে তার স্যার।

আমরা প্রায়ই একটা কথা শুনে থাকি, রাষ্ট্রের হাত অনেক লম্বা। এখানে রাষ্ট্র মানে তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যেমন সচিবালয়, বিচারালয়, বিভিন্ন বাহিনী। নাগরিকের ট্যাক্সের টাকায় সরকার গোয়েন্দা পোষে। সেই গোয়েন্দার কাজ হলো নাগরিকের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকা ড়সে কোথায় যায়, কী বলে, কী করে।

একটা দৃশ্য কল্পনা করুন। আপনি আপনার বাড়ি পাহারা দেওয়ার এবং ঘর সাফ রাখার জন্য দারোয়ান কিংবা চাকরবাকর রেখেছেন। আর সেই দারোয়ান কিংবা চাকর আপনার ওপর হম্বিতম্বি করছে। ইস্ট ইন্ডিয়া *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

‘ফ্যাসিস্ট’ তকমায় বই পোড়ানো আর লাইব্রেরি ভাঙার ‘রাজনীতি’

আমীন আল রশীদ

আওয়ামী লীগের দোসররা’ আড্ডা দেয়ড়এমন অভিযোগ তুলে রাজধানীর উত্তরায় একটি লাইব্রেরি ভাঙচুর করা হয়েছে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, স্থানীয় দুই পক্ষের তরুণ-যুবকদের মধ্যে মারামারির জের ধরে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ভেঙে দেওয়া হয় রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট আবাসিক এলাকায় অবস্থিত উন্মুক্ত লাইব্রেরিটি। এ সময় লাইব্রেরিতে থাকা বই, চেয়ার-টেবিল ও আসবাব লুট করা হয়। ইউনাইটেড ব্রাদার্স নামে একটি ক্রিকেট ক্লাব এই লাইব্রেরিটি পরিচালনা করত। (প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

ঘটনার পরে একজন সাংবাদিক ফেসবুকে লিখেছেন: ‘কয়েক মাস আগে আমাদের এলাকায় এই লাইব্রেরিটি শুরু হয়। উন্মুক্ত পাঠাগার কনসেপ্টই বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রায়। সেখানে তরুণদের এই উদ্যোগ আমার অসাধারণ লেগেছিল। আজ জানলাম সেখানে আওয়ামী লীগের দোসররা আড্ডা দেয়, তাই সব দোষ লাইব্রেরির।’

এর আগে গত ১৮ আগস্ট কলেজের ইউনিফর্ম পরে হাসিমুখে শিক্ষার্থীদের বই পোড়ানোর একটি ছবি গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েড়যেখানে দেখা যায়, বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কিছু শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসেই বই পোড়াচ্ছেন। কেউ কেউ মোবাইল ফোনে তার ছবি তুলছেন।

গণমাধ্যমের খবর বলছে, বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’সহ ‘আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত’ বিভিন্ন ধরনের চার শতাধিক বই বের করে পুড়িয়ে দেন কিছু শিক্ষার্থী। এ সময় সেখানে কলেজ শাখা ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষার্থী ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবদুল্লাহ বলেন, ‘লাইব্রেরিতে শেখ মুজিবের কিছু বই ছিল। গত ৫ আগস্টের পর সেগুলো থাকার কথা নয়। স্যারদের কাছেও শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছেন, বইগুলো সেখানে আছে কি না। তারা বলেছিলেন যে বইগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পরে লাইব্রেরিতে খুঁজে বইগুলো পাওয়া যায়।’

আরেক শিক্ষার্থী ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শিহাব হোসাইন বলেন, ‘শেখ মুজিবের বিভিন্ন গল্পের বইসহ চার শতাধিক বই বের করা হয়েছে। ছাত্রদলের কলেজ শাখার সদস্য, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (সাবেক) নেতা-কর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে বইগুলো খুঁজে বের করেন।’

সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে কয়েক শ বই পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনিল চন্দ্র কার্তুনিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘গত সরকারের সময় বইগুলো কেনা ছিল। দেড় মাসের মতো সময় হয়েছে, তিনি যোগদান করেছেন। এর আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি বলেছেন যে সম্মুখে কোনো বই রাখা নেই। তবে কলেজে পরীক্ষা চলায় এবং এ সময়ের মধ্যে কোথায় কোন বই রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে খোঁজ নিতে পারেননি তিনি। শিক্ষার্থীরা আজ লাইব্রেরিতে গিয়ে বইগুলো একত্র করে পুড়িয়ে ফেলেছেন।’

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এই বক্তব্য পড়ার পরে আপনার হয়তো মনে হচ্ছে যে, সবাই মিলে একটা মহৎ কাজ করলেন! বইগুলো পোড়ানোই উচিত ছিল। বরং বইগুলো লাইব্রেরিতে কেন রাখা হলো, সেই অপরাধে যে অধ্যক্ষ ও লাইব্রেরিয়ানের চাকরি যায়নি বা তাদের মব সৃষ্টি করে যে ফ্যাসিস্টের দোসর ট্যাগ দিয়ে বের কের দেওয়া হয়নি, সেটিই বরং আনন্দের!

এর দিন কয়েক আগে একই ঘটনা ঘটে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে। ভিডিওতে দেখা যায়, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের মাঠে স্তূপ করা বইয়ে আগুন দিচ্ছেন দুজন। পাশেই এ ঘটনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অন্য শিক্ষকেরা বাধা দিতে এলে তাদের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেন ছাত্রদলের দুই নেতা।

লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকা সহকারী অধ্যাপক রবিউল আলম জানান, লাইব্রেরির এই অংশ থেকে দু শর বেশি বই জোর করে মাঠের মাঝখানে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন আট থেকে দশজন। যে বইগুলো পোড়ানো হয়েছে তার বেশির ভাগই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখা। কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

মাছ-মাংস না খেলেও শরীরে বাড়বে আয়রন

খেতে হবে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক : নানা ব্যস্ততায় শরীরে ক্লান্তি, অল্প কাজেই হাঁপিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা বা ত্বকের ফ্যাকাশে ভাবড়এমন নানা উপসর্গ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বিশেষজ্ঞের মতে, হয়তো রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার কারণে এমন হতে পারে। আর এর মূলে রয়েছে শরীরে আয়রনের ঘাটতি। আমাদের শরীরের জন্য একটি অপরিহার্য খনিজ হচ্ছে আয়রন, যা রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে এবং কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

অনেকেরই ধারণা, কেবল মাছ-মাংস বা ডিমেই বুঝি আয়রন থাকে। এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। পরিকল্পনা করে খাবার খেলে নিরামিষাশীরাও সহজেই আয়রনের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন। পুষ্টিবিদদের মতে, এমন ৭টি নিরামিষ খাবার রয়েছে, যেগুলো আয়রনের ভাণ্ডার।

পালং শাক ও সবুজ শাক-সবজি

পালং শাককে আয়রনের অন্যতম সেরা উৎস বলে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া বিট, ব্রকলি, কালে-এর মতো গাঢ় সবুজ রঙের শাকেও প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায়। স্যুপ, তরকারি বা সালাদ হিসেবে এগুলো প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যোগ করতে পারেন।

মসুর ডাল ও অন্যান্য ডাল

আমাদের রান্নাঘরে ডাল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মসুর, মুগ, অড়হর বা রাজমার মতো ডালে কেবল প্রোটিনই নয়, ভরপুর পরিমাণে আয়রনও থাকে। এক বাটি ডাল প্রতিদিনের খাবারে রাখলে আয়রনের ঘাটতি অনেকটাই মেটে।

কাবুলি ছোলা

ছোলা আয়রনের একটি চমৎকার উৎস। তরকারি হিসেবে বা সিদ্ধ করে সালাদে মিশিয়েও কাবুলি ছোলা খাওয়া যায়। এটি শরীরে শক্তি জোগানোর পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতেও সাহায্য করে।

লাল মাংস খেতে বাধা নেই তবে পরিমিত

পরিচয় ডেস্ক : সাধারণত, গরু, খাসি, মহিষ, ভেড়ার মাংসকে লাল মাংস বা রেড মিট বলা হয়ে থাকে। রেড মিট বা লাল মাংসের মধ্যে মায়োগ্লোবিন নামক উপাদান বেশি থাকার কারণে মাংস লাল হয়।

আর মানুষের শরীরে প্রোটিনের চাহিদা মাংস থেকেই পূরণ হয়। এছাড়া আয়রন ও খনিজে ভরপুর লাল মাংস অর্থাৎ গরু বা খাসির মাংস শরীরের বেড়ে ওঠায় ও কর্মক্ষম থাকতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মাংসে উচ্চ মাত্রার চর্বি ও কোলেস্টেরল থাকায় খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধান থাকা ভালো। বিশেষ করে রোগীদের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে হয়ে রেড মিট বা লাল মাংস খাওয়া প্রয়োজন।

রেড মিট খাওয়ার ক্ষেত্রে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বীপন চৌধুরীর মতে, যদি স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন লাল মাংস খাওয়া হয় তাহলে তেমন ঝুঁকির ভয় নেই।

কিন্তু যদি দিনে ৯০ গ্রামের বেশি লাল মাংস খাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্য-ঝুঁকি রয়েছে। এমনকি কোলন ক্যান্সারও হতে পারে। তাই যদি রোজই লাল মাংস খেতে হয়, সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই যেন ৫০ গ্রামের বেশি খাওয়া না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এছাড়া তিনি রেড মিট বা লাল মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতামূলক পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো জেনে নেওয়া যাক:

যাদের পাকস্থলীতে আলসার রয়েছে তারা লাল মাংস খেলে তাদের রোগ বাড়িয়ে দেয়। তাদের উচিত হবে প্রোটিনের বিকল্প উৎসের দিকেই অধিক মনোযোগী হওয়া।

কিডনি ফেইলিউরের রোগীরা প্রতিদিন ৩০ গ্রাম প্রোটিন খেতে পারবেন। আর যারা ডায়ালাইসিস করেন তারা পারবেন ৭০ গ্রাম মাংস খেতে। সাধারণত কিডনি রোগীরা লাল মাংস খাবেন কি না, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। বাতের রোগীরা লাল মাংস খাবেন না। কারণ লাল মাংস রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। যারা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন বা স্ট্রোকের ঝুঁকিতে আছেন তাদের লাল মাংস এড়িয়ে যাওয়া ভালো। তারা প্রোটিনের জন্য মাছ-মুরগির মাংস খেতে পারেন।

রুটি না ভাত, সুস্থ থাকতে কোনটা খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : সুস্থতা নির্ভর করে আমাদের জীবনযাপন আর খাদ্যাভ্যাসের ওপর। তাই সুস্থ থাকতে হলে জীবনযাত্রার পাশাপাশি খাদ্যতালিকার দিকেও নজর দিতে হবে। তবে অনেকেই চিন্তিত থাকেন সুস্থ থাকতে হলে রাতে কী খাবেন? ভাত নাকি রুটি । পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও চিকিৎসকেরা কী বলছেন? গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিকিৎসকরা।

ভাত এবং রুটি উভয় খাবারেই কার্বোহাইড্রেট থাকে। এদিকে চিকিৎসকেরা মনে করেন, এই দুটি খাবারের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবে দুই খাবারেই সোডিয়ামের পরিমাণ ভিন্ন। চালে সোডিয়ামের পরিমাণ খুবই কম থাকে। চালের তুলনায় গমে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি। তাই যদি চিকিৎসকরা আপনাকে সোডিয়াম যুক্ত খাবার কম খেতে বলে সেক্ষেত্রে রাতে রুটি খাওয়াই ভালো।

ভাতের গুণাগুণ : ভাতে প্রোটিন, ফ্যাট এসব কম থাকলেও ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে। প্রতিদিন দুই বেলা ভাত খেলে হজমের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। ভাতে থাকা অন্যান্য ভিটামিনও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তবে বাজারের চকচকে পালিশ চাল না খেয়ে পালিশের আগের অবস্থায় যে চাল থাকে সেই চালের ভাত খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো।

রুটির পুষ্টি: রুটিতে ফাইবার থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। রুটি খেলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ও সোডিয়াম যায়। ভাত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রুটি সেটা করে না। তাই শরীরের ঘাটতি দেখে বুঝতে হবে আপনার জন্য কোনটি উপযোগী। তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন ভাত নাকি রুটি খাবেন।

ডালিম খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক : ডালিম বা বেদানা কে আমরা চিনি ফল হিসেবে। বাড়ির ছোট থেকে বড় সকলেরই পছন্দের খাবার এটি। ডালিমের বৈজ্ঞানিক নাম চঁহরপধ মৎধহধঃঁস এবং ইংরেজিতে বলা হয় চৎড়সবমৎধহধঃব। হিন্দি, ফার্সি ও পশতু ভাষায় আনার বলা হয়। আজারবাইজানি ভাষায় নার এবং কুর্দি ভাষায় হিনার বলা হয়। নেপালি ও সংস্কৃত ভাষায় একে বলা হয় দারিম। দেশভেদে গোষ্ঠীভেদে ডালিমের নাম ভিন্ন হতে পারে তবে লাল টুকটুকে রুবি পাথরের মতো দানায় ঠাসা এই ফলকে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতার কারণে সুপারফুড বলা হয়।

ইরান ও ইরাক থেকে ডালিমের বিস্তৃত ঘটে। প্রাচীনকালে ককেশাস অঞ্চলে এর চাষ হয় এবং সেখান থেকে ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, স্পেন, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, মিশর, বার্মা প্রভৃতি সহ বিশ্বের অনেক দেশেই এই ফল পাওয়া যায়। এ কারণেই বলা যায় ডালিম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং পরিচিত একটি ফল।

ডালিমে রয়েছে ভিটামিন, বিউটেলিক অ্যাসিড, আরসোলিক অ্যাসিড। এছাড়াও কিছু অ্যালকালীয় দ্রব্য যেমন- সিডোপেরেটাইরিন, পেপরেটাইরিনন, আইসোপেরেটাইরিন, মিথাইলপেরেটাইরিন প্রভৃতি উপাদান রয়েছে। এসব উপাদান থাকার কারণে ডালিম আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসায় ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন রোগ উপশমে ব্যবহৃত হওয়ায় ডালিমকে কবিরাজি মতে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ হিতকর ফল বলা হয়।

ডালিমের যে শুধু দানাটাই ব্যবহার করা হয় তা নয়। ডালিম গাছের শিকড় থেকে শুরু করে বাকল, ফলের খোসা সবই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডালিমের ফুল রক্তস্রাব নাশক।

অনেকের মতে ডালিম খেলে শরীরের রক্ত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ডালিমে থাকে প্রাকৃতিক ইনসুলিন যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর। ফলে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ডালিম উপকারী

দুর্ঘটনায় শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে, চিড়ে গেলে বা থেঁতলে গিয়ে রক্তপাত হলে সেই ক্ষতস্থানে ডালিম ফুল বা পাতা কচলিয়ে নিয়ে লাগিয়ে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ রক্তপাত বন্ধ করতেও ডালিম বেশ উপকারী।

এমন অনেক মানুষই রয়েছে যাদের নাক দিয়ে হঠাৎ করেই রক্ত ঝরে। শিশুদের মাঝে এই জিনিস টা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

তারুণ্য ধরে রাখে পেঁপে

পরিচয় ডেস্ক : পুষ্টিকর ফল হিসেবে পেঁপে কাঁচা-পাকা দুভাবেই খাওয়া যায়। অনেক পদের রান্নাতেও ব্যবহৃত হয় পেঁপে। ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফল দেহের জন্য খুবই উপকারী।

পেঁপেতে আছে ভিটামিন এ, ই, পটাশিয়াম, জিংক, আয়রন, ম্যাগনেশিয়ামসহ বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ। ১০০ গ্রাম পেঁপেতে প্রায় ৮৯ গ্রাম পানি থাকে, যা দেহের পানির ঘাটতি পূরণে সহায়ক। পেঁপে থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার মেলে সকালে খালি পেটে খেলে।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং ক্যানসার, হৃদ্‌রোগসহ নানা জটিল রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে পেঁপে। জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিন খালি পেটে পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

প্রতিদিন সকালে পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ, পেঁপেতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। পাশাপাশি এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে। ফলে বারবার ক্ষুধা লাগে না। পেঁপেতে থাকা ফাইবার বা আঁশ রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেঁপে মিষ্টি হলেও এর সুক্রোজের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স নিম্ন মাত্রার। ডায়াবেটিক রোগীদের বিভিন্ন মিষ্টি ফল খাওয়ায় বাধা থাকলেও পেঁপে খেতে বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে পেঁপে খাওয়ার পরও রক্তে শর্করার মাত্রা অতিমাত্রায় বাড়ে না।

হজমে সহায়তা করে

পেঁপেতে আছে প্যাপেইন নামের একটি এনজাইম, যা প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে। পেঁপের ত্বক এবং বীজে থাকা প্রিবায়োটিক ফাইবার অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের পুষ্টি উপাদান হিসেবে কাজ করে।

সকালে ডিমের কুসুম কাদের খাওয়া উচিত নয়?

পরিচয় ডেস্ক : বহু বছর ধরেই হার্টের রোগীদের বেশি করে কলা, আলু, সবুজ শাক-সব্জি খেতে বলে আসছেন চিকিৎসকেরা। এ বার সেই উপদেশে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও মিলল।

খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ এনে যে হার্ট ভাল রাখা যায়, সে তত্ত্ব এত দিনে প্রতিষ্ঠিত। তবে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রে একটিই উপাদানে যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করছে। সেই উপাদান হল পটাশিয়াম।

ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি কংগ্রেসে এ বিষয়ক একটি গবেষণার কথা বলা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁদের শরীরের পটাশিয়ামের মাত্রা ভাল থাকে, তাঁদের হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেল করার ঝুঁকি অনেক কম।

বহু বছর ধরেই হার্টের রোগীদের বেশি করে কলা, আলু, সবুজ শাক-সব্জি খেতে বলে আসছেন চিকিৎসকেরা। এ বার সেই উপদেশে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও মিলল। আমেরিকার এক হার্টের রোগের চিকিৎসক জেরেমি লন্ডন এ প্রসঙ্গে বলছেন, ‘‘পটাশিয়ামের মাত্রা ভাল থাকলে হার্টের স্পন্দন ভাল থাকে। আর সব থেকে বড় কথা হল এই খনিজ বেশি পাওয়ার জন্য অজানা-অচেনা খাবার খেতে হবে না। দৈনন্দিন অতিচেনা খাবারেই পটাশিয়াম রয়েছে ভরপুর।’’

দৈনিক কতটা পটাশিয়াম শরীরে যাওয়া জরুরি

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৩,৫০০ থেকে ৪,৭০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামের প্রয়োজন। তবে, এটি বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক অবস্থা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। বিশেষ করে কারও যদি কিডনির সমস্যা থাকে, তবে তাঁর পটাশিয়ামযুক্ত খাবার বেশি না খাওয়াই ভাল। এ ছাড়াও খাবারে বদল আনার আগে নিজের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কোন কোন খাবারে পটাশিয়াম বেশি আছে?

১। শাকসবজি:পালং শাক, মিষ্টি আলু, টমেটো, শিম, কুমড়ো এবং ব্রকলি।

২। ফল:কলা, অ্যাভোকাডো, তরমুজ, শুকনো ফল (যেমন কিশমিশ, খেজুর), এবং কমলা লেবুতে পটাশিয়াম আছে।।

নেহারি

পরিচয় ডেস্ক : গরুর বা খাসির নেহারি খেতে সবাই কমবেশি পছন্দ করে থাকেন! বিশেষ করে পরোটা-লুচি দিয়ে নেহারি খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে অনেকেই নেহারি সঠিকভাবে রান্না করতে পারেন না। খুব সহজেই ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন মজাদার গরু-খাসির নেহারি।

উপকরণ: খাসি বা গরুর সেদ্ধ পায়া ২টি, পানি পরিমাণ মতো, আদা বাটা এক চা চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, জিরার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো আধা চা চামচ, ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়ো এক টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ, তেজপাতা দুটি, লবঙ্গ ৫-৬টি, পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, দারুচিনি পরিমাণ মতো, টমেটো কিউব এক কাপ, তেল পরিমাণ মতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি এক টেবিল চামচ ও কাঁচা মরিচ ৪-৫টি

প্রণালী: প্রথমে সসপ্যানে গরু বা খাসির পায়া সেদ্ধ করে নিন।

এরপর সামান্য পানি মিশিয়ে আদা-রসুন বাটা, সব গুঁড়ো মশলা, লবণ ও দারুচিনি দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করুন।

সেদ্ধ হয়ে গেলে টমেটো কিউব দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে। এবার ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে নিন।

এরপর সামান্য ঘি, পেঁয়াজ ও রসুনকুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নেহারির মধ্যে ঢেলে দিন। সসপ্যানে কয়েকটি আস্ত কাঁচা মরিচ দিন।

কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার নেহারি। পরিবেশন করুন পরোটা বা লুচির সঙ্গে।

চায়নিজ ভেজিটেবল

পরিচয় ডেস্ক : চায়নিজ খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হচ্ছে চায়নিজ ভেজিটেবল। চাইলে ঘরেও এটি রান্না করা যায়। সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু সবজি দিয়ে ঝটপট ঘরে তৈরি করুন চায়নিজ ভেজিটেবল। উপকরণ: গাজর- ২টি (বড় সাইজের), পেঁপে,- ১টি (ছোট সাইজের), ব্রকলি- ১টি (ছোট সাইজের), দুই-তিন রঙের ক্যাপসিকাম, মুরগির মাংস- ১ কাপ (হাড় ছাড়া), কাঁচা টমেটো- ৩টি, কাঁচা মরিচ- কয়েকটি, সয়া সস বা চিনির ক্যারামেল, কর্নফ্লাওয়ার, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ- ২-৩টি (বড় সাইজের), গোলমরিচের গুঁড়া ও, লবণ।

প্রণালি: প্রথমে পেঁয়াজ ছাড়া সব সবজি ও মাংস লম্বালম্বি করে কেটে নিতে হবে। পেঁয়াজ কিউব আকৃতির করে কেটে নিন। এবার পেঁপে, গাজর, ব্রকলি আধা সিদ্ধ করে নিন। চাইলে আরো কিছু সবজিও ব্যবহার করা যায়।

সবজি সিদ্ধ হয়ে এলে একটা প্যানে পরিমাণমতো তেল দিয়ে আদা, রসুন বাটা, সামান্য পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভেজে ফেলতে হবে। ভাজার রং সোনালি হয়ে এলে মুরগির মাংস ও সামান্য লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজতে থাকুন।

এবার ক্যাপসিকাম, আস্ত মরিচ ও পেঁয়াজ দিয়ে ৫-৬ মিনিট নাড়তে থাকুন।

এরপর হালকা গরম পানি ও গোল মরিচের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ৩-৪ মিনিট পর ৪চা চামচ কনফ্লাওয়ার গোলানো পানি মিশিয়ে নিন মিশ্রণটির সঙ্গে। এবার সয়া সস বা চিনির ক্যারামেল সামান্য লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল চায়নিজ ভেজিটেবল, পরিবেশন করুন ফ্রাইড রাইস কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

খাসির বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক : বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে বিরিয়ানীর আলাদা বৈশিষ্ট আর তা যদি হয় খাসীর বিরিয়ানি, তাহলে ভোজপর্ব জমে উঠবে বলাই বাহুল্য।

উপকরণ: খাসির মাংস ১ কেজি, বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, গরম মসলা ১ চা-চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২-৩ পিস করে, কাঁচা মরিচ ১০-১২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, টক দই ১-৩ কাপ, শিমের বিচি আধা কাপ, বেরেস্তা ৪ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, মিঠা আতর ২ ফোঁটা।

প্রণালি: খাসির মাংস ধুয়ে নিন। এবার বাটিতে মাংস, টক দই, লবণ, ধনে ও জিরাগুঁড়া, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে ১-২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। বাসমতী চাল ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে নিন। এবার এলাচ ও দারুচিনি দিন। পরে ম্যারিনেট করা মাংস কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। সেদ্ধ হলে চালের ডাবল পানি দিন। ফুটে উঠলে চাল, শিমের বিচি, গুঁড়া দুধ, ঘি, মিঠা আতর ও গরম মসলা দিয়ে রান্না করুন ১০ মিনিট। পরে নেড়ে চুলার তাপ কমিয়ে দমে রান্না করুন ১৫ মিনিট। সার্ভিং ডিশে রেখে পেঁয়াজ, বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের বিরিয়ানি।

লেবু-পাঙাশ

পরিচয় ডেস্ক :লেবু-পাঙাশ, সাদা ভাতের সঙ্গে এই এক পদ দিয়েই দারুণ জমে যাবে ছুটির দুপুরের খাওয়াদাওয়া।

উপকরণ: দেশি পাঙাশ ৬ টুকরো, দেশি পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও জিরা গুড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লেবুপাতা ২ পিস।

প্রণালি: পাঙাশ মাছ ধুয়ে লেবুর রস ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে আবার ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর টম্যাটো, কাঁচা মাছ ঢাকনাসহ পাঁচ মিনিট রান্না করুন। তারপর কাঁচা মরিচের ফালি লেবুপাতা, লেবুর রস, জিরা গুঁড়া দিয়ে আরও ২০ মিনিট রান্না করুন সামান্য নেড়ে। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল লেবু-পাঙাশ।

‘দেখেছ, আগেই তো ভালো ছিলাম’

১৬ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানির আমলে রাষ্ট্র পরিচালনার এই রীতি চালু হয়েছিল। আমরা এখনো সেটি টিকিয়ে রেখেছি। কিন্তু ভণ্ডের মতো আস্তিন গুটিয়ে গলা ফুলিয়ে বলি, আমরা স্বাধীন। এই আমরা কারা?

এ দেশের শাসকদের মধ্যে কয়েকটি সিন্ডিকেট আছে। কিছু আছে পারিবারিক আর কিছু আছে অলিগার্ক। তাদের আছে নানান লোগো, নানান পরিচিতি। একটা বিদায় হলে আরেকটা এসে জোটে। সহজে কি বিদায় হয়? তার জন্য অনেক ঘাম, অনেক রক্ত ঝরাতে হয়।

বিদায় হওয়ার পর পরাজিত পক্ষের মুখে একটাই মন্ত্র উচ্চারিত হয়ড়আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাদের ভাবখানা এমন, সব ঠিকঠাক চলছিল। দেশ শনৈঃশনৈ উন্নতির দিকে এগোচ্ছিল। উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসছিল। মানুষের সুখের সীমা ছিল না।

হঠাৎ একদল লোক বসে ছক কষলড়আমাদের এত সুখ সহ্য হচ্ছে না। চলো, আমরা এদের বিদায় করে দিই। তারপর তারা আন্দোলনের নাটক সাজাল, বিদেশিরা ষড়যন্ত্রের জাল বিছাল, জনগণ নির্বোধের মতো তাদের ফাঁদে পা দিল। সরকার বদলে গেল। সিন্ডিকেটগুলো কিছু তোতাপাখি পোষে। তারা দিনের পর দিন এসব মুখস্থ আওড়ে যায়।

এদিকে নতুন যারা মসনদে বসে, কদিন যেতে না যেতেই তারা তাদের সুচালো নখ আর ধারালো দাঁত বের করে। তাদের খবরদারি অতীতের শাসকদেরও ছাড়িয়ে যায়। তখন অতীতচারীরা আওয়াজ তোলেড়দেখেছ, আগেই তো ভালো ছিলাম। পিলো পাসিংয়ের মতো এই খেলা চলছে ৫৪ বছর ধরে।

আমাদের ভাষায় ক্ষমতা মানে গদি। আমাদের গদির ওপর লোভ বেশি। ক্ষমতা পেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্ষমতা যে দায়িত্ব, এটা বুঝে আসে না।

আমাদের এক নেতা ৫৫ বছর আগে এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই’। গদিতে বসার এই অদম্য বাসনা তাদের অস্থি-মজ্জায়, মগজে। একেকটা নির্বাচন আসে, তারা নতুন নতুন ফন্দি হাজির করে। বলে, এবার ক্ষমতায় যেতে পারলে আমরা হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা। দেশটা সোনায় মুড়ে দেব। তারপর কী হয়? ১৯৭০ সালে এক ভরি সোনা পাওয়া যেত ১২০ টাকায়। সেটি এখন প্রায় দুই লাখ টাকা। টাকায় ষোলোটা ডিম পাওয়া যত। এখন ষোলো টাকায় একটা।

বেশ কিছুদিন ধরে নির্বাচনের হাওয়া বইছে। প্রস্তুতি চলছে। শিগগিরই সবাই কোমর বেঁধে নেমে যাবেন। নতুন নতুন ইশতেহার তৈরি হবে। প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভেসে যাবে দেশ, জনপদ। শুধু জিজ্ঞেস করুন, এই প্রতিশ্রুতি কীভাবে, কত দিনে, কত টাকায়, কাকে নিয়ে পূরণ করবেন? কোথায় আপনার সেই রোডম্যাপ?

এর মধ্যে আছে নানান তত্ত্বের তড়পানি, নানান ডিসকোর্সের ডঙ্কা। কেউ চান গণতন্ত্র, কেউ চান বিপ্লব, কেউ চান খিলাফত। একজন আরেকজনেরটা মানেন না। ছোটবড় দোকান খুলে সবাই ফেরি করছে নিজ নিজ পণ্য ড়আমার কাছে আছে সর্বরোগের মহৌষধ। আমারটা নিন। এটা এস্তেমাল করলে সব মুশকিল আসান হবে।

তাদের কি বিশ্বাস করা যায়? আজতক কেউ তো কথা রাখেনি! মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

‘ফ্যাসিস্ট’ তকমায় বই পোড়ানো

১৬ পৃষ্ঠার পর

এম. ওয়ালী উল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, বারবার নিষেধ করার পরও ছাত্রদল নেতারা তার কথা শোনেননি।

রাজনৈতিক বিরোধ বা প্রতিহিংসার কারণে মারামারি এমনকি খুনোখুনিও নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই বিরোধে কিংবা মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে বই পুড়িয়ে ফেলা বা লাইব্রেরি ভাঙচুর করার যেসব ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, তাতে এই প্রশ্ন উঠছে যে, একটি বিরাট অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একজন কর্তৃত্ববাদী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার পরে কারা ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন এবং যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নির্মূলকরণের প্রতিবাদে এত বড় একটি অভ্যুত্থান হলো, তার মধ্য দিয়ে যে একটা সহনশীল ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল, সেই প্রত্যাশা ক্রমশই কেন ফিকে হয়ে আসছে?

যে তরুণেরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন বা নতুন ধরনের রাজনীতির কথা বলেন, তারা কী করে বই পোড়ানো কিংবা লাইব্রেরি ভেঙে দেওয়ার মতো জঘন্য কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছেন?

বইয়ের টেক্সট বা বিষয় পছন্দ না হলে সেই বই পুড়িয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে যে অজ্ঞানতা ও প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ তারা ঘটালেন, তাতে তাদের হাতে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে সংশয় যেমন আছে, তেমনি এই প্রজন্মের হাত ধরে আদৌ একটি উদার, গণতান্ত্রিক, সহনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে কি নাড়তাও অনিশ্চিত।

এই তরুণের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি নয়। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব দল ও সংগঠন হয়তো এই তরুণদের সমর্থন করে না। কিন্তু যারা এসব ঘটনা ঘটালেন, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

যে কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সামনে, ক্যাম্পাসে উৎসবের মতো বই পোড়ালেন, তারা কি এখনও সেখানের শিক্ষার্থী আছেন বা তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কি কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে? নাকি উল্টো কলেজ কর্তৃপক্ষই ভয়ের মধ্যে আছে যে, এই ঘটনায় কাউকে শাস্তি দিলে তারাও আক্রান্ত হবেন? কেননা, গত বছরের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নাজেহাল করার যেসব ছবি গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে, তা কোনো সভ্য সমাজ অনুমোদন করে না।

প্রশ্ন হলো, বই পোড়ানো বা লাইব্রেরি ভাঙচুরের ঘটনাকে আমরা কি ‘রাজনীতি’ নামে অভিহিত করব নাকি নৈরাজ্য? কেননা, ইদানীং মবকে ‘মব’ বললে অনেকের মন খারাপ হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টাও বলেছেন, মব আর রাজনৈতিক কর্মসূচি এক নয়।

প্রশ্ন হলো, মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে প্রকাশ্যে বই পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা ভিন্নমতের লোকেরা আড্ডা দেনড়এমন অভিযোগ তুলে লাইব্রেরি ভাঙচুরের ঘটনাও কি তাহলে রাজনৈতিক কর্মসূচি? যদি তাই হয়, তাহলে এই প্রশ্নও তুলতে হবে যে, এই রাজনীতি দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে? বলা ও লেখা পছন্দ না হলেই তাকে ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরাচারের দোসর ট্যাগ দেওয়ার এই ‘সংস্কৃতি’ একটি অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে কি নাড়সেটিও ভেবে দেখা দরকার। আমীন আল রশীদ সাংবাদিক ও লেখক। দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

বাংলাদেশে প্রতি ১০ পরিবারের

১০ পৃষ্ঠার পর

উঠে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা যৌথভাবে গত বৃহস্পতিবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

২০২৩ সালে প্রকাশিত বিবিএসের ‘খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান-২০২৩’ শিরোনামে জরিপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এতে খানার আয় বিশ্লেষণ ও পরিবারের ক্ষুধা পরিমাপের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়। তথ্য সংগ্রহ করা ২০২৩ সালের ১৫ জুন থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে। মাঠ পর্যায়ে এক হাজার ৪৮৮ প্রাথমিক নমুনা ইউনিটের (পিএসইউ) আওতায় ২৯ হাজার ৭৬০ খানা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ প্রতিবেদনে খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বিবিএসের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক মেহনাজ তাবাসসুম গতকাল সমকালকে বলেন, বিবিএসের মূল প্রতিবেদনে এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিসংখ্যান এবং সংজ্ঞা রয়েছে। বিবিএসের মূল জরিপে বলা হয়, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে সব মানুষের কাছে সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য থাকাকে বোঝানো হয়, যা মানুষের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদ্যের পেছনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে ৪০ থেকে ৪৬ শতাংশ পরিবার খাদ্যের পেছনে ৫০ শতাংশের কম ব্যয় করে থাকে। তবে সিলেট, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ পরিবার ৭৫ শতাংশের বেশি ব্যয় করে খাদ্য জোগাড় করতে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের মাত্র ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। ৪৪ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারে কিছুটা খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। অন্যদিকে, ২২ দশমিক ২ শতাংশ পরিবার মাঝারি পর্যায়ের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ পরিবার ব্যাপকভাবে খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় চারটি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো সামগ্রিকভাবে সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে লক্ষ্যভুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে গবেষণা ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনার ঝুঁকি কমাতে প্রমাণভিত্তিক কৌশল উন্নয়ন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

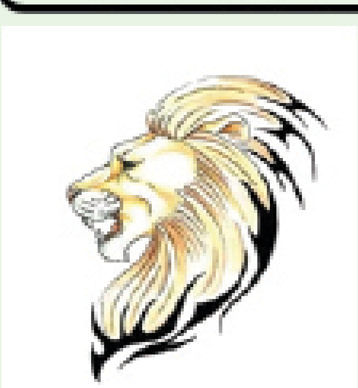

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

জাতিসংঘ সংস্কারের ট্রাম্প বনাম

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রধান লক্ষ্যই ছিল বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করা। কালক্রমে এর পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে; জড়িয়েছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। এখন এমন কোনো দেশ পাওয়া যাবে না যেখানে ইউএনডিপি, ইউনিসেফের মতো জাতিসংঘের কোনো না কোনো উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে না। যে কারণে জাতিসংঘের প্রয়োজন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে বৈ কমেনি। তবে শান্তিরক্ষী মিশনগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। এগুলো কীভাবে আরও কার্যকর হতে পারে, তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের 'চ্যাপ্টার ৭' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত মিশনগুলোতে জাতিসংঘ অনেকখানি সফল হয়েছে। যেমন কম্বোডিয়ায় জাতিসংঘ পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই, যেখানে জাতিসংঘ 'সহায়তাকারী' হিসেবে কাজ করেছে বা করছে, সেখানে এর সফলতা উল্লেখযোগ্য নয়। অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়ার কারণেও সেসব দেশে জাতিসংঘ স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাজ করতে পারে না। এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। জাতিসংঘ যখনই নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, তখনই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কোপানলে পড়েছে। বুট্রোস ঘালি বসনিয়ান সংঘাতকে 'ধনীদের যুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে সার্বিয়ান অবস্থানগুলোতে বোমা হামলা চালাতে ন্যাটোর বিমান শক্তি ব্যবহারের মার্কিন পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দিতে দ্বিধা করায় যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া শতাধিক বেসামরিক নাগরিক হত্যাকাণ্ডে ইসরায়েলের জড়িত থাকার জাতিসংঘের তদন্তের ফলাফল প্রকাশেও ঘালি জোর দিয়েছিলেন। ফলে ওয়াশিংটনের ক্ষোভ আরও চরমে উঠেছিল।

সাম্প্রতিককালেও জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো অবস্থান নিলে 'দেখে নেওয়া হবে' বলে হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও জাতিসংঘের বেশির ভাগ সদস্য রাষ্ট্র ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এর পরপরই জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ঘোষণা দেন, পরবর্তী অর্থবছরে জাতিসংঘে অর্থায়ন ২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার কমাবে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে ২০২৫ সালে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যা-ই বলুন না কেন, মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই জাতিসংঘের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বরং বিদ্যমান বৈশ্বিক অবস্থায় এর প্রয়োজন আরও বেড়েছে। তবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজন সংস্থাটির কাঠামোগত সংস্কার। চার দশক আগে এর ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন বুট্রোস বুট্রোস ঘালি। মোশতাক আহমেদ: কলাম লেখক; জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

সংক্ষুব্ধ মানুষ, কিন্তু প্রকাশের পথ

১৪ পৃষ্ঠার পর

খুবই জরুরি।রাজনীতিতে হঠাৎ আগমন যাদের, তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের তৎপরতা। জোট বাঁধার পেছনের প্রেরণাটা মোটেই আদর্শিক নয়, সম্পূর্ণরূপে বৈষয়িক। তাহলে কোন যুক্তিতে বলা যাবে যে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে? না, সেটা বলার উপায় নেই। বরং সুবিধাবাদ আগের তুলনায় আরও বেশি নগ্নভাবে নিজেকে উন্মোচিত করেছে। তা কেবল উন্মোচনটার কথাইবা বলব কেন, ভিতরে বৃদ্ধিটাই তো বরং অধিক সত্য। কতিপয় দলের এখন ক্ষমতার জন্য প্রাণপণ লোলুপতা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তাদের জনভিত্তি বলে বাস্তবে কিছু নেই। ক্ষমতালোলুপরা পারে না এমন কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলা যাবে যে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ইতোমধ্যে উন্নত হয়েছে। তারা দেখছে এবং যা বোঝার বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য কোনো বিকল্প নেই। যা দরকার তা হচ্ছে, স্বতন্ত্র এবং বিকল্প একটি রাজনৈতিক ধারা। যে ধারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক না-করুক যাদের কাছে গিয়ে মানুষ ভরসা পেতে পারে, জানিয়ে দিতে পারে যে অনেকের প্রতিই তাদের সমর্থন নেই। তারা চায় এমন রাজনীতি, যা ব্যবস্থাটাকে বদলে দিয়ে মানুষকে দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি দেবে।

সরকার যায় আসে, কিন্তু সরকারি নীতি বদলায় না। যার নানা প্রমাণ আছে। যেন সরকারের প্রধান কাজ দাঁড়িয়েছে নানা ধরনের ট্যাক্স সংগ্রহ করে নিজের লোকদের পুষ্ট করা। অথচ জনমতই হচ্ছে শেষ ভরসা। কিন্তু মুশকিল এই যে প্রকৃত জনমত রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। তা কেবল বাংলাদেশ বলে তো নয়, সারা বিশ্বেই পুঁজিবাদের নৃশংসতা আজ উন্মোচিত। তার প্রভাব বাংলাদেশে তো পড়েছেই, ভবিষ্যতে আরও বেশি করে পড়বে বলে আশঙ্কা। এর বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে, তবে প্রকাশের পথ পাচ্ছে না। ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

নেবে বলে আশা করছেন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। মার্কিন নতুন শুল্ক কাঠামোয় চীনা পণ্যের শুল্ক ১৪৫ শতাংশের মতো। অবশ্য প্রকৃত শুল্ক কত, তা এখনও কোনো পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। বাংলাদেশের পণ্য পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ। আবার মার্কিন কাঁচামালে উৎপাদিত পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধার মতো বড় শুল্কছাড়ও পাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র । মোট পোশাক রপ্তানি আয়ের ১৮ থেকে ২০ শতাংশ আসে দেশটি থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) ২০১৫ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত এক দশকের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি মূল্যের বিবেচনায় চীনা তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে ৪৬ শতাংশ। এ সময় বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৫৪ কোটি ডলার। গত বছর তা নেমে আসে এক হাজার ৬৫১ কোটি ডলারে। অন্যদিকে ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৪০ কোটি ডলার, যা গত বছর ৭৩৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে চীন ক্রমে দুর্বল হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন ২০১৭ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসেন, সে সময় থেকেই চীন-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক লড়াই শুরু হয়। তখন থেকেই চীনা পোশাকের রপ্তানি কমতে থাকে। আগামীতে আরও কমবে। সেখানে বাংলাদেশ আরও ভালো করবে। তবে আমাদের মূল্য সংযোজিত পণ্যে মনোযোগ বাড়াতে হবে। এখন ভলিউমে বেশি রপ্তানি করেও কম মূল্য পাই আমরা। ভিয়েতনাম কিংবা অন্যান্য দেশ কম রপ্তানি করেও বেশি মূল্য পায়। এখন ভলিউমে যে পরিমাণ রপ্তানি করি, তাতে যদি মূল্য সংযোজন করা যেত, তাহলে একই পরিমাণ রপ্তানি থেকে বড় অঙ্কের রপ্তানি আয় সম্ভব হতো।'

অন্যদিকে পরিমাণে গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পোশাকের রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশেরও বেশি, যেখানে বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশের মতো। ২০১৫ সালে চীনা পোশাক রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার ১৩৮ মিটার। গত বছর তা ৯২৯ মিটারে নেমে আসে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১৮৭ মিটার, যা গত বছর ২৩৭ মিটারে উন্নীত হয়।

ট্রাম্পের চাপে দোহা হামলার জন্য

১২ পৃষ্ঠার পর

হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে নেমেছে ইজরায়েল। গাজা যুদ্ধ শুরু পর গোপন অভিযানে একের পর এক শীর্ষ হামাস নেতাকে খতম করা হয়েছে। প্রাণে বাঁচতে ইরান ও কাতারে আশ্রয় নিয়েছে বহু হামাস নেতা। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি কাতারের রাজধানী দোহার একাধিক স্থানে গোলাবর্ষণ করে ইজরায়েল। তবে এই অভিযানে হতাহতের তথ্য সামনে আসেনি। ইজরায়েলের সেনার তরফে জানানো হয়, 'হামাসের উচ্চপদস্থ নেতাদের খতম করতে আইডিএফ এবং ইজরায়েল সিকিউরিটি এজেন্সি (আইএসএ) দোহায় অভিযান চালিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, হামাসের এই সদস্যরা সন্ত্রাসী সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নৃশংস গণহত্যার জন্য তারা সরাসরি দায়ী। পাশাপাশি, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ জারি রেখেছে।' ইজরায়েলের এই হামলার তীব্র বিরোধিতা করে কাতার। জানানো হয়, 'ইজরায়েলের এই হামলা কাপুরুষতার পরিচয়। তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে।' এই ঘটনার পর বেশ কিছুটা জলঘোলা হয়। অবশেষে দোহা হামলার জন্য ক্ষমা চাইলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
36-07 31st Street, Astoria, NY 11106

RACE FOR MAYOR 2025

VOTE FOR
ZOHRAN
MAMDANI

NOV 4TH, 2025

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক
Greater Comilla Association USA Inc.

সাধারণ সভা ২০২৫

তারিখ ও কর্মসূচী

তারিখ:
১৯ অক্টোবর, রবিবার' ২৫
সময়:
দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা
স্থান:
নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

আলোচ্য বিষয়
- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
- অর্থ সম্পাদকের রিপোর্ট
- নির্বাচন কমিশন গঠন
- বিবিধ
- সভাপতির বক্তব্য
- আপ্যায়ন

আসসালামু আলাইকুম।
বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক'র সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারন সভা আগামি ১৯শে অক্টোবর ২০২৫ ইং রোজ রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ।
উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাকে আইডি সহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সদস্য হউন, সমিতিকে গতিশীল করুন

নিবেদক:

ডাঃ মোঃ ইনামুল হক এম.ডি
সভাপতি
৯১৭-৬০৯-২৬৩১

মোঃ এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক
৭১৮-২১৯-৭৯৭৭

প্রচারে: সাইফুল আলম, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সয়াবিন বীজ, গম ও তুলা

১০ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে নানামুখী পদক্ষেপ নেন। তারা দেশটি থেকে পণ্য আমদানির জন্য সমঝোতা চুক্তি ও অঙ্গীকার করেছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাণিজ্য ঘাটতি কমলে পাল্টা শুল্ক সামনে আরও কমতে পারে। আর প্রতিযোগিতামূলক দাম পাওয়া গেলে আমদানি আরও বাড়তে পারে।

এদিকে, দেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জুলাই মাসের শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় চার লাখ টন সয়াবিন বীজ আমদানির তাৎক্ষণিক সমঝোতা হয়। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ১৩ কোটি মার্কিন ডলারের তিন লাখ টন সয়াবিন বীজ আমদানির সমঝোতা করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর আরও দুই লাখ টন সয়াবিন বীজ আমদানির ঋণপত্র খুলেছে এমজিআই। সব মিলিয়ে গ্রুপটি পাঁচ লাখ টন সয়াবিন বীজ আমদানি করছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সয়াবিন তেল ও প্রাণিখাদ্য তৈরির কাঁচামাল হলো সয়াবিন বীজ। শিল্প গ্রুপটি জানিয়েছে, বর্তমানে গ্রুপটির যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা একটি জাহাজ থেকে ৫৭ হাজার টন সয়াবিন বীজ খালাস হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে। এই সয়াবিন বীজ আমদানিতে ব্যয় হচ্ছে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে ১ লাখ ১০ হাজার টনের আরও দুটি জাহাজ বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে ১০টি জাহাজে এসব পণ্য আসবে। এ প্রসঙ্গে এমজিআইর চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল সম্প্রতি বলেন, সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঁচ লাখ টন সয়াবিন বীজ আমদানি করছি আমরা। এ ছাড়া ভুট্টা, এলপিজি, গম আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিতে জোর দিচ্ছি। মেঘনা গ্রুপ ছাড়াও ডেল্টা অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রায় ১০ কোটি ডলারের সয়াবিন বীজ আমদানির সমঝোতা করেছিল। গ্রুপটির সয়াবিন বীজ নিয়ে একটি জাহাজ আগামী মাসে বন্দরে পৌঁছবে বলে জানিয়েছেন গ্রুপটির শীর্ষ কর্মকর্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, সয়াবিন বীজ আমদানি হয় মূলত ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। গত অর্থবছরে সব মিলিয়ে ৭৮ কোটি ডলারের ১৭ লাখ ৩৫ হাজার টন সয়াবিন আমদানি হয়েছিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয়েছিল ৩৫ কোটি ডলারের সয়াবিন বীজ। এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্যটি আমদানি আরও বাড়তে পারে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। এ ছাড়া গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির সমঝোতার চুক্তি করে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সালমা গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের কার্গিল ইনকরপোরেটের কাছ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারে ৬ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করে। এশিয়া কম্পোজিট একই রকম আরেকটি চুক্তি করে। এ ছাড়া মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস মার্কিন লুইস ড্রেফুস গ্রুপ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের ৭ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছিল। এর মধ্যে মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস এক হাজার টন তুলা আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলেছে। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বিটিএমএর নেতারা দেশটি থেকে বছরে এক বিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানির অঙ্গীকার করেছিলেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে রপ্তানি করলে যাতে রপ্তানিতে সুবিধা পাওয়া যায়, সেই দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা বেশি হওয়ায় সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা চান এ খাতের ব্যবসায়ীরা। এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে ৩৪৪ কোটি ডলারের কাঁচা তুলা আমদানি হয়েছে দেশে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয়েছিল সাড়ে ২৩ কোটি ডলারের তুলা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি কম, রপ্তানি বেশি। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমলে এই হার সামনে আরও কমানোর সুযোগ আছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। সংবাদসূত্র দৈনিক জনকণ্ঠ একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্যপ্রতি দর বা ইউনিট প্রাইসও কমেছে ৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশের মতো। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, দশকের শুরুতে ২০১৫ সালে চীনা পণ্যের গড় ইউনিট প্রাইস ছিল দুই ডলার ৬৮ সেন্ট। ২০২৪ সালে তা কমে এক ডলার ৭৮ সেন্টে নেমে আসে। যেখানে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের পোশাকের ইউনিটপ্রতি গড় দর ছিল দুই ডলার ৮৯ সেন্ট। তা থেকে বেড়ে গত বছর তিন ডলার ১০ সেন্টে উন্নীত হয়। সংবাদসূত্র দৈনিক সমকাল

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে চাঁদাবাজি বেড়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

তিনি। অর্থ উপদেষ্টা জানান, চাঁদাবাজি বন্ধে রাজনৈতিক দরকার ও সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। যারা ক্ষমতা থেকে গেছে, তাদের লোকজনও দোকানপাটে ঘোরাফেরা করছে “বাংলাদেশে রাজনীতি ভালো হলে চাঁদাবাজি বন্ধ হবে। আমি আশা করি, রাজনীতিতে পরিবর্তন আসবে” তিনি বলেন, চাঁদাবাজদের নেক্সাস ভাঙতে রাজনৈতিক দলগুলোকে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। না হলে তাদের থামানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশে রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসা জড়িয়ে গেছে “এমপি ব্যাংকের মালিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, টিভি ও সংবাদপত্রের মালিক”

ব্যাংক খাতের উন্নতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, আগে ব্যাংক থেকে সব টাকা নিয়ে যাওয়া হলেও এখন সেখানে শৃঙ্খলা আসছে। আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থাও ব্যাংক খাতের অগ্রগতি প্রশংসা করছে। ব্যবসায়ীদের এলসি খুলতে এখন আর সমস্যা হচ্ছে না। তিনি জানান, এনবিআর ও ব্যাংক সংস্কার এবং পাচারের টাকা ফেরত আনার বিষয়ে আইএমএফ আরও শক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় নেই দাবি করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, “রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো। উচ্চকক্ষে পিআর হতে পারতো, তবে বিএনপি রাজি হচ্ছে না। ভারতের উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু আছে। তবে নির্বাচন নিয়ে আর সংশয় নেই” তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের পক্ষে প্রতিবেশি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য রাজনৈতিক সরকার প্রয়োজন “এই সেন্সে আমি মনে করি, নির্বাচন এখন আর অনিশ্চিত নয়” অর্থ উপদেষ্টা বলেন, প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার রয়েছে। ব্যাংক একীভূতকরণের ক্ষেত্রেও কোনো টাকা ছাপানো হবে না।

তিনি জানান, দেশীয় ব্যবসায়ীরা সাপোর্ট পাচ্ছেন না। ব্যাংকের লিকুইডিটি সংকটে ঋণ পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক কারণে অনেকের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। এজন্য ২% ডাউনপেমেন্টে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

বিদেশি ঋণ নেওয়ার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, গত অর্থবছরে ঋণ নেওয়া বাড়লেও এবার সতর্ক অবস্থানে আছে সরকার। আইএমএফের ৮.৪৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ না নেওয়ার শর্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এবার আমি নিজেই সতর্ক। বাজেট সাপোর্ট চাইবো না, বরং কমিয়ে আনার চেষ্টা করবো” তিনি বলেন, “আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক দেনা ও বকেয়া বিল পরিশোধ করেছি। তারপরও রিজার্ভ বেড়ে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আছে” রাজস্ব আহরণ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা জানান, কর ফাঁকিবাজদের চিঠি দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি কমায় রাজস্ব আদায় বাড়ছে। বাজেট সাপোর্ট নেওয়া হলে ঋণদাতাদের নানা শর্তে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, “আইএমএফের অক্টোবর বোর্ড সভায় গিয়ে আমি কোনো বাড়তি ঋণ চাইবো না। চীনের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লোন দিতে আগ্রহী হলেও আমরা সতর্ক আছি। আফ্রিকার অনেক দেশ চীনা ঋণে জটিলতায় পড়েছে”

মার্কিন শুল্ক, নির্বাচন ব্যয় ও ব্যাংকখাত সংকটে ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার জানালো এডিবি

১০ পৃষ্ঠার পর

করেছে, “সাম্প্রতিক সময়ের কঠোর মুদ্রানীতি সত্ত্বেও, উচ্চ নির্বাচনকালীন ব্যয় এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা—মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে চাপ বাড়াতে পারে এবং গভর্ন্যান্সের সংস্কার দুর্বল করতে পারে।”

প্রতিবেদন আরও বলা হয়, “২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচন এবং আর্থিক খাতে চলমান সংস্কারের কারণে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়তে পারে।”

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের গড় শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছাবে। পোশাক খাতে শুল্ক ১৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৬.৮ শতাংশে, আর কিছু পণ্যে—যেমন কৃত্রিম ফাইবার সোয়েটার—শুল্ক হবে ৫২ শতাংশ। এর প্রভাব পড়বে বিশেষ করে, পোশাকখাতে কর্মসংস্থান হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিকের ওপর। যদিও এই শুল্ক ভারত বা চীনের ওপর আরোপিত শুল্কের চেয়ে তুলনামূলক কম, তবুও এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে এডিবি উল্লেখ করেছে।

উন্নয়ন সহযোগীটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাজারেও বাড়তি প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে হয় দাম কমাতে হবে, নয়তো বাজার হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে।

এ ঝুঁকি সামাল দিতে এডিবি সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশকে রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্যময় করতে হবে, নতুন বাণিজ্য চুক্তির পথ খুঁজতে হবে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এশিয়াপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়ার পূর্বাভাস

এডিবি বলছে, নতুন বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশ—যা মার্কিন শুল্ক ও সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হচ্ছে—তার প্রভাবে উন্নয়নশীল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ধীর হবে।

২০২৫ সালে অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৮ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৪.৫ শতাংশ, যা গত এপ্রিলে দেওয়া ৪.৯ শতাংশ ও ৪.৭ শতাংশ পূর্বাভাসের চেয়ে কম।

মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি অনিশ্চিত বাণিজ্য পরিবেশ এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অত্র অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি চলতি বছরে খাদ্য ও জ্বালানির কম দামের কারণে ১.৭ শতাংশে নেমে আসবে, তবে আগামী বছর খাদ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক হলে তা সামান্য বেড়ে ২.১ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

এডিবি আরও সতর্ক করেছে, বাণিজ্য ঝুঁকি এই অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির প্রধান হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রচীনের বিদ্যমান উত্তেজনা, সেমিকন্ডাক্টর ও ওষুধে খাতভিত্তিক শুল্ক এবং ভবিষ্যৎ শুল্ক বৃদ্ধি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে–ঢাকা–জেএফকে
JFK–Dhaka–JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

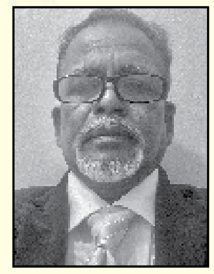

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
MIT
RIT
LUX ET VERITAS
Penn University of Pennsylvania
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

যুক্তরাষ্ট্রে ‘শাটডাউন’: বাংলাদেশ,

৫০ পৃষ্ঠার পর

বুধবার বিকেলে দেওয়া এক ঘোষণায় বলা হয়, বিদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা চালু থাকবে। পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সহায়তাও অব্যাহত থাকবে। তবে সংস্থাটি জানায়, কনস্যুলার কার্যক্রমে যেসব সহায়ক দাপ্তরিক সেবা প্রয়োজন হয়, তার কিছু অংশ আপাতত স্থগিত থাকবে।

অচলাবস্থার কারণে বুধবার সকাল থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মার্কিন দূতাবাসগুলো সীমিত কার্যক্রমের ঘোষণা দিতে শুরু করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত দূতাবাস এক্স (সাবেক টুইটার) ও ফেসবুকে জানায়, ‘বরাদ্দ স্থগিত থাকায় আমাদের অ্যাকাউন্ট নিয়মিত আপডেট করা হবে না। তবে জরুরি নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে।’

একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সৌদি আরব, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ভারত ও বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন মিশনগুলোও। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে, ফেডারেল তহবিল সংকট মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী মার্কিন কূটনৈতিক মিশনগুলো সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে।

ভিসা বা পাসপোর্ট আবেদন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও দূতাবাসগুলো আশ্বস্ত করেছে যে নির্ধারিত কার্যক্রম চালু থাকবে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ‘যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশের মার্কিন কনস্যুলেট ও দূতাবাসগুলোতে নির্ধারিত ভিসা ও পাসপোর্ট সেবা পরিস্থিতি সাপেক্ষে চলবে।’

তবে তারা স্পষ্ট করেছে, পূর্ণ কার্যক্রম ফের শুরুর আগে পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত তথ্য দেওয়া হবে না। শুধু জরুরি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

যাদের ভিসা বা পাসপোর্ট সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে অথবা জরুরি ভ্রমণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাদের ঃৎধাবষ.ংঃধঃব.মড়া ওয়েবসাইটে গিয়ে হালনাগাদ তথ্য দেখতে বলা হয়েছে।

ইউরোপজুড়ে তরুণদের মধ্যে

৫০ পৃষ্ঠার পর

৩০-৩৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এ হার ছিল ৪.৯ শতাংশ এবং ৪০-৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ১.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, তরুণদের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যানসার সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে।

একসময় ক্যানসারকে বার্ধক্যজনিত রোগ হিসেবেই দেখা হতো। এখনও এ কথা সত্য যে, ক্যানসারের বেশিরভাগ নতুন রোগী সত্তরোর্ধ্ব। তবে ধীরে ধীরে চিত্র পাল্টাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট কিছু ধরনের ক্যানসার ক্রমেই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বাড়ছে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক কোলোরেক্টাল (আন্ত্রিক) ক্যানসার। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে এ রোগের হার কমলেও, ৫০ বছরের নিচের মানুষের মধ্যে এর বিস্তার দ্রুত বাড়ছে। ১৯৯০ সালে বিশ্বে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের রোগী ছিল প্রায় ৯৪ হাজার ৭০০ জন, যা ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ২৫ হাজার ৭৩৬ জনে।

ইউরোপজুড়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ২০২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এ রোগের হার প্রতিবছর গড়ে ৭.৯ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে ৩০৩৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এ হার ছিল ৪.৯ শতাংশ এবং ৪০৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ১.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, ৫০ বছরের নিচের সব বয়সীদের মধ্যেই কোলোরেক্টাল ক্যানসার বাড়ছে, তবে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে তরুণদের মধ্যে।

তরুণদের মধ্যে এ রোগের বৃদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীরা জেনেটিক কারণকে খুব একটা দায়ী করছেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার এ প্রবণতার বড় কারণ। ২০২৫ সালে প্রকাশিত এক সমীক্ষাতেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, রেডি মিলস, চিনিযুক্ত খাবার, কোমল পানীয়, প্রক্রিয়াজাত মাংস ও বিভিন্ন ফাস্ট ফুড।

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার সঙ্গে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা হয়। এতে ৪৬ হাজারেরও বেশি পুরুষকে ২৪ থেকে ২৮ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, যারা সবচেয়ে বেশি অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার খেয়েছেন, তাদের কোলোরেক্টাল ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুষ্টি ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরও একই ফল পাওয়া গেছে। গবেষকদের মতে, কীভাবে এসব খাবার ক্যানসার সৃষ্টি করে, তা জানতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এখন পর্যন্ত অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারকে মূলত স্থূলতার সঙ্গে মেলানো হতো, আর অতিরিক্ত ওজন যে ক্যানসারের বড় ঝুঁকি- সেটাও সবার জানা। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, স্বাভাবিক ওজনের মানুষদের মধ্যেও কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার শরীরে ইনসুলিন সিগন্যালিং প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়, দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমাত্রার প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বা জীবাণুসমষ্টির ভারসাম্য নষ্ট করে। এগুলো সবই ক্যানসার বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানুষের খাবার-আচরণই নির্ধারণ করে কোষ কীভাবে বাড়বে, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা কেমন কাজ করবে এবং অন্ত্রের জীবাণুগুলো কেমন আচরণ করবে।

প্রাণীদেহে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারে থাকা ইমালসিফায়ার, কৃত্রিম সংযোজক ও কৃত্রিম সুইটেনার অন্ত্রের প্রদাহ ও টিউমার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এসব খাবারে আঁশ ও উদ্ভিজ্জ ফাইটোকেমিক্যালস থাকে না। ফলে এসব খাবার নিয়মিত খেলে অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তামাক যে ফুসফুসের ক্যানসারের কারণ এবং অ্যালকোহল যে স্তন ও লিভারের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়- এ বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেতে কয়েক দশক সময় লেগেছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী এক দশকের মধ্যেই তরুণদের কোলোরেক্টাল ক্যানসারের অন্যতম কারণ হিসেবে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিষয়টি স্বীকৃতি পাবে।

যদি ২০ শতকের ক্যানসারের বড় কারণ হয়ে থাকে ধূমপান, তবে ২১ শতকে সেই জায়গা নিতে পারে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার। যদিও বিজ্ঞান এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি, তবে প্রতিদিন এর পক্ষে নতুন নতুন প্রমাণ যুক্ত হচ্ছে। প্রচলিত কথা আছে- খাবারই ওষুধ। আর এখন বিজ্ঞান বলছে- খাবারই প্রতিরোধ।

তবে আশার খবর হলো, ২০২৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত দই খেলে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমতে পারে। কোলোরেক্টাল ক্যানসারেরই একটি ধরন হলো কোলন ক্যানসার। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ- অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিয়ে নিয়মিত দইসহ স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত।

শাটডাউন এড়ানোর উপায় দেখছে

৭ পৃষ্ঠার পর

স্বাক্ষর করতে হয়। অ্যাক্টিভওয়্যারঃ পহেলা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে যদি কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো না যায়, তাহলে শাটডাউন তৈরি হয়। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, অনেক জরুরি সেবাও বিঘ্নিত হয়। এরই মধ্যে লেভিট জানিয়েছেন, শাটডাউনের কারণে দুই দিনের মধ্যেই ব্যাপকহারে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা শুরু হবে। মাঝে মাঝে আপনাকে এমন কিছু করতে হয় যা আপনি চান না- বলেন মিজ লেভিট। তিনি আরও যোগ করেন, ডেমোক্রেটরা আমাদের এই পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। এটা ছিল দুই দলের মধ্যে তিক্ত ব্লেম গেম বা পাল্টাপাল্টি অভিযোগের সবশেষ পরিস্থিতি। সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্রেট সদস্য চাক শুমার এর আগেই, রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেটদের অর্থায়ন পরিকল্পনা মেনে নিতে ওবুল্থি বা হয়রানি করার অভিযোগ করেছিলেন। ব্যয় চুক্তিতে একমত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যসেবা খাতে অর্থায়নের গ্যারান্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান ডেমোক্রেটরা। অন্যদিকে সরকার চালু রাখতে একটি অস্থায়ী স্টপ গ্যাপ বা বিরতি ব্যবস্থা চায় রিপাবলিকানরা, যেটি মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং বর্তমান হারে তহবিল দেবে। এর মানে হলো, বাজেট নিয়ে সমঝোতার আগ পর্যন্ত সরকারের ব্যয় যাতে চালু থাকে তার একটা ব্যবস্থা।

নিম্ন আয়ের আমেরিকানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুরক্ষায় সমঝোতার জন্য সরকারকে এই শাটডাউনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেমোক্রেটরা। রিপাবলিকানদের সম্পর্কে কানেকটিকাটের ডেমোক্রেট সিনেটর ক্রিস মারফি বলেছেন, কেন তারা সমঝোতা বর্জন করছে? আমি জীবনে কখনো এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। বিষয়টি হলো রিপাবলিকানরা যখন ডেমোক্রেটদের সঙ্গে আলোচনায় সিরিয়াস হবে, তখনই সরকারের অচলাবস্থা দূর হবে। এদিকে, হেলথকেয়ার বেনিফিটগুলো প্রধান অগ্রাধিকার নয়, বরং সরকার চালু রাখাই গুরুত্বপূর্ণ রিপাবলিকানদের জন্য। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকার পরও অর্থায়ন বিল পাস করতে তারা ৬০টি ভোট পায়নি। সিনেট মেজরিটি লিডার জন থুন বলেছেন, এটা এমন নয় যে কে জিতলো বা কে হারলো, কিংবা কে এসব বিষয় নিয়ে দোষ চাপালো। এটা আমেরিকান জনগণের ব্যাপার। আমেরিকান জনগণকে তারা (ডেমোক্রেট) এমনভাবে জিম্মি করে রেখেছে যা তাদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য লাভজনক বলে মনে করে। রিপাবলিকানরা হেলথকেয়ার বেনিফিট সম্প্রসারণের বিষয়েও যুক্তি দিয়েছেন। তারা বলছেন, ডেমোক্রেটরা যেভাবে সম্প্রসারণ চাচ্ছে তা আমেরিকান করদাতাদের জন্য বেশি ব্যয় সাধ্য হবে এবং এই ব্যবস্থাগুলো কোভিড যুগের জটিলতা মোকাবিলার জন্য চালু করা হয়েছিল যা এখন আর প্রযোজ্য নেই।

শাটডাউনের ফলে স্বল্প সময়ের জন্য সীমান্তের এজেন্ট ও সেনাবাহিনীসহ অপরিহার্য কর্মীদের বেতন ছাড়াই কাজ করতে হবে। কিন্তু অপরিহার্য নয় এমন সরকারি কর্মীদের বিনা বেতনের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, এই শাটডাউন বা অচলাবস্থা ২০১৮ সালের তুলনায় অনেক বড় হবে যখন কংগ্রেস কিছু তহবিল পাস করেছিল। তারা অনুমান করছেন, প্রায় ৪০ শতাংশ ফেডারেল কর্মী বা প্রায় সাড়ে সাত লাখ মানুষকে সাময়িকভাবে ছুটিতে পাঠানো হবে। কিছু কর্মীকে গত বুধবার ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন ফেডারেল কর্মীদের স্থায়ী ছাঁটাইয়েরও হুমকি দিয়েছে।

গত বুধবার (১ সেপ্টেম্বর) ব্রিফিং এ ভ্যান্স বলেছেন, আসুন সৎভাবে বলি, যদি এই অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে আমাদের মানুষ ছাঁটাই করতে হবে। ভ্যান্স দাবি করেছেন, অনিবন্ধিত অভিবাসীদের হেলথকেয়ার বেনিফিট বাড়ানোর জন্য সিনিয়র ডেমোক্রেটদের অ্যাডভোকেসি করার ফলেই এই শাটডাউন হয়েছে। যদিও ডেমোক্রেটরা বারবার এই দাবি অস্বীকার করে আসছে। ইতোমধ্যেই ইউএস আইন অননুমোদিত অভিবাসীদের ফেডারেল ভর্তুকিযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। হাউজ মাইনরিটি লিডার হাকিম জেফরিস বলেন, ফেডারেল আইন পরিবর্তন করার কথা ডেমোক্রেটরা কোথাও বলেনি। হোয়াইট হাউজের বাজেট বিষয়ের প্রধান রাসেল ভট, আসন্ন ছাঁটাই কেমন হতে পারে সে বিষয়ে ক্লোজ ডোর বৈঠকে রিপাবলিকানদের ব্রিফ করেছেন। যদিও এই পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে জনগণের কাছে খুবই কম তথ্য রয়েছে। ক্যাপিটল হিলে বুধবার এই অচলাবস্থার অবসানের জন্য একটি চুক্তি করতে খুব কম আগ্রহ ছিল। হাউজের রিপাবলিকান স্পিকার মাইক জনসন বলেন, আলোচনা বা সমঝোতা করার কিছু নেই। এই বিল থেকে এমন কিছু আমরা বাদ দিতে পারবো না যা এটাকে আরও হালকা বা পরিষ্কার করবে। শুক্রবার রিপাবলিকানদের প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের বিলের ওপর আরেকবার ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান শুরু

৭ পৃষ্ঠার পর

অভিযান শুরু করতে প্রস্তুত। সামরিক বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন এক্সামিনার সংবাদপত্র এমনটাই জানিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যৌথ বাহিনী এখন ভেনেজুয়েলার বন্দর এবং বিমানঘাঁটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু দখল এবং নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট। ওয়াশিংটন এক্সামিনারের প্রতিবেদন অনুসারে, পেন্টাগন এই সম্ভাব্য অভিযানের জন্য তার প্রস্তুতি বিশেষভাবে গোপন করছে না। পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে, আগস্টের শেষের দিকে মার্কিন যুদ্ধ বিভাগের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে মহড়ার সময়ওঅবতরণ অভিযান এবং বিমানঘাঁটি দখল অভিযানꟷ চর্চা করা হয়েছিল। গত মাসে সিএনএন জানিয়েছিল, ভেনেজুয়েলার ভেতরে সক্রিয় মাদক পাচারকারী চক্রের ওপর সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ক্যারিবীয় সাগরে আটটি যুদ্ধজাহাজ, একটি পারমাণবিক সাবমেরিন এবং এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে। এটিকে সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর অন্যতম বৃহত্তম মোতায়েন বলে মনে করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো গত মাসে স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছিলেন, তার দেশের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আক্রমণ চালানো হলে জাতীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা সংগঠিত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

মাদুরো বলেন,ওযদি ভেনেজুয়েলাকে আক্রমণ করা হয়, তবে শান্তি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও আমাদের জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে যে কোনো স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এটি একটি পরিকল্পিত ও সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেবেꟷ

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ট্রাম্পের নীতিতে মাথায় হাত যুক্তরাষ্ট্রের অনেক

৬ পৃষ্ঠার পর

আগের চেয়ে এ বছর বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা কম ভর্তি হয়েছেন। বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক বেশি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বিদেশি মুদ্রা তো বটেই, ডলারেও আয় হয় প্রচুর। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই আমেরিকায় বাড়তি সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে বিভিন্ন গবেষণায় মার্কিন বিনিয়োগ বিদেশিদের আরও বেশি করে এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছবিটা বদলে গিয়েছে। বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হু হু করে কমছে আমেরিকার বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে প্রমাদ গুনছেন কর্তৃপক্ষ। শিকাগোর ডিপল ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে খরচে কাটছাঁট করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। এ বছর সেখানে আগের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম বিদেশি ভর্তি হয়েছেন। গত বছরে ডিপলে মোট ২১ হাজার পড়ুয়া ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৫০০ ছিলেন বিদেশি।

শিকাগোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বার গত বছরের তুলনায় বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৭৫৫ জন কম। ডিপল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যানুয়েল জানিয়েছেন, বিদেশিদের ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে। অনেকের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নতুন ভিসার আবেদন মঞ্জুর হতেও সময় লাগছে বেশি। সম্প্রতি আমেরিকার বিদেশ দফতর নতুন ফতোয়া জারি করেছে। বলা হয়েছে, বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সমাজমাধ্যমের খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে হবে, যাতে তা ঘেঁটে মার্কিন আধিকারিকেরা বুঝতে পারেন, আমেরিকা সম্পর্কে কার মনোভাব কেমন। সেই অনুযায়ী পড়ুয়াদের চিহ্নিত করবে ট্রাম্প প্রশাসন। এই নতুন নিয়মের কথা শুনেও অনেকে আমেরিকা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন।

গত মে মাসে ট্রাম্পের কোপে পড়েছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বলা হয়েছিল, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া যাবে না। ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ এবং জাতিগত হয়রানির মোকাবিলা করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন ট্রাম্প। হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে তাঁর এই পদক্ষেপও বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের মন বদলের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা আমেরিকার বিকল্প খুঁজছেন।

ট্রাম্পের নতুন নীতির পর ডিপল-সহ আমেরিকার অন্তত ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটে কাটছাঁট করেছে। জন্‌স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মার্চ মাসে দু'হাজারের বেশি কর্মীছাঁটাই হয়েছে। গবেষণার কাজে বরাদ্দ থেকে ৭.১ হাজার কোটি ডলার তুলে নেওয়া হয়েছে। নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২৫টি পদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬৩০ জন কর্মচারীকে। প্রতি ক্ষেত্রেই অর্থের অভাবকে কারণ হিসাবে দেখা হয়েছে, যার নেপথ্যে অন্যতম বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে ভারতের এক ছাত্রী জানিয়েছিলেন, তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ভিসার জটিলতা হতে পারে ভেবে সেখানে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন। অন্যত্র যাবেন বলে ভাবছেন। চিনের এক ছাত্র২০২৪ সালে নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেছিলেন। পরে তাঁকে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আমেরিকার পরিবর্তে ব্রিটেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি, অধ্যাপকেরাও ছাত্রছাত্রীদের আমেরিকা ছাড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকার চাকরি কিংবা শিক্ষায় আমেরিকানদেরই প্রাধান্য দিতে হবে। বাইরে থেকে এসে আমেরিকার সুযোগসুবিধা যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য মার্কিন নাগরিকদের চাকরি কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রতিযোগিতা কঠিন হচ্ছে। সেই কারণেই বিদেশিদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের নীতি কঠোর। তবে এর ফলে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

নিজেরা ইউরেনিয়াম কিনছে, অথচ ভারতের রুশ তেল

৭ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম বৃহত্তম দেশ। যে সময় থেকে আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিতে উন্নতি করেছে সেই সময় থেকেই তাদের এর জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা অবশ্য মার্কিন বাজারে সর্বোচ্চ সরবরাহকারী নয়। তবে রাশিয়াই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সরবরাহকারী, যারা ইউরেনিয়াম দেয়।" প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে রাশিয়া আমেরিকাকে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ইউরেনিয়াম সরবরাহ করেছে। এই কথা বলার পাশাপাশি পুতিন মনে করিয়ে দেন, ভারত যখন রাশিয়ার থেকে জ্বালানি কেনে, তখন এই আমেরিকাই প্রতিবাদ করে। ট্রাম্পের 'দ্বিচারিতা' নিয়ে এদিন এভাবেই সরব হন পুতিন। উল্লেখ্য, রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'অপরাধে' ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। পাশাপাশি, একাধিকবার শাসানিও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে 'বন্ধু' রাশিয়া। আমেরিকাকে কড়া বার্তা দিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়েছে, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক অটুট। চেষ্টা করলেও কেউ ভাঙতে পারবে না। গত মাসেই তারা জানিয়েছে, বহিরাগত হুমকি এবং সমালোচনার মুখে পড়লেও ভারত সর্বদা রাশিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। সত্যি বলতে, অন্য কিছু কল্পনা করা কঠিন। দু'দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের চেতনা এবং ঐতিহ্যকে সম্মান করে নয়াদিল্লি। মহাকাশ অভিযান, পারমাণবিক শক্তি, তেল অনুসন্ধান, সামরিক এবং আসমরিক-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারত এবং রাশিয়া যৌথভাবে কাজ করছে।

এবার বিদেশি সিনেমায় ১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা

৬ পৃষ্ঠার পর

এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল, এর ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভারতীয় চলচ্চিত্র? উত্তর হল বেশ খারাপ প্রভাব পড়বে। যেহেতু বলিউডের হিন্দি ছবি বা দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রের বিদেশের বাজারে মোট আয়ের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ আসে আমেরিকা থেকে। এবার বাস্তবেই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় বিপাকে পড়বেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা। আমেরিকায় আকাশ ছোঁয়া হবে ভারতীয় সিনেমার টিকিটের দাম। অবশ্য কেবল ভারত নয়, সব দেশের ক্ষেত্রেই বিষয়টা এক। কদিন আগেই আছড়ে পড়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরও এক শুল্কবাণ! ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর বসান তিনি। এছাড়াও গৃহস্থালির নানা সামগ্রীর উপর ৫০ শতাংশ, আসবাবের উপর ৩০ শতাংশ এবং মালবাহী ট্রাকের উপর ২৫ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথায়, আমেরিকার মাটিতেই এসব পণ্য উৎপাদন করতে হবে। ফলে ভারতীয় ওষুধ রপ্তানিকারীদের বিপুল ক্ষতি হতে চলেছে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রের ‘শাটডাউন’ পরিস্থিতি কীভবে শেষ হতে পারে? আগে কীভাবে সমাধান হয়েছে?

৭ পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দ বিল সেপ্টেম্বর ৩০-এর মধ্যে পাস হয়নি।

কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে সাময়িক অর্থায়নের বিলের ওপর নির্ভর করছে। বর্তমান বিলও কেবল নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের কার্যক্রম চালাতে পারবে। ডেমোক্র্যাটরা এটিকে সরকারের একমাত্র কার্যকর সুযোগ হিসেবে দেখছে। তারা জোর দিচ্ছেন, শেষ হতে থাকা ওবামাকেয়ার সহায়তা পুনর্বহাল হোক, যাতে প্রায় ২৪ মিলিয়ন মানুষ স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির চাপ না পান। রিপাবলিকানরা চান, বিষয়টি বছরের শেষে আলাপের মাধ্যমে সমাধান হোক।

সরকারি তহবিল অবরোধ দীর্ঘ বা স্বল্পকালীন হতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে সমাধান হবে। বর্তমান অবরোধের সঙ্গে মিল আছে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সময়ের দুই স্বল্পকালীন তহবিল অবরোধের সঙ্গে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ডেমোক্র্যাটরা‘ড্রিমার’ শিশুদের স্থায়ী সাহায্য চেয়েছিলেন। সেই অস্থায়ী অবস্থান প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প সেই প্রোগ্রাম, ডিফারড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস (ডিএসিএ), শেষ করে দেন।

কয়েক দিনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা রাজি হয়ে তিন সপ্তাহের স্বল্পকালীন সরকারি তহবিল বিলের পক্ষে ভোট দেন, বিনিময়ে আশ্বাস পান যে ডিএসিএ নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের সুযোগ পাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা সমাধান হয়নি।

রাজনীতিবিদরা শুধু মাথাব্যথা সৃষ্টি করেন না; দায়িত্বে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক মূল্যও দিতে হয়। সরকারি কার্যক্রম চালানোই তাদের মূল দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞ ম্যাট গ্লাসম্যান বলেন, সাধারণত শাটডাউনকে‘লাভের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করা পার্টি’ই বেশি দোষী হয়। এই ক্ষেত্রে তা হতে পারে ডেমোক্র্যাটরা। যদি রাজনৈতিক মূল্য থাকে, তারা তা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে দিতে পারেন, যখন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে আনতে মরিয়া।

এর আগে তিনটি দীর্ঘমেয়াদি তহবিল জটিলতা দেখা দিয়েছে।

ক্লিনটন ও গিংরিচের শাটডাউন (নভেম্বরুডিসেম্বর ১৯৯৫ ও জানুয়ারি ১৯৯৬)

সময়সীমা: প্রথমটি ৬ দিন, দ্বিতীয়টি ২২ দিন

১৯৯৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন (মাঝে) হাউস স্পিকার নিউট গিংরিচ (বামে) এবং সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা বব ডলের সঙ্গে দেখা করেন। তারা তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজেট নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ক্লিনটনের দ্বিতীয় মেয়াদে এই শাতদাউন ২২ দিন স্থায়ী হয়। ফাইল ছবি: এপি

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রথমে পিছু হটেন, পরে কংগ্রেসের রিপাবলিকানরাও তাদের দাবি থেকে সরে আসেন। মোট ২৮ দিন শাটডাউন চলে। প্রথম শাটডাউনের শেষে ক্লিনটন বাজেট বাস্তবায়নে কিছু শর্ত মেনে নেন। দ্বিতীয় শাটডাউনে বাজেট নিয়ে রিপাবলিকানরাই পিছু হটেন। ৬ জানুয়ারি ১৯৯৬-এ শাটডাউন শেষ হলে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস রিপাবলিকানদের পরাজয় হিসেবে চিত্রিত করেছিল। সম্পাদকীয়তে দলটিকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। টাইমসের প্রধান সম্পাদকীয়তে মাইকেল ওয়াইনস লিখেছেন,‘শেষ পর্যন্ত শাটডাউন রিপাবলিকানদের বিপক্ষে শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, যাদের দেখানো হয়েছিল তারা ফেডারেল কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর রাজনৈতিক সুবিধার জন্য হানাহানি চালাচ্ছে। যা আগে রাজনৈতিক দুর্বলতার চিহ্ন মনে হতো, ক্লিনটনের দৃঢ়তা হঠাৎ শত্রুর মোকাবেলায় সাহসের উদাহরণ হিসেবে প্রতীয়মান হলো’

ওবামাকেয়ার শাটডাউন (অক্টোবর ২০১৩)

সময়সীমা: ১৬ দিন

রক্ষণশীল রিপাবলিকানরা হাউসে স্বাস্থ্যসেবার তহবিল বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট ওবামা দায়িত্বে ছিলেন এবং সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, তাই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকানরা সরকারকে চলতি বাজেট অনুযায়ী অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। হাউস স্পিকার জন বোয়নার এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন, ‘আমরা ভালো লড়াই করেছি। কিন্তু আমরা জিততে পারিনি’

ট্রাম্পের শাটডাউন (ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯)

সময়সীমা: ৩৫ দিন

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সবচেয়ে দীর্ঘ সরকারি শাটডাউন হয়। নির্বাচনের পর রিপাবলিকানরা হাউসের নিয়ন্ত্রণ হারায়, ডেমোক্র্যাটরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণ নেননি। সীমান্ত প্রাচীরের জন্য অর্থ চেয়ে ট্রাম্প হুমকি দেন, যদি বিলের মধ্যে প্রাচীরের অর্থ না থাকে, তিনি স্বাক্ষর করবেন না। হাউস ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তহবিল ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। পরে ডেমোক্র্যাটরা জোর দেন, সীমান্ত প্রাচীর নিয়ে বিতর্ক বড় ব্যয়-সংক্রান্ত বিল থেকে আলাদা হতে হবে। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প পিছু হটেন, কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ শাটডাউন ঘটে। বর্তমান পরিস্থিতিও তখনকার মতোই, যখন রিপাবলিকানরা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল।

শাটডাউন সত্ত্বেও ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজারে নতুন রেকর্ড

৭ পৃষ্ঠার পর

কর-ছাড় শেষ হওয়ার কারণে বিক্রি বেড়েছে, তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের শেয়ারও ০.৫ শতাংশ কমেছে, তারা অক্সিডেন্টালের রাসায়নিক ইউনিট অক্সিকেম ৯.৭ বিলিয়ন ডলারে কিনবে ঘোষণা দেওয়ার পর। অক্সিডেন্টালের শেয়ার এদিন ৭.৩ শতাংশ পড়ে গেছে।

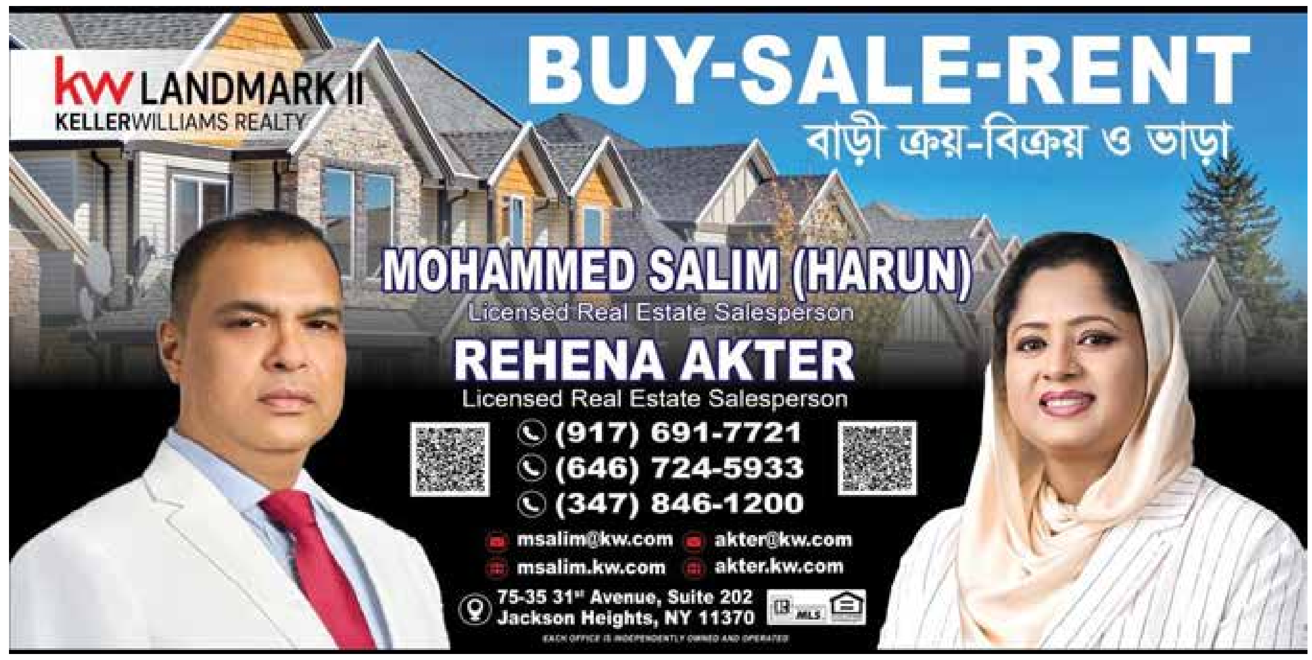

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
● 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

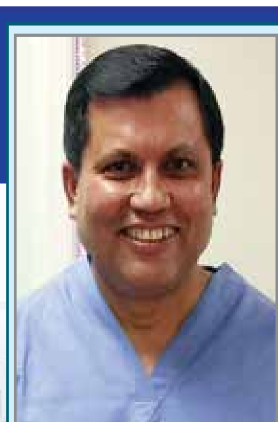

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET,	1288 WHITE PLAINS ROAD
JACKSON HEIGHTS NY 11372	BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ডেটিং ও সম্পর্কের পরামর্শে কৃত্রিম

৫০ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন। শেফিল্ডে বসবাসকারী র্যাচেল বলেন, ‘এর আগে আমি চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছি। শুনেছিলাম একজন ডেটিং পরামর্শের জন্যও এটি ব্যবহার করেছে। আমি তখন মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিলাম, কিছু দিকনির্দেশনা চাচ্ছিলাম, কিন্তু বন্ধুদের আমি এ বিষয়ে জড়াতে চাচ্ছিলাম না।’ তাই সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলার আগে তিনি চ্যাটজিপিটির সাহায্য নেন। র্যাচেল বলেন, ‘চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি কীভাবে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারি, যাতে আমার কথাগুলো খুব বেশি ডিফেনসিভ [আত্মরক্ষামূলক] না মনে হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘উত্তরে চ্যাটজিপিটি সব সময়ই যেমন জবাব দেয় তেমনি পরামর্শ দেয়। এটি বলে আপনি নিশ্চয়ই মানসিকভাবে পরিণত। এখানে কয়েকটা পরামর্শ দেওয়া হলো ইত্যাদি।’

চ্যাটজিপিটির জবাব দেখে মনে হচ্ছিল এটা যেন আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। যেন আমি সঠিক, আর তিনি [সাবেক প্রেমিক] ভুল।

র্যাচেল বলেন, মোটের ওপর এই পরামর্শগুলো ‘কার্যকর’ ছিল, তবে তার কথার ভাষাগুলো ছিল ‘থেরাপিস্টের ভাষার মতো।’

র্যাচেলের মতো আরও অনেকে সম্পর্কের জটিলতা সামলাতে এখন এআইয়ের শরণাপন্ন হচ্ছেন। অনলাইন ডেটিং প্রতিষ্ঠান ম্যাচের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, জেনারেশন জেড (জেন-জি) (১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া) মার্কিন নাগরিকদের প্রায় অর্ধেকই ডেটিং-পরামর্শের জন্য চ্যাটজিপিটি’র মতো এলএলএম ব্যবহার করেছেন, যা অন্য কোনো প্রজন্মের তুলনায় বেশি। সম্পর্কের জটিল রসায়ন বিশ্লেষণ করতে, বিচ্ছেদের ম্যাসেজ লিখতে বা ডেটিং করা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা সমাধান করতে মানুষ এখন এআই ব্যবহার করছে। মনোবিজ্ঞানী ও সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ড. ললিতা সুগলানি বলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা বিপর্যস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন, তাদের জন্য এআই সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন, এটি ম্যাসেজের খসড়া তৈরি, বিভ্রান্তিকর মেসেজ বিশ্লেষণ করতে বা দ্বিতীয় মতামত নিতে সহায়তা করতে পারে।

ড. সুগলানি বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে এটি ডায়েরি বা আত্মচিন্তার মতো কাজ করতে পারে, যা একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করলে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সম্পর্কের বিকল্প হতে পারে নাভ’

তবে তিনি কয়েকটি উদ্বেগের কথা জানান।

তিনি বলেন, ‘’এলএলএমগুলো সহায়ক ও সম্মতিসূচক হতে প্রশিক্ষিত। ফলে এগুলো আপনি যা বলছেন তা-ই প্রতিধ্বনি করতে পারে বা বিকৃত ধ্যানধারণা ও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আরও জোরদার করতে পারে।’

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, এআই ব্যবহার করে ব্রেক-আপের ম্যাসেজ লেখা পরিস্থিতির অস্বস্তি এড়ানোর একটি উপায় হতে পারে। এতে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত অনুভূতির মুখোমুখি না হয়ে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন। এটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিকাশও ব্যাহত করতে পারে।

ড. সুগলানি বলেন, ‘যদি কেউ প্রতিবার অনিশ্চয়তার মুখে এলএলএমের শরণাপন্ন হন, তবে তিনি ধীরে ধীরে নিজের অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ প্রকাশের ভাষা ও সম্পর্কগত সত্তা হারাতে পারেন।’

তিনি আরও বলেন, এআই-এর ম্যাসেজগুলো আবেগশূন্য হতে পারে এবং যোগাযোগকে ‘লিখিত স্ক্রিপ্ট’ বা ‘যান্ত্রিক’ মনে হয়। তাই যাকে এটি পাঠাচ্ছেন তার কাছে বিষয়টি অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

তবে সম্পর্ক-পরামর্শের বাজারকে লক্ষ্য করে নতুন সেবাও তৈরি হচ্ছে। ‘মেই’ একটি বিনা মূল্যের এআই-নির্ভর সেবা। ওপেনএআই দিয়ে প্রশিক্ষিত এই সেবা সম্পর্কের নানা সমস্যার সমাধানে কথোপকথনের মতো উত্তর দেয়।

নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠাতা এস লি বলেন, ‘ধারণাটি হলো মানুষ যেন তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক-সংক্রান্ত সাহায্য নিতে পারে, কারণ সবাই বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।’

তিনি জানান, এই এআই টুলে আনা সমস্যার অর্ধেকের বেশি যৌনতা-সংক্রান্ত, যা অনেকেই বন্ধু বা থেরাপিস্টের সঙ্গে বলতে চান না।

লি বলেন, ‘মানুষ এআই ব্যবহার করছে কারণ এসব সেবাদানকারী বিদ্যমান সেবাগুলো যথেষ্ট নয়।’

আরেকটি সাধারণ ব্যবহার হলো, ‘কীভাবে একটি ম্যাসেজ রিরাইট করা যায় বা সম্পর্কের কোনো সমস্যা ঠিক করা যায়।’

তবে সম্পর্ক-পরামর্শ দিতে গিয়ে নিরাপত্তার প্রশ্নও উঠতে পারে।

একজন মানুষ কাউন্সিলর জানেন কখন হস্তক্ষেপ করে কাউকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে হয়।

কোনো সম্পর্ক-অ্যাপ কি সেই নিরাপত্তা দিতে পারবে?

লি স্বীকার করেন, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আছে।

তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি এআই-এর ঝুঁকি বেশি, কারণ এটি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সঙ্গে এমনভাবে সংযোগ ঘটাতে পারে, যা অন্য কোনো প্রযুক্তি পারে না।’

তিনি বলেন, যেমন- মেই-তে ‘গার্ডরেল’ বা নিরাপত্তাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের সঙ্গে অংশীদার হতে এবং আমাদের এআই পণ্যগুলো গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে স্বাগত জানাই।’

চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই জানিয়েছে, তাদের সর্বশেষ মডেলটি অস্বাস্থ্যকর আবেগীয় নির্ভরতা এবং তোষণমূলক আচরণ এড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ ভালো উন্নতি করেছে।

এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়: ‘মানুষ কখনো কখনো সংবেদনশীল মুহূর্তে চ্যাটজিপিটির শরণাপন্ন হয়। তাই আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে এটি যেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। এর মধ্যে প্রয়োজনে পেশাদার সাহায্যের দিকে নির্দেশ করা, সংবেদনশীল অনুরোধে মডেলের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুরক্ষা জোরদার করা এবং দীর্ঘ সেশন চলাকালীন বিরতি নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।’

গোপনীয়তাও আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। এ ধরনের অ্যাপ অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা হ্যাকারদের হাতে পড়লে ভয়াবহ হতে পারে।

লি বলেন, ‘ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এমন বিকল্প বেছে নিই যা গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সর্বোত্তম সেবা দেওয়া হয়।’

এই নীতির অংশ হিসেবে তিনি জানান, ‘মেই’ ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করতে পারে এমন কোনো তথ্য চায় না, শুধু একটি ইমেইল ঠিকানা ছাড়া।

লি আরও জানান, কথোপকথনগুলো মাননিরীক্ষণের (কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স) জন্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তবে ৩০ দিনের পর তা বাতিল করা হয়।

তিনি বলেন, ‘বর্তমানে সেগুলো কোনো ডাটাবেজে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।’

মানুষ থেরাপিস্টের সঙ্গে মিলে এআই ব্যবহার করছেন কিছু মানুষ।

লন্ডনভিত্তিক করিন (ছদ্মনাম) গত বছরের শেষ দিকে একটি সম্পর্কের ইতি টানার সময় কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন সে বিষয়ে চ্যাটজিপিটির সাহায্য নেন।

করিন বলেন, তার এক হাউসমেট ইতিবাচকভাবে ডেটিং পরামর্শের জন্য এআই ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায়ও ছিল। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও এআই ব্যবহার শুরু করেন।

করিন জানান, তিনি চ্যাটজিপিটিকে জনপ্রিয় সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ জিলিয়ান তুরেকি বা হোলিস্টিক সাইকোলজিস্ট ড. নিকোল লেপেরার মতো করে উত্তর দেওয়ার জন্য বলতেন।

এই বছরের শুরুতে তিনি আবার ডেটিং শুরু করলে প্রিয় বিশেষজ্ঞদের স্টাইলে পরামর্শ পেতে আবার চ্যাটজিপিটির শরণাপন্ন হন।

করিন বলেন, ‘জানুয়ারির দিকে আমি একজনের সঙ্গে ডেটে গিয়েছিলাম। তাকে শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় মনে হয়নি, তবে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আরেকটি ডেটে যাওয়া কি ঠিক হবে? আমি জানতাম তারা হ্যাঁ বলবে, কারণ আমি তাদের বই পড়েছি। তবে আমার পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই পরামর্শ পাওয়া ভালো লেগেছিল।’

করিনের একজন থেরাপিস্ট আছেন।

তিনি বলেন, থেরাপিস্টের সঙ্গে তার শৈশব নিয়ে গভীরতর আলোচনা হয়। অন্যদিকে, চ্যাটজিপিটির সঙ্গে প্রশ্নগুলো ডেটিং বা সম্পর্ক নিয়ে সীমাবদ্ধ।

থেরাপিস্ট আরও বলেন, তিনি এআই-এর পরামর্শকে ‘একটু দূরত্ব রেখে’ গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, ‘আমি জানি চ্যাটজিপিটির পরামর্শে মানুষ সম্পর্ক ভাঙছে এবং হয়তো এমন কথোপকথন করছে যা তাদের করা উচিত নয় [সঙ্গীর সঙ্গে]। অথচ চ্যাটজিপিটি তাই বলে যা আপনি শুনতে চান।

থেরাপিস্ট আরও বলেন, ‘এটি জীবনের চাপের মুহূর্তে ভালো। যখন বন্ধু কাছে থাকে না, তখন এটি আমাকে শান্ত করে।’ খবর বিবিসি’র

ড. ইউনূসের বক্তব্য দেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের এ বক্তব্যকে তার ‘পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস’ হিসেবে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।

তার অভিযোগ, প্রধান উপদেষ্টার এ বক্তব্য দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলছে। এ কারণে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকাস্থ সেনবাগ ফোরাম আয়োজিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘জাতিসংঘ সফরে থাকা অবস্থায় গণমাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানান, জনগণ তাকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় দেখতে চান। তার এ বক্তব্য দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। গত এক বছরে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অবস্থা অবনতির দিকে। এ অবস্থায় ড. ইউনূসের এমন বক্তব্য নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।’

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা করছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির এ নেতা। কলকাতায় পূজামণ্ডপে প্রধান উপদেষ্টাকে ব্যঙ্গ করার প্রতিবাদও জানান বিএনপির এ নেতা। তিনি বলেন, ‘ভারতের এমন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপের শামিল।’

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনারও সমালোচনা করেন তিনি।

ফারুক বলেন, ‘পাহাড়ে অশান্তি চলছে, দুর্গা পূজাকে ঘিরে অশান্তির পাঁয়তারা ছিল। এসব বিষয়কে আমলে না নেয়া হলেও এগুলোর পেছনে ষড়যন্ত্র স্পষ্ট। তবে আমি মনে করি না, বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র করে কেউ সফল হতে পেরেছে। দেশে অশান্তি সৃষ্টির মূল শক্তি আওয়ামী লীগ ও ভারত।’

হাসপাতালের বিছানায়ও আ.লীগের

৮ পৃষ্ঠার পর

আছে? এছাড়াও পিআরবিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অসুস্থ কোনো বন্দিকেও হাতকড়া পরানো যাবে না।

মানবাধিকারকর্মী আবু আহমেদ ফাইজুল কবির কারা আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলেন,ওআমাদের দেশের ১৮৯৪ সালের যে কারা আইন রয়েছে, তা সংস্কার করা জরুরি। এখনো রাষ্ট্র শত বছরেরও পুরনো এই আইনের অধীনেই চলছে। কোনো বন্দিকে অযথা হাতকড়া বা পায়ে বেড়ি পরানো উচিত নয়। এগুলো অবশ্যই বাতিল করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতেও (ইউডিএইচআর, অনুচ্ছেদ ৫; আইসিসিপিআর, অনুচ্ছেদ ১০) অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধের বিষয়ে বলা হয়েছেঽ

তিনি আরও বলেন,ওএকজন ৮০ বছরের বৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী, যিনি দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সাবেক মন্ত্রী, তার সঙ্গে এমন আচরণ করা কেবল মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়, এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে মারাত্মক ব্যর্থতারও প্রমাণওঽ

সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ চিকিৎসা পাওয়ার বিষয়ে নাগরিকদের সমান অধিকার দিয়েছে উল্লেখ করে মানবাধিকারকর্মী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জোতির্ময় বড়ুয়া এ ঘটনাকে সংবিধানের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেন।

তিনি টিবিএসকে বলেন, আইন প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হয় তা যেন সিলেক্টিভ না হয়ে পড়ে। আইন সবার জন্য সমান- এই মৌলিক অধিকার কেবল কথার কথা নয়, এটি সত্যিকার অর্থে করে দেখাতে হয়। একজন বয়স্ক, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে এভাবে আচরণ করা কর্তৃত্ববাদী অনুশীলনের ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করে।

কারা কর্তৃপক্ষ যা বলছে

কারা অধিদপ্তর বলছে, ছবিটি আইসিইউ-তে তোলা হয়েছিল। তাদের দাবি, ছবিটি সাবেক এই এমপিকে হাসপাতালে ভর্তির করার প্রথমদিকে তোলা।

গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (গণমাধ্যম ও উন্নয়ন) জান্নাত-উল-ফরহাদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,ওসম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের একটি ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কারা কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ছবিটি কোনোভাবেই তার আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থার নয়। সবার প্রতি অনুরোধ দায়িত্বশীল নাগরিক/মাধ্যম হিসেবে মৃত একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার থেকে বিরত থাকুন।

কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুরাইয়া আখতার টিবিএসকে বলেন, কারা বিধি অনুযায়ী মাঝে মাঝে বন্দিদের নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়। নুরুল মজিদকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ছবিটি সেসব ভর্তির কোনো এক সময়ে তোলা হতে পারে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যা বলছে

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, বন্দিদের জেল পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং তারা কারা বিধি অনুযায়ী সেসব বন্দিকে হাসপাতালে রাখেন।

তিনি বলেন,ওআমরা শুধু চিকিৎসা দেই। বন্দিদের সঙ্গে সবসময় পুলিশ থাকে। এটি হাসপাতালের বিষয় নয়। নূরুল মজিদ প্রথমে মেডিসিন কেবিনে ছিলেন। পরে আইসিইউতে মারা যান। যে ছবিটি ভাইরাল হয়েছে, সেটি তার মৃত্যুর পরের নয়, বরং হাসপাতালে প্রথম আনার সময় তোলাঽ

ডি-কেজের উদ্বেগ

ঢাকাভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ডি-কেজ ইনিশিয়েটিভ ঘটনাটি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, নূরুল মজিদের ছবিগুলো বন্দিদের মর্যাদা, মানবাধিকার ও চিকিৎসার বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

এতে বলা হয়,ওআমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ঝুঁকির মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে হাতকড়া ব্যবহার করা উচিত। বেঙ্গল পুলিশের প্রবিধানে (ধারা ৩৩০) বলা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত হাতকড়ার ব্যবহার অমানবিক ও অবমাননাকর। বিশেষ করে প্রবীণ, গুরুতর অসুস্থ বা শারীরিকভাবে দুর্বল বন্দিদের ক্ষেত্রে যেখানে পালানোর বাস্তব ঝুঁকি নেই, সেখানে এ ধরনের সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্যঽ সংস্থাটি কারা বিধির মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার গুলশান থেকে নূরুল মজিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার একাধিক মামলায় তিনি আসামি। গ্রেপ্তারের পর থেকে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত প্রবীণ এই রাজনীতিককে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সবশেষ গত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডের মেডিসিন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। পরদিন সকালে তাকে সিসিইউতে হস্তান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদমাহমুদ হুমায়ূনের মৃত্যুর পর দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি দুটিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি (নূরুল মজিদ) হাতকড়া পরা অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। তার চোখ বন্ধ।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে

৯ পৃষ্ঠার পর

গভীর আগ্রহ ও বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল এবং চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠক। এতে এনসিপি নেতাদের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের একটি আন্তরিক ও ভবিষ্যতমুখী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে এমন কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলোর কথা তুলে ধরেন।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এনসিপি প্রতিনিধিদলের সামগ্রিক রাষ্ট্র ভাবনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং তাদের চিন্তাশীল অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি চীনের ‘অ-হস্তক্ষেপ’ (নন-ইন্টারফেয়ারেন্স) নীতির পুনরুল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতার ব্যাপারে চীনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে ধারাবাহিক ও গঠনমূলক সংলাপের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যত গঠনে তরুণদের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম এবং যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসীন রিয়াজ।

উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে

১২ পৃষ্ঠার পর

একাধিক দেশে তাদের উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট সুরক্ষা চাইতে পারে। এর জন্য প্রধানত পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি (পিসিটি) ব্যবহার করা হয়, যা বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাস্বত্ব সম্পত্তি সংস্থা (ডব্লিউআইপিও) দ্বারা পরিচালিত হয়। ডব্লিউআইপিওর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০০টি আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আবেদন পিসিটির সিস্টেমের মাধ্যমে জমা পড়েছে। গ্লোবাল পেটেন্ট ফাইলিংয়ের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের বিশ্বের শীর্ষ ১০ উদ্ভাবনী দেশ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

চীন: ৭০,১৬০টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে বিশ্বে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে চীন। তবে এর প্রবৃদ্ধি আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে সরকারি পেটেন্টে ভর্তুকি কমানো এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়া। হুয়াওয়ে বিশ্বে সর্বাধিক পেটেন্ট দাখিলকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষে রয়েছে। চীনের উদ্ভাবনী কৌশল ৫জি, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেলিকম খাতে গুরুত্ব দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র: ৫৪,০৮৭টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনী খাতে চীনের সঙ্গে টেক্কা দিতে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি উদ্ভাবনের এক বিশাল শক্তি। সেমিকন্ডাক্টর, লাইফ সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেশটির প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও উদ্ভাবনে বিশ্বের শীর্ষে। সেখানকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে।

জাপান: ৪৮,৩৯৭টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনী খাতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জাপান। দেশটি উদ্ভাবনী খাতে মানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রোবোটিকস, বিজ্ঞান ও ইমেজিং প্রযুক্তিতে দেশটি বিশ্বনেতা। টোকিও-ইয়োকোহামা অঞ্চল এখনো বিশ্বের বৃহত্তম পেটেন্ট ক্লাস্টার।

দক্ষিণ কোরিয়া: ২৩,৮৫১টি পেটেন্ট দাখিল

দক্ষিণ কোরিয়ার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশটিকে আলাদা করে দিয়েছে। ইলেকট্রনিকস, ডিসপ্লে টেকনোলজি, সেমিকন্ডাক্টর ও ব্যাটারির মতো খাতে দেশটি শীর্ষে। স্থানীয় গবেষণানীতি এবং শক্তিশালী রপ্তানিমুখী অর্থনীতি এর মূল চালিকাশক্তি।

জার্মানি: ১৬,৭২১টি পেটেন্ট দাখিল

ইউরোপের কেন্দ্রে থাকা জার্মানি উদ্ভাবনী খাতে এগিয়ে রয়েছে। এখনো অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রভাবশালী থাকলেও দেশটি ডিজিটাল ও টেকসই প্রযুক্তির দিকে রূপান্তরের চাপের মুখে রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন পেটেন্টের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ফ্রান্স: ৮,১২৫টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছে ফ্রান্সও। জাতীয় উদ্ভাবনের প্রধান ক্ষেত্র হলো সবুজ প্রযুক্তি, মহাকাশ খাত ও শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ। সিএনআরএস এবং সিইএর মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ইউরোপীয় শিল্পের সার্বভৌমত্বে জোর দেওয়া ফ্রান্সের মূল লক্ষ্য।

যুক্তরাজ্য: ৫,৮৬১টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনী খাতে গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাজ্য। দেশটি এখনো বৈশ্বিক উদ্ভাবনের কেন্দ্রে রয়েচে। স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দেশটির শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এখানে বড় অবদান রাখে। শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে নারী উদ্ভাবকের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্য এগিয়ে। নারী উদ্ভাবকের দিক থেকেও এগিয়ে দেশটি।

সুইজারল্যান্ড: ৫,৩২৪টি পেটেন্ট দাখিল

উদ্ভাবনে সুইজারল্যান্ড অনেক বড় দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানত অবদান রাখছে ওষুধ, রাসায়নিক ও মেডিকেল ডিভাইস খাতে। রোস ও নোভারটিসের মতো প্রতিষ্ঠান পেটেন্টে এগিয়ে। উচ্চ মাথাপিছু গবেষণা ও উন্নয়নব্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়শিল্প সহযোগিতা এর প্রধান শক্তি।

ভারত: ৪,৫৫২টি পেটেন্ট দাখিল

ভারত শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছে। ব্যবসাগুলো এখন বৈশ্বিকভাবে বেশি পেটেন্ট দাখিলে মনোযোগ দিচ্ছে। বিশেষ করে ওষুধ, বায়োটেক, সফটওয়্যার ও ইলেকট্রনিকস খাতে। ৎজাতীয় উদ্যোগ যেমন

নেদারল্যান্ডস: ৪,৩১০টি পেটেন্ট দাখিল

নেদারল্যান্ডস উদ্ভাবনে শীর্ষ ১০এ স্থান করে নিয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং কৃষিপ্রযুক্তিতে দেশটির বৈশ্বিক শক্তি রয়েছে। এর পেটেন্ট ফাইলিংয়ের অর্ধেকের বেশি বিদেশি সহ-আবেদনকারীদের সঙ্গে, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক গবেষণাকে প্রতিফলিত করে।

বিআরআইয়ের মাধ্যমে চীন-

৫ পৃষ্ঠার পর

স্থাপনের পর থেকে গত ৫০ বছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও দুই দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচ নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা ও পারস্পরিক মুনাফার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেড়্যা দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার এক অনন্য উদাহরণ।"

চীনের প্রেসিডেন্ট আরও যোগ করেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে চীন অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। আমি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আগ্রহীড়্যাতে ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়, পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার হয় এবং অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই দেশের জনগণের কল্যাণে অবদান রাখা যায়।"

অন্যদিকে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাঁর বার্তায় বলেন, "গত ৫০ বছরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। স্থায়ী সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের জনগণ বাস্তব উপকার পেয়েছে।"

রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, "আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অভিন্ন সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে চীনের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।"

ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকানদের

৫ পৃষ্ঠার পর

বন্ধ করা। ৪০ শতাংশ ভোটার বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা চালাচ্ছে। এই সংখ্যা ২০২৩ সালের জরিপের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

সব মিলিয়ে টাইমস/সিয়েনা জরিপের এই ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের একনিষ্ঠ মিত্রের প্রতি মার্কিনদের সমর্থনে বড় ধরনের অবনতির দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। কয়েক দশক ধরে দুই দলই সমানভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে আসছিল। এই অতি বিভক্ত যুগে জনমতে এত বড় পরিবর্তন অস্বাভাবিক ঘটনা বটে। সাধারণত যুদ্ধ বা বিপর্যয়ের মতো বড় ঘটনা ছাড়া জনমত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

আইডাহো অঙ্গরাজ্যের ব্ল্যাকফুট শহরের ডেমোক্র্যাট সমর্থক অস্টিন মাগলস্টন বলেন, সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

যোগাযোগ খাতে কাজ করা ৩৩ বছর বয়সী মাগলস্টন বলেন, 'আমি আসলে কয়েক বছর ধরে বেশ ইসরায়েলপন্থী ছিলাম, বিশেষ করে ৭ অক্টোবরের সেই বিধ্বংসী হামলার রাতের কথা শোনার পর। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাউকে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু এটি যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যা করছে, তা দেখে এটিকে আর কোনোভাবেই সমান ক্ষেত্র বলে মনে হচ্ছে না।'

এই জরিপ ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের জন্যও চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের বৃহত্তম প্রাপক, যারা এ পর্যন্ত শত শত বিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে।

দল-মতনির্বিশেষে তরুণ ভোটাররা ইসরায়েলের প্রতি এই সমর্থন অব্যাহত রাখার পক্ষে কম আগ্রহী। ৩০ বছরের কম বয়সী প্রতি ১০ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় ৭ জন অতিরিক্ত অর্থনৈতিক বা সামরিক সাহায্যের বিরোধিতা করেছেন।

ইসরায়েলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে ডেমোক্র্যাটদের প্রতি ভোটারদের সমর্থন ব্যাপক হারে কমে যাওয়া। রিপাবলিকানরা মূলত ইসরায়েলকে সমর্থন করে চলেছে। তবে তাঁদের মধ্যেও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন সামান্য কমেছে।

প্রায় দুই বছর আগে ডেমোক্র্যাটরা সমানভাবে বিভক্ত ছিল। তখন ৩৪ শতাংশ ইসরায়েল এবং ৩১ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এখন সারা দেশের সাধারণ ডেমোক্র্যাটরা বিপুলভাবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে। ৫৪ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছেন, তাঁরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল, যেখানে মাত্র ১৩ শতাংশ ইসরায়েলের প্রতি বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

প্রতি ১০ জন ডেমোক্র্যাটের মধ্যে ৮ জনের বেশি বলেছেন, লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও ইসরায়েলের উচিত গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা। দুই বছর আগে এই সংখ্যা ছিল প্রতি ১০ জনে ৬ জন। এখন এটিকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বলা যায়।

কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যের হার্টফোর্ডের শহরতলির ৩৯ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাট সমর্থক শ্যানন ক্যারি বলেন, ৭ অক্টোবরের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সরকারের পদক্ষেপ 'অযৌক্তিক' হয়ে উঠেছে। তিনি চান যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করুক।

পেশায় স্বাস্থ্য সহকারী মিসেস ক্যারি বলেন, একজন মা হিসেবে ওই শিশুদের দেখাটা ভয়ংকর। এটা কোনো যুদ্ধ নয়। এটা জাতিগত নিধন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি এসেছে একটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেড়্শ্বেতাঙ্গ, কলেজ-শিক্ষিত, বয়স্ক ডেমোক্র্যাট। এসব ব্যক্তিই সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোয় দলের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন। তরুণ ডেমোক্র্যাট ও কলেজ ডিগ্রিবিহীন ডেমোক্র্যাটরা প্রায় দুই বছর আগে সংঘাত শুরুর সময় থেকেই ফিলিস্তিনিদের প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

২০২৩ সালে ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ডেমোক্র্যাট ভোটারদের প্রতি ২ জন ইসরায়েলকে সমর্থন করতেন আর একজন ফিলিস্তিনকে। সেই চিত্র উল্টে গেছে। এখন ৪২ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি এবং ১৭ শতাংশ ইসরায়েলের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল।

মধ্য ফ্লোরিডার ৬৭ বছর বয়সী প্যাটি ওয়েস্ট বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে মার্কিন সম্পৃক্ততার একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। তিনি সহায়তা বন্ধ করার ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, এটি সংঘাত অবসানে সাহায্য করছে না।

ডেমোক্র্যাট সমর্থক ওয়েস্ট বলেন, 'আমরা কেন এতে অর্থায়ন করে চলেছি? এটা আমার ছোটবেলা থেকে চলছে এবং এখনো চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'ওরা একে অপরকে সারা জীবন ঘৃণা করে যাবে।'

শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমে যাওয়াটা অ-শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্র্যাটদের পরিবর্তনের চেয়েও বেশি স্পষ্ট। সংঘাত শুরুর সময় অ-শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্র্যাটরা এমনিতেই ফিলিস্তিনিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর মেয়াদকালে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের জন্য তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি ইসরায়েল সরকারের প্রতি কঠোর অবস্থান নেওয়ার পরও তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল।

বিপরীতে, রিপাবলিকান ভোটাররা মূলত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। একাধিক পশ্চিমা দেশ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে এগোলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে খুব কমই পার্থক্য রেখেছেন।

প্রতি ১০ জন রিপাবলিকানের মধ্যে ৭ জন ইসরায়েলকে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। অধিকাংশ রিপাবলিকান বলেছেন, সব জিম্মি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া উচিত। এমনকি এর জন্য বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হলেও। ৪৭ শতাংশ রিপাবলিকান বলেছেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বেসামরিক মৃত্যুরোধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছে।

মিনিয়াপোলিসের ৫১ বছর বয়সী রক্ষণশীল ভোটার এডওয়ার্ড জনসন বলেন, ইসরায়েলিরা নিজেদের রক্ষা করতে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট সক্ষম। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, যেন কেউ তাদের ওপর চড়াও না হয়। তবে রিপাবলিকানদের মধ্যেও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমেছে। অবশ্য তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

রিপাবলিকানরা এখনো ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরায়েলের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল। ৬৪ শতাংশের বিপরীতে ৯ শতাংশ। কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ২০২৩ সালের তুলনায় ১২ শতাংশ কমেছে। ওই সময় ৭৬ শতাংশ ইসরায়েলের পক্ষে ছিলেন।

প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রিপাবলিকান বলেছেন, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বেসামরিক মৃত্যুরোধে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

সেন্ট লুইসের ২৯ বছর বয়সী ট্রাম্প সমর্থক মেসন নর্থরুপ বলেন, তিনি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করেন। তবে তিনি চান প্রেসিডেন্ট যেন এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা কমান।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে নর্থরুপ বলেন, 'তাঁর একটু পিছিয়ে আসা দরকার। কারণ, ইসরায়েলিরা বেশ কঠিন কাজ করতে সক্ষম। আমাদের উচিত তাদের নিজেদের যুদ্ধ লড়তে দেওয়া।'

২০২৫ সালের ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ হাজার ৩১৩ জন নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপ চালানো হয়েছে।

সংবাদসুত্র নিউ ইয়র্ক টাইমন

ট্রাম্পের নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের

৬ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি সংখ্যক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রয়েছেন, যা মূলত মৌলিক বিজ্ঞানে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এবং একাডেমিক স্বাধীনতার ফল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের মহাসচিব হান্স এলেগ্রেন। এ সংস্থা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অর্থনীতিতে নোবেল দেয়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির জায়গা নিয়ে বিশ্বের শীর্ষ বৈজ্ঞানিক জাতি হয়ে ওঠে। এখন যখন তারা গবেষণা তহবিল কাটছে, এটি তাদের অবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলছে। গ্রান্ট ওয়াচ নামের একটি স্বাধীন ডাটাবেজ জানায়, এ বছর জানুয়ারি থেকে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অব হেলথ (এনআইএইচ) প্রায় ২,১০০টি গবেষণা অনুদান বাতিল করেছে। এর পরিমাণ প্রায় ৯.৫ বিলিয়ন ডলার, পাশাপাশি ২.৬ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিও বন্ধ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত গবেষণার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের স্বাস্থ্যপ্রভাব, আলজেইমারস এবং ক্যানসার। ট্রাম্প প্রশাসনের আঘাতের শিকার হওয়া অন্যান্য ক্ষেত্র হলো ভ্যাকসিন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য-সম্পর্কিত গবেষণা।

চিকিৎসায় নোবেল কমিটির মহাসচিব টমাস পার্লম্যান বলেন, এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি নোবেলজয়ী আছেন। কিন্তু এখন এক ধরণের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র গবেষণায় তাদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে চায় কি না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আখ্যা দেন 'বিশ্ব গবেষণার মূল ইঞ্জিন' হিসেবে। তার ভাষায়, যদি যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হতে শুরু করে, তবে এর বৈশ্বিক প্রভাব ভয়াবহ হবে। বড় ধরনের কাটছাঁট কয়েক বছরের মধ্যেই অপরিবর্তনীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

চীন এগিয়ে আসছে: এলেগ্রেন ও পার্লম্যান সতর্ক করেছেন, ট্রাম্পের নীতি মেধাপাচার বাড়াতে পারে এবং অন্য দেশগুলোর গবেষণায়ও ঢেউ তুলতে পারে। যারা চাকরি বা তহবিল হারাচ্ছেন, ভবিষ্যতে বাজেট ফিরলেও তারা আর গবেষণায় ফিরবেন না। তরুণ প্রজন্মও হয়তো বিজ্ঞান গবেষণায় আসার আগ্রহ হারাবে। এলেগ্রেন বলেন, পুরো একটি প্রজন্মের তরুণ গবেষক হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছেন। তিনি যোগ করেন, এই নীতিগুলো প্রধানত মার্কিন গবেষণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও ইতিমধ্যে ভুগতে শুরু করেছে। খবরবার্তা সংস্থা এএফপি-র।

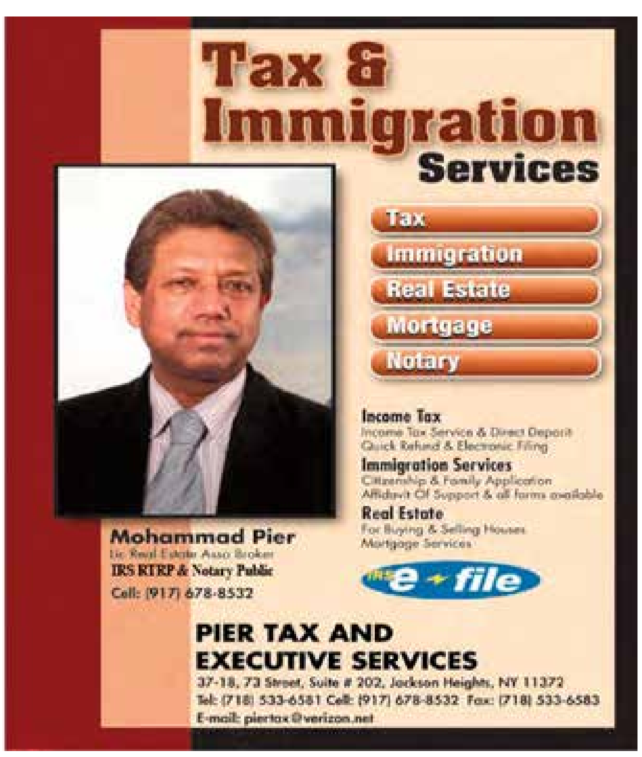

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

১২ পৃষ্ঠার পর

সানায়ে 'পুরুষতান্ত্রিক' বলে পরিচিত। অতীতে জাপানে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য যে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে বা বিল আনা হয়েছে, তার বিরোধিতা করেছেন সানায়ে। তিনি মনে করেন, মেয়েদের সবার আগে ভাল স্ত্রী ও মা হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁর দল এলডিপিরও একই মত। সমকামীদের মধ্যে বিয়ের বিরোধিতা করেন তিনি। মহিলাদের স্বামীর পরিবর্তে বাবার পদবি ব্যবহার করার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, স্বামী-স্ত্রীর আলাদা পদবি জাপানের সংস্কৃতির বিরোধী।

সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস জানাচ্ছে, সানায়ের দল এলডিপিতে মহিলাদের মন্ত্রী বা শীর্ষ পদে তুলনামূলক কমই বসানো হয়। তা ছাড়া সানায়েও দলের পুরুষ শীর্ষনেতাদের প্রতিই বেশি অনুগত। জাপানের মহিলাদের একাংশের উদ্বেগ, এর ফলে তাঁদের অধিকারের লড়াই, উন্নয়ন সংক্রান্ত বিল বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে নিজের পরিচিত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে মহিলাদের হয়েও কথা বলেছেন সানায়ে। নিজের মেনোপজ□র সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন তিনি। মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে পুরুষদের শিক্ষাদান করা নিয়েও সরব হয়েছিলেন তিনি। কট্টরপন্থী এই নেতা অতীতে মেটাল ড্রামার ছিলেন। যৌবনে বাইকে চেপে সফরও করতেন।

এখন সেই সানায়েই জাপানে কড়া অভিবাসন নীতি চালু করার পক্ষে অবম্থান গ্রহণ করেছেন। দেশে সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করার কথাও বলেছেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, জাপানের উন্নয়নের জন্য তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিঞ্জো আবের দেখানো 'রক্ষণশীল' পথেই চলবেন।

ট্রাম্পের ঘোষণার পরেও গাজায়

১২ পৃষ্ঠার পর

করে আনতে পারি। এ নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। এটা শুধু গাজার বিষয় নয়, এটা পশ্চিম এশিয়ায় বহুকাঙ্ক্ষিত শান্তির বিষয়।"

তবে ইজরায়েল গাজায় নতুন করে হামলা চালানোর পর শান্তিপ্রক্রিয়া ভেস্তে যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবে কী ছিল? কিসে কিসে রাজি হল হামাস? এখনও গাজার শান্তির পথে 'কাঁটা' কোন কোন শর্ত

গাজায় শান্তি ফেরাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই তাতে রাজি হয়েছে প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। প্রস্তাবে ইজরায়েলও সম্মত। এখন কেবল ২০ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপেক্ষা। শুক্রবার ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে হামাস যে বিবৃতি জারি করেছে, তাতে কয়েকটি শর্তের কথাও বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাম্পের প্রস্তাবকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা। হামাস জানিয়েছে, বিস্তারিত কথাবার্তার জন্য তারা আলোচনার টেবিলে বসতে প্রস্তুত

কোথায় কোথায় ট্রাম্পের সঙ্গে সহমত

ট্রাম্প বলেছিলেন, ২০ দফা প্রস্তাবে ইজরায়েল প্রকাশ্য সমর্থন জানালে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ইজরায়েলি পণবন্দি ছেড়ে দেবে হামাস। এর পর ইজরায়েলে যে ২৫০ জন প্যালেস্টাইনপন্থী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইজরায়েল যত গাজাবাসীকে গ্রেফতার করেছিল, তাঁদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। হামাস এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজা থেকে সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে (জীবিত এবং মৃত), তবে কিছু প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে। এই 'প্রয়োজনীয় শর্ত' কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি।

১. ট্রাম্পের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইজরায়েল দফায় দফায় সেনা প্রত্যাহার করবে গাজা থেকে। এই সময় বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলবে। ইজরায়েল এই সময় গাজায় কোনও বোমাবর্ষণ বা হামলা চালাবে না। হামাস এই পরিকল্পনার সঙ্গে সহমত। গাজা থেকে ইজরায়েলের বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার চায় তারা। প্রত্যাহারের বিভিন্ন দফা নিয়ে বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি।

২. ট্রাম্প বলেছিলেন, প্যালেস্টাইনিদের গাজা ছেড়ে যেতে হবে না। অবিলম্বে সেখানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে। বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো, বেকারি ও হাসপাতালের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে। ধ্বংসস্তূপ সরানো এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ, রেড ক্রেসেন্ট এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই গঠনমূলক কাজগুলি করবে। হামাস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। গাজা থেকে প্যালেস্টাইনিদের সরিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত বিরোধী তারা।

কোথায় কোথায় মতানৈক্য

১. ট্রাম্পের পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, আপাতত গাজায় একটি অস্থায়ী অরাজনৈতিক সরকার তৈরি হবে। এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন প্যালেস্টাইনি এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের বিশেষজ্ঞরা। যদিও নির্দিষ্ট করে কোনও প্যালেস্টাইনি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষের নাম করা হয়নি। বলা হয়েছে, এই প্যানেলের অন্তর্বতিকালীন তদারকি করবে একটি নতুন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী। ট্রাম্পই তার মাথায় থাকবেন। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও ওই গোষ্ঠীতে থাকবেন। হামাস কিন্তু এই প্রস্তাব পুরোপুরি মানছে না। তারা জানিয়েছে, প্যালেস্টাইনি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ইসলামি এবং আরব দেশগুলি দ্বারা সমর্থিত কোনও স্বাধীন প্যালেস্টাইনপন্থী সংস্থার হাতে তারা গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দেবে।

২. ট্রাম্প বলেছিলেন, গাজার ভবিষ্যৎ পরিচালন পদ্ধতিতে হামাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও যোগ থাকবে না। গাজার 'অসামরিকীকরণ' শুরু হবে। হামাসের এতেও আপত্তি আছে। তারা জানিয়েছে, নিজেদের তারা একটি সম্পূর্ণ প্যালেস্টাইনপন্থী জাতীয় কাঠামো হিসাবে দেখে। 'অসামরিকীকরণ' নিয়ে আপাতত তারা কোনও মন্তব্য করেনি। গাজার প্রশাসনে নিজেদের যোগের কথা তারা উল্লেখ করেছে।

আমি রাজা হলে রাজতন্ত্রকে

১২ পৃষ্ঠার পর

ভবিষ্যতে রাজা হলে যুবরাজ উইলিয়াম কী করবেন।

যুবরাজ বলেন, 'মনে করি এভাবে বলতে পারি যে, আমার করণীয়র তালিকায় রয়েছে পরিবর্তন। ভালোর জন্য পরিবর্তন। এবং আমি সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করি, উপভোগ করি। আমি তাকে ভয় করি না। পরিবর্তন আনতে পারার ভাবনা বরং আমাকে উদ্দীপ্ত করে। বাড়াবাড়ি রকমের চরম কিছু নয়, কিন্তু যা হওয়া দরকার মনে করি, তেমন পরিবর্তন।

লেভিকে উইন্ডসর ক্যাসেল ঘুরে দেখাতে দেখাতে যুবরাজ উইলিয়াম এ কথাগুলো বলেন। একটি ইলেকট্রিক স্কুটারে চেপে প্রিয় অভিনেতার কাছে এসেছিলেন যুবরাজ। বললেন, এই বাহনে চেপেই তিনি প্রাসাদের চৌহদ্দিতে ঘোরাফেরা করেন।

যুবরাজ বলেন, তিনি বরাবর 'আমেরিকান পাই' সিনেমাগুলোর ভক্ত। উচ্ছৃঙ্খল আমোদে ভরপুর বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে তৈরি এই ছবিগুলোতে লেভিকে দেখা যায় এক উৎপীড়িত, ধৈর্যশীল বাবার ভূমিকায়।

প্রাসাদের সবচেয়ে অভিজাত কিছু কামরা ঘোরার সময় যুবরাজ উইলিয়াম তাঁর পারিবারিক ইতিহাস নিয়েও কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, আপনি যদি সতর্ক না হন, তাহলে ইতিহাস আপনার ওপর সত্যিই বোঝার মতো চেপে বসতে পারে, নোঙর হয়ে বেঁধে রাখতে পারে। আপনার দম বন্ধ লাগতে পারে, মনে হতে পারে এর শেকল আপনাকে বেশি আটকে ফেলছে। আর আমি মনে করি, বর্তমানকালে বাঁচাটা জরুরি।'

যুবরাজ উইলিয়াম ঐতিহ্যের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন, রাজতন্ত্রকে প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।

তিনি বলেন, 'কখনো কখনো আপনি ঐতিহ্যের দিকে তাকান এবং ভাবেন, এটা কি আজকের সময়ে খাটে? এটা পালন করা কি এখনকার জন্য সঠিক কাজ? আমরা কি এখনো সেই প্রভাব ফেলতে পারছি, যা আমাদের ফেলতে পারতাম?'

বিবিসিকে লেভি বলেন, উইলিয়ামের এতটা খোলাখুলি কথাবার্তায় তিনি অবাক হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে এটি কেবল আলাপচারিতাই ছিল। এটাকে আমি কোনো স্কুপ বা খাসখবর হিসেবে ভাবছিলাম না।'

দিনশেষে আমেরিকান পাইয়ের এই অভিনেতাকে যুবরাজ বলেন, তিনি এমন একটি পৃথিবী গড়তে চান, যা নিয়ে তাঁর ছেলে গর্ব করতে পারবে।

ট্রাম্পের ভিসা নিয়ন্ত্রণ পাশ কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ

৫ পৃষ্ঠার পর

স্থিতিশীল কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে।ডেলয়েট ইন্ডিয়ার অংশীদার ও জিসিসি খাতের নেতা রোহান লোবো বলেন, 'জিসিসিগুলো এ সময়ের জন্য একেবারে উপযুক্ত। এগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনের মতো।' রোহান জানান, তিনি এমন কয়েকটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের কথা জানেন, যেগুলো তাদের জনশক্তির চাহিদা পুনর্মূল্যায়ন করছে। রোহান আরও বলেন, (মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ভারতে সরিয়ে নেওয়ার) পরিকল্পনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আর্থিক সেবা ও প্রযুক্তি খাতে আরও বড় পরিসরে তৎপরতা শুরুর দিকেই ইঙ্গিত করেন তিনি। বিশেষ করে ফেডারেল চুক্তিসংশ্লিষ্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে জিসিসিগুলো আরও কৌশলগত ও উদ্ভাবননির্ভর দায়িত্ব নেবে।

এ মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন এইচ-১বি ভিসার আবেদন ফি ২ হাজার থেকে ৫ হাজার ডলারের পরিবর্তে ১ লাখ ডলার করেছেন। এতে দক্ষ বিদেশি কর্মীর ওপর নির্ভরশীল মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাপ বেড়েছে।

গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সিনেটররা আবারও একটি বিল উত্থাপন করেছেন; যেখানে এইচ-১বি ও এল-১ কর্মী ভিসা কর্মসূচির নিয়ম আরও কঠোর করার প্রস্তাব রয়েছে। তাঁরা বলছেন, বড় নিয়োগকর্তারা বিদ্যমান ভিসা নিয়মকানুনের ফাঁকফোকরের সুযোগের অপব্যবহার করছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ট্রাম্পের ভিসানিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ যদি বহাল থাকে, তবে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পণ্যের উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা ও বিশ্লেষণসংক্রান্ত উচ্চমূল্যের কাজ ভারতের জিসিসিতে সরিয়ে নেবে। এতে বাইরের প্রতিষ্ঠানের কাছে কাজ আউটসোর্স করার পরিবর্তে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে। সাম্প্রতিক নানা পরিবর্তনে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান উচ্চমূল্যের কাজ জিসিসিতে সরিয়ে নেওয়ার আলোচনা ত্বরান্বিত করেছে। এএনএসআরের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ললিত আহুজা বলেন, 'এখন জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।' এ পরিস্থিতি ফেডএক্স, ব্রিস্টল-মায়ার্স স্কুইব, টার্গেট ও লোয়েসকে নিজস্ব জিসিসি গড়তে সহায়তা করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বৃহৎ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যাপল ও গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট, ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংক জেপি মরগান চেজ ও খুচরা বিক্রেতা ওয়ালমার্ট এইচ-১বি ভিসার শীর্ষ পৃষ্ঠপোষক। সব প্রতিষ্ঠানেরই ভারতে বড় ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। তবে বিষয়টি (তাদের পরিকল্পনা) রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হওয়ায় মন্তব্য করতে তারা রাজি হয়নি।

ভারতের একটি খুচরা জিসিসির প্রধান বলেন, 'অতিরিক্ত ভূমিকা (মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর বাড়তি কাজ) হয় ভারতে সরবে, না হলে মেক্সিকো বা কলম্বিয়ায় সরবে। কানাডাও এ সুযোগ নিতে পারে।'

ট্রাম্পের নতুন ১ লাখ ডলার ভিসা ফি বসানোর আগে অনুমান করা হয়েছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ২ হাজার ২০০এর বেশি প্রতিষ্ঠানের জিসিসি থাকবে, যার বাজারমূল্য হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) ডলার। ললিত আহুজা বলেন, 'এ ''সোনার খনি খোঁজা'' শুধু আরও দ্রুততরই হবে।'

১ম মানব হিসেবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ক্লাবে ইলন

৫ পৃষ্ঠার পর

টেসলায় তার ১২ শতাংশের বেশি শেয়ারের সঙ্গে যুক্ত। এ বছর কোম্পানির শেয়ার ইতোমধ্যে ২০ শতাংশের এর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বুধবার লেনদেন শেষে আরও ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনীতি থেকে আবারও ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পেয়েছেন।

টেসলা, স্পেস এক্স ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক মার্কিন সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সিতে থাকাকালীন সময়ে রাজনীতিতে অনেক বেশি জড়িয়ে যান। টেসলা বোর্ডের চেয়ার রবিন ডেনহোলম সেপ্টেম্বর মাসে জানান, মাস্ক এখন টেসলার 'ফ্রন্ট অ্যান্ড সেন্টার'-এ রয়েছেন। কোম্পানির বোর্ড আরও জানায়, মাস্ক আগামী এক দশকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে তিনি এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ অর্জন করতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দিতে প্রবাসীদের

৫০ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রেও এই পরিচয়পত্র সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন ডিসি এবং মায়ামিসহ অন্যান্য বাংলাদেশি অফিসগুলোতেও

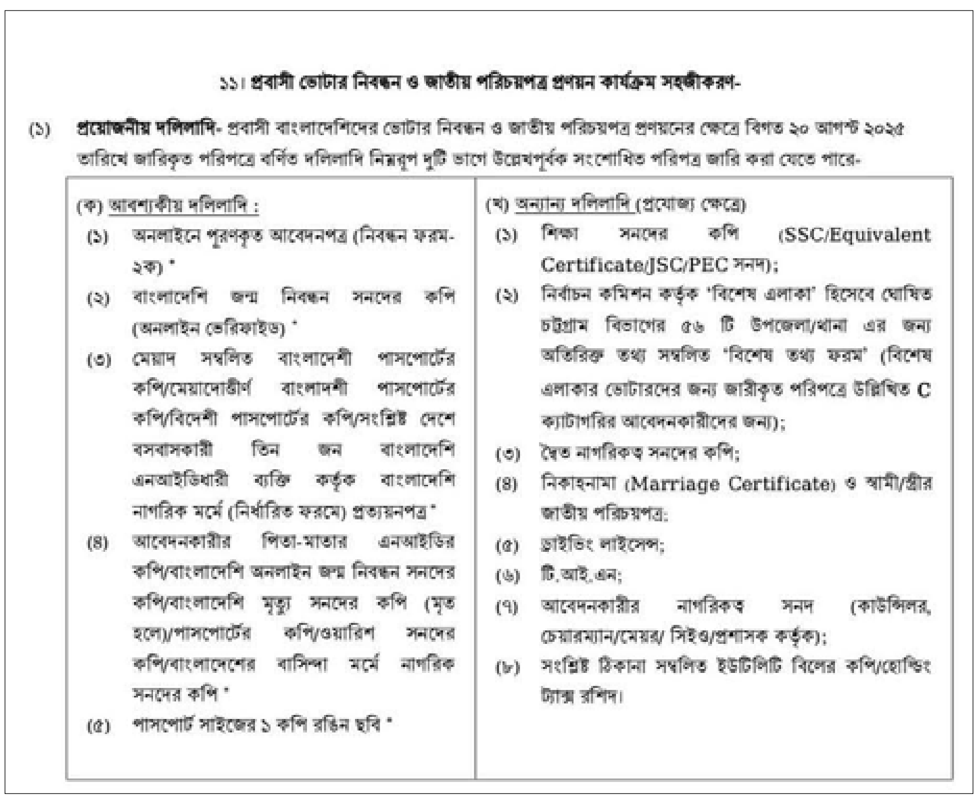

১১। প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম সহজীকরণ-

(১) **প্রয়োজনীয় দলিলাদি-** প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রে বর্ণিত দলিলাদি নিম্নরূপ দুটি ভাগে উল্লেখপূর্বক সংশোধিত পরিপত্র জারি করা যেতে পারে-

(ক) আবশ্যকীয় দলিলাদি :	(খ) অন্যান্য দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(১) অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (নিবন্ধন ফরম-২ক) *	(১) শিক্ষা সনদের কপি (SSC/Equivalent Certificate/JSC/PEC সনদ);
(২) বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি (অনলাইন ভেরিফাইড) *	(২) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'বিশেষ এলাকা' হিসেবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৬ টি উপজেলা/থানা এর জন্য অতিরিক্ত তথ্য সম্বলিত 'বিশেষ তথ্য ফরম' (বিশেষ এলাকার ভোটারদের জন্য জারীকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত C ক্যাটাগরির আবেদনকারীদের জন্য);
(৩) মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশী পাসপোর্টের কপি/মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদশী পাসপোর্টের কপি/বিদেশী পাসপোর্টের কপি/সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী তিন জন বাংলাদেশি এনআইডিধারী ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক মর্মে (নির্ধারিত ফরমে) প্রত্যয়নপত্র *	(৩) দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের কপি;
(৪) আবেদনকারীর পিতা-মাতার এনআইডির কপি/বাংলাদেশি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি/বাংলাদেশি মৃত্যু সনদের কপি (মৃত হলে)/পাসপোর্টের কপি/ওয়ারিশ সনদের কপি/বাংলাদেশের বাসিন্দা মর্মে নাগরিক সনদের কপি *	(৪) নিকাহনামা (Marriage Certificate) ও স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র;
(৫) পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি রঙিন ছবি *	(৫) ড্রাইভিং লাইসেন্স;
	(৬) টি.আই.এন;
	(৭) আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ (কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান/মেয়র/ সিইও/প্রশাসক কর্তৃক);
	(৮) সংশ্লিষ্ট ঠিকানা সম্বলিত ইউটিলিটি বিলের কপি/হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ।

পর্যায়ক্রমে এই সেবা চালু করার প্রস্তুতি চলছে।

কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে বলেন, এই সেবা প্রদানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং কমিউনিটির নেতাদের প্রতি নতুন সেবা সম্পর্কে প্রবাসীদের অবহিত করার আহ্বান জানান।

প্রবাসীরা এখন অনলাইন পোর্টালের (https://services.nidw.gov.bd) মাধ্যমে আবেদন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। এনআইডি কার্যক্রম শুরুর ফলে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও সন্তুষ্টি দেখা গেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নে এ উদ্যোগকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, সরকার দক্ষতার সঙ্গে প্রবাসীদের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

এদিকে এনআইডি কার্যক্রম শুরু হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গেছে। অনেকেই একে দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন হিসেবে উল্লেখ করে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

মার্কিন শুল্ক, নির্বাচন ব্যয় ও ব্যাংকখাত সংকটে ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার জানালো এডিবি

৪১ পৃষ্ঠার পর

করেছে, "সাম্প্রতিক সময়ের কঠোর মুদ্রানীতি সত্ত্বেও, উচ্চ নির্বাচনকালীন ব্যয় এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা ড় মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে চাপ বাড়াতে পারে এবং গভর্ন্যান্সের সংস্কার দুর্বল করতে পারে।চ

প্রতিবেদন আরও বলা হয়, "২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচন এবং আর্থিক খাতে চলমান সংস্কারের কারণে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়তে পারে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের গড় শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছাবে। পোশাক খাতে শুল্ক ১৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৬.৮ শতাংশে, আর কিছু পণ্যেড়যেমন কৃত্রিম ফাইবার সোয়েটারড়শুল্ক হবে ৫২ শতাংশ। এর প্রভাব পড়বে বিশেষ করে, পোশাকখাতে কর্মসংস্থান হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিকের ওপর। যদিও এই শুল্ক ভারত বা চীনের ওপর আরোপিত শুল্কের চেয়ে তুলনামূলক কম, তবুও এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে এডিবি উল্লেখ করেছে।

উন্নয়ন সহযোগীটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাজারেও বাড়তি প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে হয় দাম কমাতে হবে, নয়তো বাজার হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে।

এ ঝুঁকি সামাল দিতে এডিবি সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশকে রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্যময় করতে হবে, নতুন বাণিজ্য চুক্তির পথ খুঁজতে হবে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সৈয়দ এম রেজা স্মরণে চট্টগ্রাম সমিতির শোকসভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় ব্রকলিনস্থ 'চট্টগ্রাম ভবন' এ চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত সমিতির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, প্রতিষ্ঠানটির আজীবন সদস্য, ব্রুকলিন তথা নিউইয়র্ক এর একজন গুণীজন সৈয়দ এম রেজা স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরী কমিটির সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের এর সভাপতিত্বে শোকসভাটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। সৈয়দ এম রেজার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ এবং বিশেষ মোনাজাত করা

হয়। মিলাদ এবং মোনাজাতের পরপরই চট্টগ্রামবাসীর উপস্থিতিতে স্মরণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, সাবেক দুইবারের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক কো-চেয়ারম্যান জনাব শামসুল আলম চৌধুরী, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের মিয়া , সাবেক সাধারণ সম্পাদক , মুনির আহমেদ ,মোর্শেদ রিজভী চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম, কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য কামাল হোসেন মিঠু, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য আবুল কাসেম চট্টলা,সংগঠক হেলাল মাহমুদ,সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, আইটি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর, মিরাসসরাই সমিতির মোহাম্মদ কাওসার, সীতাকুন্ডু সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক, সন্দীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাজী জাফর উল্লাহ, এডভোকেট আবদুল হামিদ, বর্তমান কার্যকরী কমিটির পক্ষে মোহাম্মদ আজিজ সোহেল, মোহাম্মদ ইছা, কলিমুল্লাহ মাস্টার প্রমুখ

এছাড়া মাহফিলে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের বর্তমান এবং সাবেক কর্মকর্তা ও শুভানূধ্যায়ী গুণীজন।

আলোচকবৃন্দ মরহুমের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ।অত্যন্ত সাধাসিধে জীবনযাপন করা সৈয়দ এম রেজা সকলেরই প্রিয়ভাজন ছিলেন। চট্টগ্রামপ্রেমী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন , চট্টগ্রামবাসীর কল্যানে এই প্রবাসে দীর্ঘ ৩২ বছরের বেশি সময় কাজ করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিন সন্তানের জনক এবং তাঁর সন্তানেরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। পেশাগত জীবনে হংকং সাংহাই ব্যাংকের কর্পোরেট বিভাগে কাজ করেছিলেন।

সবশেষে উপস্থিত সবাইকে রাতের খাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র

৮ পৃষ্ঠার পর

মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানকে অস্বীকার করেছেন। অতএব আপনি একটি অবৈধ সরকার। আইন কাকে বলে এটা যেন আপনি বোঝেন। গ্রামীণ ব্যাংক চালানো আর রাষ্ট্র চালানো এক জিনিস না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই যে কথ াগুলো বলছি তার উত্তর দিতে হবে।'

প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে ফরহাদ মজহার আরও বলেন, 'আপনি কিছু তরুণকে মন্ত্রণালয়ে নিয়েছেন। আমি অভিনন্দন জানাই। ভালো কথা। তাহলে মন্ত্রণালয় তো তারা চালাতে পারে নাই। তরুণদের আপনি নষ্ট করেছেন, তাদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়েছে। কারণ আমলাদের রেখে দিয়েছেন ওই জায়গায়। শেখ হাসিনার সেই আমলাতন্ত্র ওখানে রয়েছে।'

মানব পাচার প্রতিরোধে অগ্রগতি

৫ পৃষ্ঠার পর

তালিকায় দ্বিতীয় স্তরে স্থান ধরে রেখেছে দেশটি।

ভুক্তভোগী শনাক্ত ও সুরক্ষা উদ্যোগ

সরকার ২০২৪ সালে ১ হাজার ৪৬২ জন পাচারের শিকারকে শনাক্ত করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। এর মধ্যে ১৪৪ জন যৌন পাচার, ২৮৫ জন জোরপূর্বক শ্রম এবং বাকি ১ হাজার ৩৩ জন বিভিন্নভাবে শিকার হয়েছেন। ভুক্তভোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে।

প্রতিবেদনে সরকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয়েছে। পুলিশ, অভিবাসন কর্মকর্তা ও শ্রম পরিদর্শকদের ভুক্তভোগী শনাক্ত ও সেবা প্রদানে দক্ষ করে তুলতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে 'ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম' গ্রহণকেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আইন প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক মানব পাচার নেটওয়ার্ক ভাঙতে বাংলাদেশ ইন্টারপোল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কাজ করছে। সিআইডি, পিবিআই ও সিটিটিসির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় মানব পাচার বিরোধী কর্তৃপক্ষ শক্তভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

এ বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৬২১ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দিয়েছে পাচার প্রতিরোধ ও সচেতনতা কর্মসূচির জন্য। একইসঙ্গে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) বাস্তবায়নও অব্যাহত রয়েছে।

অভিবাসী সুরক্ষায় পদক্ষেপ

অভিবাসীদের নিরাপত্তায় দ্বিপাক্ষিক শ্রম চুক্তি জোরদার করা হয়েছে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ব্রুনাইয়ের সঙ্গে। নিয়োগকর্তা প্রদত্ত নিয়োগ মডেল চালু হওয়ায় বিদেশগামী কর্মীরা অতিরিক্ত ফি থেকে সুরক্ষা পাচ্ছেন। বিদেশে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য ১০৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করছে, এর মধ্যে নারী গৃহকর্মীদের জন্য বিশেষ ৩০ দিনের কোর্স রয়েছে।

প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

টিআইপি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে চলমান সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান প্রমাণ করে, বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা শক্তিশালী করা, অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পাচারের শিকারদের ন্যায়বিচার দেওয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যের ওপর দোষ চাপানো

৯ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অভিযোগকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' দাবি করে তিনি বলেন, 'আমরা এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার আইন ও শাসন বজায় রাখতে পারছে না। আর এ সরকারের একটি অভ্যাস আছে তাদের ব্যর্থতার দায় অন্যদিকে সরিয়ে দেয়।'

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'তাদের জন্য ভালো হবে, যদি তারা আত্মানুসন্ধান করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর স্থানীয় উগ্রবাদীদের সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও ভূমি দখলের কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে।'

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে 'জুম্ম ছাত্রজনতা'। এই অবরোধ চলাকালে রোববার খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায় সংঘর্ষে তিনজন মারা যান। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর এক মেজরসহ ১৩ সেনাসদস্য, গুইমারা থানার ওসিসহ তিন পুলিশ সদস্য এবং স্থানীয়দের অনেকে আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নে খাগড়াছড়িতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে 'ভারতের ইন্ধন' থাকার অভিযোগ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। খবর দ্য ট্রিবিউনের

যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে ইতিহাস গড়তে

৫০ পৃষ্ঠার পর

হলে তিনিই হবেন বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রথম নারী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মার্কিন সিনেটর। নিজের ফান্ডরাইজিং পেজে তিনি স্লোগান সংযুক্ত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'আসুন জনগণের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং এমন একটি ভবিষ্যত গড়ে তুলি, যা আমাদের সবার জন্য কাজ করবে। একসঙ্গে আমরা নিউ হ্যাম্পশায়ারকে সামনে এগিয়ে নেবো।'

উল্লেখ্য, কারিশমা মানজুর একজন মেডিকেল সায়েন্টিস্ট এবং অলাভজনক নেতা। জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল চিকিৎসায় তিনি কাজ করেছেন কমপক্ষে ২০ বছর। কিন্তু যখন তিনি দেখেছেন লাখ লাখ মানুষ বাঁচার জন্য লড়াই করছে, তখন তিনি সমস্যার আরো গভীরে দৃষ্টি দিয়েছেন। মানুষের এই লড়াই আকস্মিক নয়। এর কারণ, আইণ প্রণেতারা সম্পদশালী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সেবা করেন। অন্যদিকে এত্ত এত্ত মার্কিনি বেতনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। এটা শুধু অন্যায়ই নয়, এটা আমেরিকানসুলভ নয়। এই ধারা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। এ জন্যই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট নির্বাচন করছেন। তিনি মার্কিন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে, জনস্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে এবং মেডিকেল গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রকে সবার সামনে এগিয়ে রাখতে বৈজ্ঞানিক নেতৃত্ব দেবেন।

ব্রেইন ড্রেইন' এর কবলে যুক্তরাষ্ট্র,

৫০ পৃষ্ঠার পর

ঠিক তার উল্টো চিত্র। যেখানে বেসরকারি খাতের কর্মীরা চাকরি আঁকড়ে ধরে আছেন, সেখানে হাজার হাজার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী স্বেচ্ছায় দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের দেওয়া 'বিলম্বিত পদত্যাগ কর্মসূচি' (ডিআরপি) গ্রহণ করে আজ মঙ্গলবারই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি ছাড়ছেন প্রায় ১ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী।

গত প্রায় ৮০ বছরের মধ্যে এক বছরে এত বিপুলসংখ্যক সরকারি কর্মীর একসঙ্গে বিদায় নেওয়ার ঘটনা আর ঘটেনি। এর ফলে প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার এক মারাত্মক সংকট তৈরি হতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সরকারের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা 'অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট' (ওপিএম) জানিয়েছে, সব মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ ৫৪ হাজার কর্মী এই প্যাকেজ গ্রহণ করেছেন, যাদের বাকিরা এ বছরের শেষ নাগাদ বিদায় নেবেন।

ওপিএমের দাবি, এই বিশাল কর্মী সংকোচনের ফলে দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় কমে বছরে প্রায় ২ হাজার ৮০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে। যদিও গত জুলাই মাসে সিনেটের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল, প্রায় ২ লাখ কর্মীকে আট মাস পর্যন্ত সবেতন ছুটিতে রাখতে এই কর্মসূচিতে সরকারের খরচই হবে প্রায় ১ হাজার ৪৮০ কোটি ডলার।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের আকার ছোট করার ওপর জোর দিয়ে আসছেন। টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের নেতৃত্বে তিনি 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি' (ডোজ) নামে একটি নতুন বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগ প্রথমে সরকারি কাজে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের অপচয়, জালিয়াতি ও দুর্নীতি নির্মূলের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে মাস্ক নিজেই সেই লক্ষ্য কমিয়ে ১৫০ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ২০ লাখ সরকারি কর্মীর কাছে 'অ্যা ফর্ক ইন দ্য রোড' শিরোনামে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়। মাস্কের এই শিরোনামটি কুখ্যাত, কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার (বর্তমান এক্স) অধিগ্রহণের পরও তিনি কর্মীদের কাছে একই শিরোনামে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সরকারি কর্মীদের পাঠানো ওই বার্তায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন নিয়ে পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর পরপরই হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার পর কার্যত ইউএসএআইডির সব কর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

সব মিলিয়ে ছাঁটাই, প্রবেশনারি কর্মীদের বিদায় এবং পদত্যাগ কর্মসূচি গ্রহণকারীদের নিয়ে এ বছরের শেষ নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ কমবে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক বছরে সবচেয়ে বড় কর্মী হ্রাসের ঘটনা।

মেধা সংকটের হুঁশিয়ারি

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোর্ড স্কুল অব পাবলিক পলিসির অধ্যাপক ডন ময়নিহান বলেন, এত বিপুলসংখ্যক অভিজ্ঞ সরকারি কর্মীর বিদায়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব হবে মেধা শূন্যতা তৈরি হওয়া।

তিনি মনে করেন, প্রতিভার এই ক্ষতি সহজে পূরণ হওয়ার নয়। ময়নিহান বলেন, 'এই কর্মীরা যেসব সরকারি কর্মসূচি চালাতেন, সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে বছরের পর বছর সময় লাগে। এখন সেই জ্ঞানের ভান্ডার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

এক ডজনের বেশি বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মী এবং ইউনিয়ন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার এই ঘাটতির কারণে অনেক সরকারি সংস্থার পক্ষেই এখন তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানো এবং জনগণকে সেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

আবহাওয়া পূর্বাভাস, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও মহাকাশ প্রকল্পের মতো সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা থেকে প্রায় ২০০ জন কর্মী স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সুবিধা নিয়েছেন, যার ফলে অভিজ্ঞ আবহাওয়াবিদ ও কারিগরি কর্মীর সংকট তৈরি হয়েছে। সংস্থাটির এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশনের পরিচালক টম ফাহি বলেন, 'এর কারণে দেশজুড়ে দপ্তরগুলোতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।'

নাসা থেকে স্বাস্থ্য খাত, সর্বত্রই প্রভাব

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার প্রায় ৪ হাজার কর্মী চাকরি ছেড়েছেন। নাসার কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ম্যাট বিগস বলেন, 'সংস্থাটি বিশ্বের সেরা কিছু প্রকৌশলী ও মহাকাশ বিজ্ঞানীকে হারাচ্ছে, কিন্তু তাদের জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।'

যদিও নাসার মুখপাত্র শেরিল ওয়ার্নারের দাবি, সংস্থাটি উদ্ভাবন ও গবেষণার এক 'সুবর্ণ যুগে' প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

একই চিত্র কৃষি বিভাগেও। এর অধীনস্থ 'এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিস' (এআরএস) থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ কর্মী চাকরি ছেড়েছেন, যা সংস্থাটির মোট জনবলের ১৭ শতাংশ। তাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি শস্যের গুদামে ছত্রাকের বিষাক্ত উপাদান দ্রুত শনাক্ত করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার বিদায়ের ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এগিয়ে নেওয়ার মতো আর কেউ নেই। এর প্রভাব পড়েছে সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এবং ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) মতো স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর ওপরও।

উইন রোজারিও হত্যায় নিউইয়র্ক

৫০ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে প্রত্যেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চারটি করে অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সিসিআরবি খুব কম ক্ষেত্রেই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে। ২০১৯ সালে বডি-ক্যামেরা চালুর পর থেকে কিছু বাড়লেও, এখনো কেবল ২০ শতাংশ মামলাতেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়। উইনের পিতা ফ্রান্সিস রোজারিও বলেন, আমরা স্বস্তি পাচ্ছি যে বোর্ড অভিযোগগুলো প্রমাণ করেছে এবং কমিশনার টিশ আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠন করেছেন। তবে আমরা জানি পুলিশকে রক্ষা করতে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নানা কৌশল খাটায়। তাই আমাদের লড়াই এখনো শেষ হয়নি। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন এই কর্মকর্তারা চাকরি হারান এবং আর কোনো পরিবারের জন্য হুমকি না হন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ দুপুর ২টার দিকে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন উইন রোজারিও। তিনি নিজেই ৯১১-এ ফোন করে সাহায্য চান। পুলিশ উপস্থিত হলে তার ভাই উৎস দরজা খুলে বলে, উইন 'একটি মানসিক এপিসোড'-এর মধ্যে আছেন। পুলিশ ভেতরে ঢুকতেই উইন আতঙ্কিত হয়ে রান্নাঘর থেকে কাঁচি তুলে নেন। এক কর্মকর্তা টেজার ব্যবহার করলে উইন মাটিতে পড়ে যান এবং তার মা আভা কস্তা কাঁচিটি সরিয়ে নেন। কিন্তু পরে উইন আবার কাঁচি হাতে নিলে, মা তাকে আটকে রাখেন। পুলিশ তখন গুলি চালায়। প্রথম গুলির পরও উইন তেমন নড়াচড়া না করলেও, তাকে আরও চারবার গুলি করা হয়। ঘটনাটি ঘটে পুলিশের প্রবেশের মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে।

এই মামলা চালু করতে পরিবারের পাশে ছিলেন বিভিন্ন কর্মী ও সংগঠন। তারা সিটি হলে বিক্ষোভ করেন, শুনানিতে বক্তব্য দেন এবং মামলাকে আলোচনায় রাখেন। কর্মী কাজি ফউজিয়া, সংগঠন ডেসিস রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিং (ডিআরইউএম) -এর পরিচালক বলেন, আমরা কখনোই দক্ষিণ এশীয়দের এভাবে সংগঠিত হয়ে ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামতে দেখিনি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নিয়মিত সংগঠিত আন্দোলনের কারণে। বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশি বসবাস করেন। তাদের এক-তৃতীয়াংশ নিউইয়র্ক সিটিতে। বিশেষ করে কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলিনের কেনসিংটন, ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ও ম্যানহাটনের কিছু এলাকায়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরি- যেমন পুলিশে যোগ দেওয়া প্রায়শই স্থিতিশীল জীবিকার পথ হিসেবে দেখা হয়।

ওমরাহ নিয়মে কড়াকড়ি, মানতে

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন থেকে ভিসা আবেদন থেকে শুরু করে হোটেল, পরিবহন সবকিছুই সরকারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করতে হবে। এমন বেশ কিছু শর্ত মানতে হবে ওমরাহ করতে ইচ্ছুক মুসল্লিদের।

১. ভিসার সময় হোটেল বুকিং বাধ্যতামূলক : এখন থেকে ভিসার আবেদন করার সময়ই হোটেল বুক করতে হবে। অনুমোদিত হোটেল মাসার সিস্টেম বা নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে বেছে নিতে হবে।

আরব আমিরাত ভিত্তিক আসা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী কায়সার মাহমুদ বলেন, 'হোটেল ও পরিবহণ ব্যবস্থা সৌদি আরবের 'মাসার' নামক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। এমনকি ট্যাক্সিও পোর্টালের মাধ্যমে বুক করতে হয়, যাতে শুধু অনুমোদিত পরিষেবা ব্যবহার করা যায়।'

২. আত্মীয়ের বাসায় থাকলে সৌদি আইডি লাগবে : পরিবার বা আত্মীয়ের বাসায় থাকার ক্ষেত্রে হোস্টের ইউনিফাইড সৌদি আইডি ভিসার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সময় পরিবর্তন বা সফর পিছালেও একই আইডি সিস্টেমে হালনাগাদ করতে হবে।

৩. পর্যটক ভিসায় ওমরাহ নয় : এখন থেকে পর্যটক ভিসায় ওমরাহ পালন সম্ভব নয়। যারা চেষ্টা করবেন, তাদের থামিয়ে দেয়া হতে পারে এবং মদিনার রিয়াজুল জান্নাতেও প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

৪. ওমরাহ ভিসা বাধ্যতামূলক : বাধ্যতামূলক ওমরাহ ভিসা সকল হজযাত্রীদের নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটি ডেডিকেটেড ওমরাহ ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে, হয় ই-ভিসা হিসেবে অথবা অনুমোদিত অপারেটরদের মাধ্যমে প্যাকেজ বুকিং করে।

৫. কঠোর ভ্রমণসূচি নিয়ম : ভিসার সঙ্গে সফরসূচি জমা দিতে হবে, যা পরে পরিবর্তন বা স্থগিত করা যাবে না। নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান করলে জরিমানা দিতে হবে।

মাহমুদ বলেন,'আপনি যদি অনুমোদিত পরিকল্পনার বাইরে আপনার অবস্থান বাড়াতে চান, তাহলে তা করা যাবে না। যদি ফেরার যাত্রা স্থগিত করা হয়, তাহলে এজেন্টদের ব্যক্তি প্রতি ৭৫০ রিয়াল থেকে শুরু করে জরিমানা করা হয় এবং এমনকি সিস্টেম ব্লকেজের সম্মুখীন হতে পারে।'

৬. কিছু দেশের জন্য ভিসা অন অ্যারাইভাল : যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা শেনজেন দেশগুলোর ভিসাধারীরা শর্তসাপেক্ষে ভিসা অন অ্যারাইভাল পাবেন। শর্ত হলো, আগে এসব দেশে অন্তত একবার ভ্রমণ করতে হবে এবং এবং ভিসার মেয়াদ এক বছর হতে হবে।

৭. বিমানবন্দরে বুকিং যাচাই : আগমনের পর বিমানবন্দরে কর্তৃপক্ষ নুসুক বা মাসার সিস্টেমে থাকা হোটেল ও পরিবহন বুকিং যাচাই করবে। কোনো কিছু অনুপস্থিত থাকলে জরিমানা বা ভ্রমণে বাধা দেয়া হতে পারে।

৮. অনুমোদিত ট্যাক্সি ও পরিবহণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক : পথচারী ট্যাক্সি বা যে কোনো গাড়ি নেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে অনুমোদিত ট্যাক্সি, বাস বা ট্রেন ব্যবহার করতে হবে।

৯. হারামাইন ট্রেনের নির্দিষ্ট সময় : হারামাইন এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ৯টার পর আর চলে না। তাই এ সময়ের পর আসলে আগে থেকেই অনুমোদিত পরিবহন বুক করতে হবে। অন্যথায় হজযাত্রীরা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

১০. নিয়ম ভাঙলে কড়া জরিমানা : যে কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ভারি জরিমানা রয়েছে। নিয়ম ভঙ্গের জন্য কর্তৃপক্ষ হজযাত্রী এবং এজেন্ট উভয়ের উপরই বড় ধরনের জরিমানা আরোপ করতে পারে।

মেয়র নির্বাচনে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নেতার সমর্থন এন্ড্রু কুমোর প্রতি, জ্যাকসন হাইটসে কুমো

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে প্রগতিশীল প্রার্থী জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কুইন্সের প্রখ্যাত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নেতা ফাহাদ সোলায়মান, যিনি জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, সম্প্রতি মামদানির পক্ষে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন।

সোলায়মান অভিযোগ করেছেন, মামদানির যৌনকর্ম বৈধকরণের অবস্থান মানব পাচারকে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, “যৌনকর্মকে বৈধতা দেওয়া মানে মানব পাচারকে বৈধতা দেওয়া।” তিনি আরও উল্লেখ করেন, “রুজভেল্ট অ্যাভিনিউতে সন্ধ্যার পর গেলে আপনি দেখবেন, সেখানে অনেক যৌনকর্মী দাঁড়িয়ে আছেন।”

সমর্থন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো’র পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছেন। কুমো বর্তমানে স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদিকে

মামদানি, যিনি একজন মুসলিম ও বর্তমানে নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীর সদস্য, যৌনকর্ম বৈধকরণের পক্ষে আইন প্রণয়নে সহায়তা করেছেন। তিনি বলেন, “এটি ন্যায়বিচারের বিষয়।” তবে তার এই অবস্থান নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, যেখানে যৌনকর্মকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখা হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া:

স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই এই অবস্থানকে অগ্রহণযোগ্য মনে করছেন। একাধিক ব্যবসায়ী এবং সমাজকর্মী জানিয়েছেন, তারা সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও নৈতিক মান বজায় রাখতে এমন ধরনের নীতিগত অবস্থানের বিরুদ্ধে। একই সময়ে, কিছু প্রগতিশীল ভোটার এই পদক্ষেপকে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার হিসেবে দেখছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ:

অ্যান্ড্রু কুমো তার নির্বাচনী প্রচারণায় এই ইস্যুকে সামনে তুলে ধরেছেন, যদিও সাম্প্রতিক জরিপে মামদানি তার চেয়ে ২০ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, ফাহাদ সোলায়মানের মতো নেতাদের অবস্থান পরিবর্তন নিউ ইয়র্ক সিটির মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

ভবিষ্যতের প্রভাব:

নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এই বিতর্ক মামদানির প্রচারণার গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে, বাংলাদেশি এবং দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির মধ্যে সমর্থন ভাগ হয়ে যেতে পারে।

জ্যাকসন হাইটসে কুমো

এদিকে আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী এন্ড্রু কমো গত ৩রা অক্টোবর শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসবে জ্যাকসন হাইটসে আসেন। এসময় তাঁর সাথে ছিলেন ফাহাদ সোলায়মান, ডেমোক্রাটিক ডিষ্ট্রিক্ট লীডার ড. দিলীপ নাথ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অফ ট্রাষ্টির সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ পিয়ার, ইমাম কাজী কাইয়ুম প্রমুখ । তিনি ৭৩ ষ্ট্রীটে অবস্থিত মসজিদ আবু হুরায়রাতে জুমার নামাজের মুসল্লীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন। সকল ছবি শাহ জে চৌধুরীর ফেসবুক পেজ থেকে

হিলসাইড এভিনিউ পরিচ্ছন্ন রাখতে সিটি অফিসিয়ালদের সাথে ফ্রেন্ডস সোসাইটির মতবিনিময়

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বরো এবং সিটি প্রশাসনের অফিসিয়ালদের সাথে মতবিনিময় করেছেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তারা। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থানীয় এটি রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বুরো প্রেসিডেন্ট অফিস ছাড়াও সিটির এমটিএ, সানিটেশন, হেলথ প্রভৃতি বিভাগের প্রতিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সভায় বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ড উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিশেষ জরুরী কাজে আটকা পড়ায় তিনি সভায যোগ দিতে না পারলেও তার প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন।

সভা শুরুর অগে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তারা সিটি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে হিলসাইড এভিনিউর ব্যস্ত এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে হিলসাইড এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা

করেন। এসময় তারা এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও নোট ডাউন করেন এবং পরবর্তীতে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস দেন।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, স্থানীয় বোর্ড মেম্বার ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট অফিসের প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, কুইন্স ইস্ট বরোর ডেপুটি চীফ জেমস জোরিচ, ডিএসএনওয়াই'র পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এর প্রতিনিধি অ্যান্থনিও হোয়াইটার, কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার ম্যারি অ্যাডাম-ওভিড প্রমুখ কর্মকর্তা সভায় অংশ নেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে ফরুলর ইসলাম দেলোয়ার হিলসাইড এভিনিউর বিভিন্ন সমস্যার কতা তুলে ধরে বলেন জ্যামাইকায় বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির মানুষের বসবাস বেড়ে যাওয়ায় হিলসাই এভিনিউ বিশেষ করে সাতফির বুলেভার্ড থেকে শুরু করে ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ-তে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আর লোক সমাগমের কারণে এলকটি অপরিচ্ছন্ন, যানজট প্রভৃতি সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। যেহেতে এলাকাসীসহ ব্যবসায়ীগণ ট্যাক্স দিচ্ছেন সেই হেতু সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রশাসনের আরো সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি জনসচেতনার উপরও গুরুত্বারোপ করেন এবং এজন্য ফ্রেন্ডস সোসাইটি কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে বলে জানান।

অপরদিকে সভায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সেক্রেটারী আফতাব মান্নান ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ছাড়াও ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, আমিনুল ইসলাম চুন্নু ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কারুল ইসলাম সনি, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, কার্যকরী সদস্য ইফফাত ইয়াসমীন রিমা সাবেক কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম, এএসএম সোলায়মান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বেলাল আহমেদ, রাজু ল'র ফিরোজ কবীর এবং সিটির আগামী নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৭৫ থেকে অ্যাসেম্বলী সদস্য পদপ্রর্থী মাহতাব খান সহ এলাকাবাসীদের মধ্যে মোহাম্মদ ইসলাম, এম ডি এম বেগ, এ হান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

সাড়ে তিনশ চাকরি প্রত্যাশীর অংশ গ্রহণে শেষ হলো এনবিসিএস এর কর্মশালা

পরিচয় ডেস্ক : গত২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার বেলা এগারোটা থেকে অপরাহ্ন একটা পর্যন্ত জ্যামাইকার কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি অভ্যন্তরে, সাড়ে তিনশ চাকরি প্রত্যাশীর অংশ গ্রহণে শেষ হলো নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস সোসাইটি: এনবিসিএস এর চাকরির তথ্য ও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা বিষয়ক কর্মশালা।

কর্মশালারা আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ ভূঁইয়া ও সহ- আহ্বায়ক ছিলেন সেলিনা শারমিন। রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব পালন করেছে আমাদের দুই সন্তান নাবিহা বিনতে শফিক ও ফাহমিন রহমান টুইংকল।

এনবিসিএস এর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা বৃন্দ হাতে কলমে চাকরি প্রত্যাশীদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সরকারি রেট এ বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানতে আসা বাংলাদেশী ভাই বোনদের সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ডা. নাফিসুর রহমান, হেলালে আলম টিটু, আশরাফ উজ জামান, আওকাত হোসেন খান, মোঃ শফিকুল ইসলাম, আনোয়ার পারভেজ, মনজুর কাদের, জুবায়ের রানা, মাহবুব কবীর, ফাতেমা রহমান, সৈয়দ মিজানুর রহমান, সেলিনা শারমিন ও মোঃ রফিকুল ইসলাম হাতে কলমে চাকরি প্রত্যাশীদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা প্রদান করেন। চাকরি প্রত্যাশীদের আদর্শ বায়োডাটা বা রিজিউমি ও কভার লেটার এর নমুনা কপি সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে অর্জিত শিক্ষাগত সনদ মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য বিলি করা হয়।

এনবিসিএস এর উপদেষ্টা আজহার আলী খান, মোঃ হানিফ মজুমদার সার্বক্ষণিক উপস্হিত থেকে কর্মশালা তদারকি করেন।

গত কর্মশালায় সেবা গ্রহণ কারী ও পরবর্তীতে চাকরি প্রাপ্ত কানিজ আকবরী, মোঃ জিন্নাহ সহ কয়েকজন কর্মকর্তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কর্মশালায় অংশ নিয়ে এর সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন।

এনবিসিএস আগামীতে কুইন্স, ব্রংক্স, ব্রুকলিন ও ম্যানহাটনেও এরকম কর্মশালা আয়েজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ন্যুনতম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রায় সকল আগ্রহী বাংলাদেশি ভাই বোনের কর্মসংস্হান নিশ্চিত করতে এনবিসিএস তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবে। - মনজুর কাদের প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

রাবিয়া খানম আলীর ইন্তেকাল, নিউজার্সীতে দাফন সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সংগঠক আবদুর রহিম বাদশা এবং বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টুর মা রাবিয়া খানম আলী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি গত ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা ২টার দিকে ব্রঙ্কসে তার কন্যার বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথে সাথে তাকে স্থানীয় আলবাট আইনস্টাইন হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৯০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা ও তিন পুত্র সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মরহুমা কমিউনিটির পরিচিত মুখ বিশিষ্ট রাজনীতিক ফরাসত আলী ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগের শাশুরী।

মরহুমার নামাজে জানাজা পরদিন বৃহস্পতিবার বাদ জোহর পার্কচেস্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবাইর রাশিদ। জানাজা নামাজের আগে পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ। এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। জানাজা শেষে মরহুমার মরদেহ নিউজার্সীর মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এদিকে আবদুর রহিম বাদশা ও আব্দুর রকিব মন্টুর মা রাবিয়া খানম আলী ইন্তেকালে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাকা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল হাসিব হাসনু ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকন প্রমুখ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএএর রিভার ক্রুজে প্রবাসীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ। সংগঠনটির উদ্যোগে রিভার ক্রুজে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই ক্রুজে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্টজনসহ প্রায় সারে চারশোর মত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর, রোববার ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনাতে থেকে যাত্রা শুরু হয় রিভার ক্রুজের।সকাল থেকে বিকেল অবধি বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনে মেতে থাকেন অতিথিরা। রিভার ক্রুজে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,মুখরোচক খাবার। আরো ছিলো র্যাফেল ড্র যাতে ছিলো পাঁচটি সোনার গহনা সহ মোট দশটি আকষনীয় পুরষ্কার।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ নানা সময়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম চর্চার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখেন আয়োজকরা। রিভার ক্রুজে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জ্যমাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার,সামসুদ্দিন আজাদ চট্টগ্রামে ইউনিভার্সিটি এলামনাাই এসোসিয়েশনের এডভাইজার ও মাহমুদ আহমেদ চট্টগ্রামে ইউনিভার্সিটি এলামনাাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সহ আরো অনেকে। রিভার ক্রুজের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে উদ্ভোদনে করেন বাংলাদেশ এসেম্বল অফ ইউএস পক্ষ থেকে ফকরুল ইসলাম মজনু (উপদেষ্টা)এবং সাথে ছিলেন সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম)সহ সক্রিয় সদস্যগন। উদ্ভোদনে উপস্থিত বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জ্যমাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, রিভার ক্রুজে এত মানুষের সমাগম একে আপরের মাঝে ভাতৃত্ব ও মেলবন্ধন তৈরী করবে,যা আগামী দিনে কমিনিটি গড়ার লক্ষ্যে পথ সুদীর্ঘ করবে। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান বলেন,আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে,ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এত সুন্দর একটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে আরো সুন্দর করে, আর বড় পরিসরে এমন আয়োজনের চেষ্টা থাকবে।

অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, আমরা সুন্দর পরিবেশে এই আয়োজনের চেষ্টা করেছি। আমাদের যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা, আনন্দ-বিনোদন, এবং বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তাদের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখা। আয়োজনের আহ্বায়ক মোঃ আশিকুজ্জামান তপু বলেন,এমন আয়োজনের করতে পেরে আমরাও আনন্দিত,সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। রিভার ক্রুজ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, নিপা জামান, রোকসানা মির্জা ,আলাস্কা, রায়হান, হুসনে আরা ও অর্ণব।যন্ত্র সঙ্গীতে ছিলেন হৃদ, রিপন, সামু, আকাশ। উপস্থাপনায় ছিলেন জলি আহমেদ ও শান্তনু সাজ্জাদ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন মোঃ আশিকুজ্জামান তপু, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আতিকুর রহমান রফিক, সমন্বয়কারী মোঃ জয়নাল আবেদীন, সদস্য সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সদস্য সচিব মিয়া ফয়েজ আহমেদ। সদস্য হিসেবে ছিলেন এ কে এম হক খোকন, মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোঃ শাহাদাত হোসেন, মোঃ জাহিদুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম, আল আমিন হাওলাদার, মোহাম্মদ জিসান আহমেদ, মোঃ মমিন হোসেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফারুক হোসেন মজুমদার, ফখরুল ইসলাম মজনু, রবিউল আলম, ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, শাহ মোয়াল্লেম হোসেন, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিকউল্লাহ, মোঃ কবির হোসেন ও সোহানুর রহমান সোহান। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল ঠিকানা ,ইউএসএ বাংলা,প্রথম আলো, পরিচয় ও সাউন্ড গিয়ার।ইভেন্ট ওরগ্যানাইজ করে জলি আহমেদ এর ইজ এস এ বাংলা মাল্টিসাভিস।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ' কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়; বরং একটি অরাজনৈতিক, পেশাজীবী সংগঠন। যারা কাজ করে প্রবাসীদের কল্যাণে, উন্নয়নে। বাঙালির শেকড়কে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকে। ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করে 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই সংগঠন প্রবাসে বসবাসরত বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সংগঠন ১ বছর পূর্ণ করেছেড়একটি গৌরবময় অর্জন, একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। তবে এই দীর্ঘ যাত্রা কখনো সহজ ছিল না। নানা বাধা-বিপত্তি, চড়াই উতরায় পেরিয়ে আজ 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ'। শুধু

একটাই লক্ষ্য ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থরক্ষা। পেছনে ফিরে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে ড়একসাথে, একটি পরিবার হয়ে। এই প্রবাসীদের অনেক দূরে বাংলাদেশে রেখে আসা প্রিয়জনদের দেখা হয় না বহু বছর ধরে। সেই শূন্যতা থেকেই কিছু পরিশ্রমী, মেধাবী সংগঠক গড়ে তোলেন 'বাংলাদেশ এসেম্বলি অব ইউএসএ' যা প্রবাসের মাটিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের একটি শক্তিশালী উদাহরণ। যার লক্ষ্য, সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ, সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি, সুখে দুঃখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রিয় মাতৃভূমির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। জলি আহমেদ প্রেরিত

জ্যাকসন হাইটসে জমজমাট আয়োজনে বাংলার লোক উৎসব ও পথমেলা

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার প্রবাসীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউ ও ৩৭ রোডেঅনুষ্ঠিত হলো গোল্ডেন এজ লোক উৎসব ও পথমেলা। নিউ ইয়র্কে সামারের শেষ দিকে আয়োজিত এই প্রথমেলায় প্রবাসীরা এসে একদিকে কেনা-কাটা করেছেন অন্যদিকে মঞ্চে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন।

বিকেলে অনুষ্ঠানের আহবায়ক রাশেদ আহমেদ, সদস্য সচিব নুরুল আমিন বাবু, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের প্রেসিডেন্ট শাহ শহিদুল হক, সাধারণ সম্পাদকসহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই প্রথমেলা উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক তোফায়েল চৌধুরী লিটন, রাজনীতিক নূরুল আমীন বাবু প্রমুখ।

সেলিম ইব্রাহিম ও শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার উপস্থাপনায় মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলী, রানু নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, রেশমি মির্জা, মিমি আলাউদ্দিন, নাজু আকন্দ,কামরুজ্জামান বকুল, বাউল কালামিয়া,আফতাব জনি, নেহা ও সেলিম ইব্রাহিম। এ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন অনুপ দাস ডান্স একাডেমি, সংগীত পরিবেশন করেছেন তারার আলো'র শিল্পীরা এবং ফ্যাশন শোতে অংশ নিয়েছে নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউস। সন্ধ্যার পূর্বে মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। বিজয়ীদের মাঝে দেয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক নেতৃবৃন্দ।

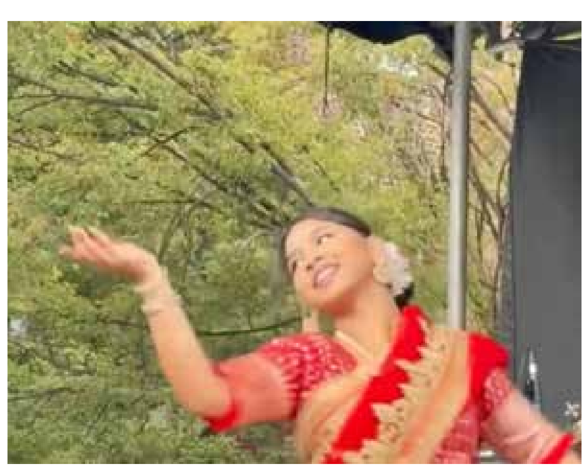

মহাসমারোহে সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ-র দুর্গোৎসব সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ উডসাইডের ৩৪-৬৩, ৫৬ স্ট্রিটের দিব্যাধাম সেবাশ্রম মন্দিরের দোতলায় ৫ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছিল। ৫ দিনব্যাপী আয়োজিত এই দুর্গোৎসবে ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে পুজাস্থল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দুর্গোৎসব শুরু হয় ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার আর মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমীর পর ১ অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমীতে গিয়ে শেষ হয়। শিশু-কিশোরসহ আবাল বৃদ্ধবনিতা রঙিন সাজ-পোশাকে মেতে ওঠেন উৎসবের আনন্দে।

পূজায় পৌরহিত্য করেছেন শ্রী জগদিশ ব্রাক্ষ্মচারী। ১ অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমীতে মহাসমারোহে হয়েছে মহিলাদের আকর্ষণীয় সিঁদুর খেলা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কর্মকান্ড চলে। প্রতিদিনই সন্ধ্যা ৭টা থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত মঞ্চে চলেছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পী ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলেছে অঞ্জলী প্রদান, প্রসাদ বিতরণ শুরু হয় দুপুর ২টা থেকে, সন্ধিপূজা ও আরতি দেয়া হয় সন্ধ্যা ৬টায়। এবারের দুর্গা পূজাকে সফল করে তুলতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন চেয়ারম্যান শ্রী প্রবীর কুমার রায়, সভাপতি প্রভাষ চন্দ রায়, মেম্বার সেক্রেটারী স্বপন ধর, সাধারণ সম্পাদক বিজয় বিশ্বাস, পূজা কমিটির আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর বিশ্বাস ও সদস্য সচিব নারায়ন দেবনাথ।

সার্বজনীন পুজা উদ্যাপন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী প্রবীর কুমার রায় জানান, শারদাবাহনের মাধ্যমে মনের মাঝে তান্ডব নৃত্যকারী অসুরকে দমন করার শক্তি অর্জিত হয়, সাহস সঞ্চারিত হয়। এবারের পূজা আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। এর জন্য সকল ভক্তদের জানাই অভিনন্দন।

ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে জমজমাট আয়োজনে বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক এর দুর্গোৎসব পালিত

পরিচয় ডেস্ক : ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে জমজমাট আয়োজনেবাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক'র আয়োজনে দুর্গোৎসব পালিত হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং শে হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার। জ্যামাইকার ফ্লোরাল পার্কের গোল্ডেন ইয়ার্স পার্টি হলে (২৫৮-২০ হিলসাইড এভেনিউ) দুইদিন ব্যাপি শারদ উৎসবে পূজা, আরতী, মহাপ্রসাদ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন বেদান্ত সোসাইটির সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীরা। রোববার এই পুজা মন্ডপে এসে সনাতনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আসন্ন নির্বাচনে সিটি মেয়র প্রার্থী ও সাবেক নিউ ইয়র্ক ষ্টেট গভর্ণর এন্ড্রু কুমো। এ্যান্ড্রু ক্যুমোকে বেদান্ত সোসাইটির দুর্গোৎসবে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সেক্রেটারি রীনা সাহা।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে এন্ড্রু কুমো বলেন, বাংলাদেশীরা নিউইয়র্ক সিটির খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি অংশ, এবং আমি আশা করছি তারাও আমার টিমে কাজ করবেন। একইসাথে আমি অত্যন্ত সম্মানীতবোধ করছি নির্বাচনে আমাকে ভোট দেয়ার অঙ্গিকার করার জন্যে।

শারদীয় দুর্গোৎসবে অতিথি হিসেবে যোগদানকালে এ্যান্ড্রু ক্যুমোকে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দানের ঘোষণা দেন ডেমক্রাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দীলিপ নাথ। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকারসহ অনেকেই মেয়র পদে ক্যুমোকে সমর্থন দান করেন। ড দীলিপ নাথ বলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের নির্বিঘ্নে বসবাসের পরিবেশ অটুট রাখার স্বার্থেই ক্যুমোর মতো একজন নেতার প্রয়োজন।

এবারের পূজায় সংগীত পরিবেশন করবেন শান্তনু ভৌমিক, পায়েল সরকার, দেবারতি ভট্টাচার্য, বিন্দু কণা, স্বপ্নীল সজীব, শিবাণী রয় ঘোষ, উদীপ্ত প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেছে বাফার শিল্পীরা।

মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছে পূজা অর্চনা, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শারদ সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সিঁদুর খেলা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধূপ-ধুনো, ঢোল-করতাল আর উলুধ্বনিতে মুখরিত থাকে মন্দির প্রাঙ্গণ।

সাধারণ সম্পাদক রীনা সাহা জানান, দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি যেন এক মিলনমেলা-যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও উপভোগ করেছেন।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দিতে প্রবাসীদের এনআইডি কার্যক্রমের উদ্বোধন নিউ ইয়র্কে

পরিচয় ডেস্ক : গত শুক্রবার ৩ অক্টোবর নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলেযুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বিতরণ ও নিবন্ধন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে যেনো প্রবাসীরা ভোট দিতে পারে সেজন্যই এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে এখন থেকে প্রবাসীরা কনস্যুলেট থেকেই সরাসরি এনআইডি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবেন, যা তাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ও কার্যক্রম সহজে সম্পাদনে সহায়তা করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মো. মোজাম্মেল হক। প্রথম এনআইডি তালিকাভুক্ত হওয়ার আবেদনকারী হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আনোয়ারুল ইসলাম। এই এনআইডি পেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী দেশে নিজেদের সম্পদ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া সহজ হবে। এছাড়াও প্রবাসীরা ভবিষ্যতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ‘শাটডাউন’: বাংলাদেশ, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের ভিসা-পাসপোর্ট সেবার কী হবে?

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে তহবিল অনুমোদন বন্ধ হয়ে সরকার কার্যত অচল হয়ে পড়লেও কনস্যুলার কার্যক্রম সচল থাকবে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্স। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে ইতিহাস গড়তে চান বাংলাদেশী-আমেরিকান কারিশমা মনজুর

পরিচয় ডেস্ক : নিউ হ্যাম্পশায়ার ষ্টেট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান কারিশমা মানজুর। নির্বাচিত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

উইন রোজারিও হত্যায় নিউইয়র্ক পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা, বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য বড় জয়

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশি তরুণ উইন রোজারিও হত্যার ১৮ মাস পর অবশেষে দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এই অভিযোগ আসে এমন সময়ে, যখন পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযোগ দায়েরের আইনগত সময়সীমা ২৬ সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছিল। ২০২৪ সালের মার্চে ১৯ বছর বয়সী উইন রোজারিও পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তা সালভাতোরে অ্যালঙ্গি ও ম্যাথিউ সিয়ানফ্রোকোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান তারা।

প্রচণ্ড জনচাপের মুখে নিউইয়র্ক পুলিশ ছয় মাস পর বডি-ক্যামেরার ভিডিও প্রকাশ করে, যা তাদের প্রথম দিকের বিবৃতির বিরোধিতা করে। শুরুতে পুলিশ দাবি করেছিল, রোজারিও আগ্রাসী আচরণ করেছিলেন। ঘটনাটি তদন্ত করে নিউইয়র্ক সিটির সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড (সিসিআরবি)। এ সংস্থা সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে গঠিত একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা।

তারা জানায়, পুলিশ কর্মকর্তারা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মোট আটটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ডেটিং ও সম্পর্কের পরামর্শে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে ঝুঁকছে মানুষ

পরিচয় ডেস্ক : সম্পর্ক-পরামর্শে ক্রমেই বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার। চাকরি খোঁজার পর এবার অনেকেই ডেটিং ও সম্পর্কের নানা সমস্যা সমাধানে এআই-এর সাহায্য নিচ্ছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে র্যাচেল (ছদ্মনাম) নামের এক নারী তার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলার আগে চ্যাটজিপির কাছ থেকে পরামর্শ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ব্রেইন ড্রেইন’ এর কবলে যুক্তরাষ্ট্র, ট্রাম্পের নীতির জেরে চাকরি ছেড়েছেন প্রায় ১ লাখ সরকারি কর্মী

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প প্রশাসনের দেওয়া ‘বিলম্বিত পদত্যাগ কর্মসূচি’ (ডিআরপি) গ্রহণ করে গত মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি ছাড়ছেন প্রায় ১ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দাপটে চাকরির বাজারে যখন টিকে থাকার লড়াই, তখন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ওমরাহ নিয়মে কড়াকড়ি, মানতে হবে যে ১০ নির্দেশনা

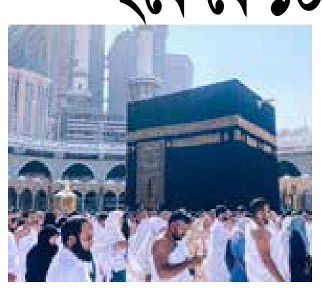

পরিচয় ডেস্ক : ওমরাহ পালন সবসময়ই মুসলিমদের জন্য স্বপ্নের সফর। তবে ভিসা, হোটেল বুকিং ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় জটিলতা অনেক সময় ভ্রমণকারীদের বিপাকে ফেলে। অনেকে এজেন্টের ওপর নির্ভর করেন, আবার কেউ কেউ পর্যটক ভিসায় গিয়ে ওমরাহ পালন করে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি সৌদি আরব নতুন নিয়ম চালু করেছে, যা ভ্রমণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করবে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে খালিজ টাইমস। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপজুড়ে তরুণদের মধ্যে বাড়ছে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি, যা বলছে গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক : ইউরোপজুড়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ২০-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এ রোগের হার প্রতিবছর গড়ে ৭.৯ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*